সুনানু নাসাঈ শরীফ

(তৃতীয় খণ্ড)

অধ্যায়

সাওম

যাকাত

হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি

জিহাদ

নিকাহ্

তালাক

كِتَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় ঃ সাওম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় ঃ সাওম

بَابُ وُجُوْبُ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম ফরয হওয়া

٢٠٩٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِيْ بِمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِيْ بِمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا لَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ *

২০৯৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যে সালাতসমূহ ফরয করেছেন সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তবে হ্যাঁ, তুমি যা খুশী নফল আদায় করবে। তারপর সে বললো, আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যে সাওম ফরয করেছেন সে সম্বন্ধে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রমযান মাসের সাওম। তবে হ্যাঁ, তুমি যা খুশী নফল আদায় করবে। অতঃপর সে বললো, আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যে যাকাত ফরয করেছেন সে সম্বন্ধে অবহিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইসলামী শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর সে বললো, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন আমি অতিরিক্ত কোন নফল ও আদায় করবনা এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যা যা ফরয করেছেন তাতে কোন কম করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সে সত্যই বলে থাকে তবে সে কৃতকার্য হয়ে যাবে অথবা তিনি বললেন, যদি সে সত্যই বলে থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٠٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدَنَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

২০৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে যেন নবী ﷺ-এর কাছে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন না করি। তাই আমরা মনে মনে আশংকা করতাম যেন গ্রাম থেকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করে। ইতিমধ্যে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসেছিলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, আপনি নাকি দাবী করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন যে, সে সত্যই বলেছে। অতঃপর সে প্রশ্ন করল ঃ তবে আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা, অতঃপর সে প্রশ্ন করল ঃ যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। তারপর সে প্রশ্ন করল ঃ যমীনে পাহাড়সমূহ কে স্থাপন করেছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। এরপর সে প্রশ্ন করল ঃ তাতে উপকারী বৃক্ষসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর সে বললো ঃ ঐ সত্তার শপথ যিনি আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন আর তাতে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে উপকারী বৃক্ষসমূহ সৃষ্টি করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর সে বললো ঃ আপনার দূত বলেন যে, আমাদের উপর প্রত্যেক দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয? তিনি বললেন ঃ সে তো সত্যই বলেছে। অতঃপর সে বললো ঃ ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বললো ঃ আপনার দূত বলেন যে, আমাদের উপর স্বীয় ধন-সম্পদের যাকাত

আদায় করা ফরয ? তিনি বললেন ঃ সে তো সত্যই বলেছে। সে বললো ঃ সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বললো ঃ আপনার দূত বলেন যে, আমাদের উপর প্রত্যেক বছর রমযানের রোযা ফরয ? তিনি বললেন ঃ সে তো সত্যই বলেছে। সে বলল, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বললো ঃ আপনার দূত বলেন যে, আমাদের মধ্যে রাহা খরচ বহনের উপর সামর্থ্যবানদের উপর হজ্জ ফরয ? তিনি বললেন ঃ সে তো সত্যই বলেছে। সে বললো, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বললো ঃ ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন– আমি এগুলোর উপর কোন কিছু কখনো বৃদ্ধিও করবো না আর এর থেকে (কিছু) হ্রাসও করবো না। যখন সে ফিরে গেলো, তখন নবী ﷺ বললেন, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٠٩٦. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قُلْنَا لَهُ هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَاابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ سَائِلُكَ يَامُحَمَّدُ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِى الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِى نَفْسِكَ قَالَ سَلْ مَا بَدَالَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّىَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِىْ مِنْ قَوْمِىْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ *

২০৯৬. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটের উপর আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসলো এবং সেই উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসালো ও বাঁধলো আর উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলো ঃ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ -কে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন উপস্থিতদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই ব্যক্তি বললো ঃ "হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত!" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তখন

সেই ব্যক্তি বললো ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন করো। তখন সে বললো ঃ আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন" নিশ্চয়। সে বললো, এখন আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে রাত-দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন" নিশ্চয়। অতঃপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে বছরের এ (রমযান) মাসে সাওম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়। "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন" তারপর সে ব্যক্তি বললো ঃ আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম হল দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবা ; আমি সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র গোত্রের লোক।

٢٠٩٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللّٰهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللّٰهَ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللّٰهَ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ *

২০৯৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটের উপর আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসলো এবং সেই উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসিয়ে বেঁধে ফেললো। অতঃপর বললো ঃ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ -কে ?" তিনি তখন আমাদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। তখন আমরা তাকে

বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি। তৎপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো ঃ "হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত!" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। অতঃপর সে বললো ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে আপনার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করবো। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন করো। সে বললো ঃ আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে প্রত্যেক বছরের এ (রমযান) মাসে সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন ? রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর সে বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূত স্বরূপ এসেছি ; আর আমার নাম হল দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবা আমি সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র গোত্রের লোক।

٢٠٩٨. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ حَمْزَةُ بْنُ الْحٰرِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوا هٰذَا الْأَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمْزَةُ الْأَمْغَرُ الْأَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ اللّٰهُ أَرْسَلَكَ قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ اللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ اللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهُ عَلَى فُقَرَائِنَا قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ اللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ اللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هٰذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ٭

২০৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজ সাহাবীদের সাথে ছিলেন, ইতিমধ্যে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁদের কাছে এসে বললো ঃ তোমাদের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত কে ?" সাহাবীগণ বললেন ঃ এই হেলান দেওয়া লালবর্ণ মিশ্রিত ফর্সা ব্যক্তি। (হামযা (র) বলেন ঃ امغر =শব্দের অর্থ হল লালবর্ণ মিশ্রিত ফর্সা)। অতঃপর সেই ব্যক্তি বললো ঃ আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো। আর প্রশ্নের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করবো। তিনি বললেন ঃ তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন কর। সে বললো ঃ আমি আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর

নামে আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে প্রেরণ করেছেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থেকো, তারপর সে বললো ঃ আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করবো। আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে রাতদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থেকো। তারপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের ধন-সম্পদ থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" তারপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি, "আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে বার মাসের মধ্যে এ (রমযান) মাসে সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর সে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি– আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের মধ্যে রাহা খরচ বহনের উপর সামর্থ্যবানদের জন্য কা'বা ঘরের হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়, "হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।" তারপর সে বললো ঃ আপনার উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনাকে সত্যবাদীরূপে মেনে নিলাম। আর আমার নাম হল দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবা।

بَابُ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে দান এবং অত্যধিক দানশীলতার বর্ণনা

٢٠٩٩. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَايَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ◆

২০৯৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যান্য লোকদের তুলনায় অত্যধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। রমযান মাসে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি অত্যধিক দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরাঈল (আ) রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি প্রবহমান বায়ু অপেক্ষাও অত্যধিক দানশীল হতেন।

٢١٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَالَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ كَانَ اِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ

الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَأَدْخَلَ هٰذَا حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ *

২১০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উল্লেখযোগ্য কোন অভিশাপ দিতেন না। আর যখন জিবরাঈল (আ)-এর অবতরণের সময় নিকটবর্তী হত যিনি তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন, তখন তিনি প্রবহমান বায়ূ অপেক্ষাও অত্যধিক দানশীল হতেন।

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের ফযীলত

٢١٠١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ *

২১০১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে বেঁধে রাখা হয়।

٢١٠٢. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ *

২১০২. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে বেঁধে রাখা হয়।

بَابُ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরী (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٢١٠٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ *

২১০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِي اَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ *

২১০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١٠٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ *

২১০৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١٠٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا يَعْنِيْ حَدِيْثَ ابْنِ اِسْحٰقَ خَطَأٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ اِسْحٰقَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَالصَّوَابُ مَاتَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ *

২১০৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযান মাস আসে করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١٠٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اُوَيْسِ بْنِ اَبِيْ اُوَيْسٍ عَدِيْدِ بَنِيْ تَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ اَبْوَابُ النَّارِ وَتُسَلْسَلُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ خَطَأٌ *

২১০৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এই রমযান মাস যা তোমাদের কাছে আগমন করেছে। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

ذِكْرِ الْاِخْتِلاَفُ عَلَى مَعْمَرٍ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মা'মার থেকে বর্ণনাকরীদের মধ্যে পার্থক্য

٢١٠٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيْمَةٍ وَقَالَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَسُلْسِلَتْ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ اَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ *

২১০৮. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফরয ব্যতীত রমযানের তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করার জন্যও উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন যে, যখন রমযান আগমন করে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ ابْنُ مُوْسٰى خُرَاسَانِيٌّ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ *

২১০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রমযান আগমন করে তখন রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٢١١٠. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ *

২১১০. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাসে আগমনের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ্ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহ্‌র অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল।

٢١١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ النَّارِ وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ ٭

২১১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মান্‌সূর (র) - - - - আরফাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা উতবা ইব্‌ন ফারকাদের অসুস্থতা দেখতে গিয়ে আমরা সেখানে রমযান মাস সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ ? আমরা বললাম, রমযান মাস সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, রমযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ্ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের গলায় লোহার শিকল পরানো হয়। এবং প্রত্যেক রাতে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলে, 'হে কল্যাণকামীগণ তোমরা নেক কাজ কর, হে পাপিষ্ঠগণ তোমরা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকো।

٢١١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيْهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ فَأَرَدْتُ اَنْ اُحَدِّثَ بِحَدِيْثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّهُ اَوْلٰى بِالْحَدِيْثِ مِنِّي فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَاطَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَاطَالِبَ الشَّرِّ اَمْسِكْ ٭

২১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আরফাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমি একটি ঘরে অবস্থান করছিলাম যেখানে উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (রা) ছিলেন। আমি একটি হাদীস বর্ণনা করতে চাইলাম, কিন্তু সেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একজন সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন, যিনি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের ব্যাপারে বলেছেন, 'রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ্ খুলে দেয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ্ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর প্রত্যেক দুষ্ট শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। প্রত্যেক রাতে একজন

আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, 'হে কল্যাণকামীগণ তোমরা নেক কাজ কর, হে পাপিষ্ঠগণ তোমরা পাপ হতে বিরত থাকো।'

اَلرُّخْصَةُ فِي اَنْ يُقَالُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান মাসকে শুধু রমযান বলার অনুমতি

٢١١٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْمُهَلَّبُ ابْنُ اَبِي حَبِيْبَةَ ح وَاَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِي حَبِيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَ قُمْتُهُ كُلَّهُ وَلاَ اَدْرِيْ كَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَبُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ *

২১১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম এবং উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবু বাক্‌রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ কখনও এরূপ বলবে না, 'আমি পূরা রমযানের সাওম পালন করেছি অথবা আমি পূরা রমযান মাসে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করেছি। রাবী বলেন, কেন তিনি এরূপ বলা অসমীচীন মনে করেছেন তা আমার জানা নেই। হয়তো বা এর মধ্যে নিজ প্রশংসা বা অসাবধানতা আছে বলেই তিনি এরূপ বলাকে সমীচীন মনে করেন নি।

٢١١٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِمْرَاَةٍ مِنَ الاَنْصَارِ اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً *

২১১৪. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন আনসারী মহিলাকে বলেছিলেন, যখন রমযান এসে যাবে তখন তুমি একটি উমরাহ্ আদায় করবে। কেননা রমযানের একটি উমরাহ্ একটি হজ্জের সমপরিমাণ।

اِخْتِلاَفِ اَهْلُ الاٰفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ

বিভিন্ন দেশে চাঁদ দেখার বিভিন্নতা

٢١١٥. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ اِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِي اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلاَ نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

২১১৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা উম্মে ফাযল (রা) তাঁকে মুআবিয়া (রাঃ)-এর কাছে সিরিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে তাঁর প্রয়োজন সমাধা করলাম এবং সিরিয়ায় অবস্থান করলে জুমু'আর রাত্রে রমযান এর চাঁদ দর্শন করলাম। অতঃপর আমি মাসের শেষের দিকে মদীনায় ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অতঃপর চন্দ্রের কথা উল্লেখ করে আমাকে বললেন, তোমরা চাঁদ কখন দেখেছিলে ? আমি বললাম, আমরা তো চাঁদ জুমু'আর রাত্রে দেখেছিলাম। তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন যে, তুমি কি চাঁদ জুমু'আর রাত্রে নিজে দেখেছিলে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারাও সাওম পালন করেছে এবং মুআবিয়া (রা)-ও সাওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, অথচ আমরা তো চাঁদ শনিবার রাত্রে দেখেছি। আমরা সাওম পালন করতেই থাকব, ত্রিশ সাওম পূরা করা পর্যন্ত অথবা চাঁদ দেখা পর্যন্ত। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়া এবং তাঁর সাথীদের দেখা যথেষ্ট মনে করেন না ? তিনি বললেন, না, বরং আমাদেরকে নবী ﷺ এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ قَبُولُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (র)-এর হাদীসে সুফিয়ান (রা)-এর বর্ণনা পার্থক্য

٢١١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ فَنَادَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ صُومُوا *

২১১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক বেদুঈন এসে বললো যে, আমি চাঁদ দেখেছি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসূল ? সে বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা দিলেন যে, তোমরা সবাই সাওম পালন কর।

٢١١٧. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَابِلاَلُ اَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا *

২১১৭. মূসা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে একজন বেদুঈন এসে বললেন যে, আমি রাত্রে চাঁদ দেখেছি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তুমি কি সাক্ষ্য দেও যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল ? সে বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে বেলাল! (রা) তুমি লোকদের সামনে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন সাওম পালন করে।

٢١١٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ *

২১১৮. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইকরিমা (র) থেকেও মুরসাল সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত।

٢١١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ مِصِّيْصِيٌّ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ *

২১১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - -ইকরিমা (র) থেকেও মুরসাল সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত।

٢١٢٠. اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَبُو عُثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوْسَ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحٰرِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَالَ اَلاَ اِنِّي جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاَلْتُهُمْ وَاَنَّهُمْ حَدَّثُوْنِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوْا لَهَا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا ثَلاَثِيْنَ فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوْا وَاَفْطِرُوْا *

২১২০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রমযান বা শা'বান মাসের সন্দেহযুক্ত দিনে লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ শুন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলাম। আমি তাদের প্রশ্ন করলে তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন কর এবং চাঁদ দেখে সাওম ভঙ্গ কর আর চাঁদ দেখেই কুরবানী কর। তবে হ্যাঁ, (শা'বান মাসের ২৯ তারিখে) যদি আকাশে মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে নেবে। তবে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে তোমরা সাওম পালন করবে এবং ভঙ্গ করবে।

إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ وَذِكْرَ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা পার্থক্য

٢١٢١. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ *

২১২১. মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢١٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا ثَلاَثِيْنَ *

২১২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢١٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا *

২১২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখ তখন সাওম পালন কর। আর যখন তোমরা (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখ তখন সাওম ভঙ্গ কর। তবে হ্যাঁ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের ত্রিশ দিন সাওম পালন করবে।

٢١٢٤. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ *

২১২৪. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমারা চাঁদ দেখবে তখন সাওম পালন করবে। আবার

যখন (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখবে সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢١٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَتُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ *

২১২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানের আলোচনা করছিলেন, তখন তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও সাওম পালন করবে না। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত (শাওয়লের) চাঁদ দেখতে না পাও তোমরা সাওম ভঙ্গ করবে না। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা মাসের দিন গুণে নেবে (ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে)।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর থেকে এ হাদীসের সনদের পার্থক্য বর্ণনা

٢١٢٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَتُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ *

২১২৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত (রমযানের) চাঁদ দেখতে না পাও তোমরা সাওম পালন করবে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত (শাওয়ালের) চাঁদ দেখতে না পাও তোমরা সাওম ভঙ্গ করবে না। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা দিন গুণে নেবে (ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে)।

٢١٢٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْهِلاَلَ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ *

২১২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করে বললেন ঃ যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে সাওম পালন করবে আর যখন তোমরা (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখবে তখন সাওম ভঙ্গ করবে। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فِى حَدِيْثِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

'আমর ইব্‌ন দীনার (র) কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উক্ত হাদীসের বর্ণনায় সনদের পার্থক্য

٢١٢٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ اَخُو اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ اَنْبَانَا حَبَّانُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ *

২১২৮. আহমদ ইব্‌ন উসমান আবুল জাওযা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা (রমযান মাসের) চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখে সাওম ভঙ্গ করবে। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে (শা'বান মাসের দিন গণনা করে) ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢١٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ *

২১২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে রমযান মাস আসার পূর্বেই সাওম পালন করে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে তখন সাওম পালন করবে আর (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখবে সাওম ভঙ্গ করবে। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে (শা'বান মাসের দিন গণনা করে) ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى مَنْصُوْرٍ فِى حَدِيْثِ رِبْعِىٍّ فِيْهِ

মানসূর (র) কর্তৃক রিবয়ী ইব্‌ন হিরাশ (র) সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনায় সনদের পার্থক্য বর্ণনা

٢١٣٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقَدَّمُوْا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ *

২১৩০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তোমরা রমযান মাসের চাঁদ না দেখার পূর্বে কিংবা শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে রমযানের সাওম পালন করবে না। এরপর তোমরা রমযানের সাওম পালন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শাওয়ালের চাঁদ দেখবে কিংবা তার পূর্বেই রমযানের মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে।

٢١٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلاَلَ ثُمَّ صُومُوا وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ *

২১৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা রমযান মাসের চাঁদ না দেখার পূর্বে কিংবা শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে রমযানের সাওম পালন করবে না। এরপর তোমরা রমযানের সাওম পালন করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শাওয়ালের চাঁদ দেখবে কিংবা তার পূর্বেই রমযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে।

٢١٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلاَثِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ *

২১৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - রিব'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যখন তোমরা রমযান মাসের চাঁদ দেখবে তখন সাওম পালন করবে আর যখন (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখবে তখন সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ যদি আকাশে মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। তবে এর পূর্বেই চাঁদ দেখলে রমযানের সাওম পালন করবে। এরপর রমাযানের সাওম পালন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শাওয়ালের চাঁদ দেখবে বা তার পূর্বেই রমযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে।

٢١٣٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً *

২১৩৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং চাঁদের মাঝখানে যদি মেঘ আড়াল হয় তাহলে তোমরা (শা'বান) মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। চাঁদ দেখার পূর্বেই সাওম পালন দ্বারা রমযান মাসকে সম্বর্ধনা জানাবে না।

٢١٣٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ لاَتَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِلرُّؤْيَةِ وَاَفْطِرُوْا لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَاَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ *

২১৩৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা রমযানের পূর্বে সাওম পালন করবে না। বরং তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম ভঙ্গও করবে। তবে হ্যাঁ, যদি চাঁদকে মেঘ আড়াল করে দেয় তবে তোমরা (শা'বান) মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

كَمِ الشَّهْرُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِى الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ

যুহ্‌রী (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে উক্ত রেওয়ায়ত বর্ণনায় সনদের পার্থক্য বর্ণনা

٢١٣٥ . اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ اَلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْاَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ *

২১৩৫. নাস্‌র ইব্‌ন জাহ্‌দামী (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শপথ করেছিলেন যে, তিনি এক মাস বিবিদের কাছে যাবেন না। অতঃপর উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর (আমার ঘরে প্রবেশ করলে) আমি বললাম, আপনি কি এক মাসের শপথ করেছিলেন না ? আমি তো মাসকে উনত্রিশ দিন গণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের।

٢١٣٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِى ثَوْرٍ حَدَّثَهُ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَاعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ حَدَّثَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَدِيْثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَاَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ اِنَّكَ قَدْ كُنْتَ اَلَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ لاَ تَدْخُلَ

عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَا اَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً *

২১৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ এবং আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা লালায়িত ছিলাম যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবিদের মধ্য থেকে ঐ দুই জন বিবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে– আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন।) রাবী এ হাদীসকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এবং এ ব্যাপারে উমর (রা) বলেন যে, হাফসা (রা) এ ঘটনা আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রকাশ করায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, নিজ বিবিদের থেকে উনত্রিশ রাত বিচ্ছিন্ন রইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যধিক ক্রোধবশত বলেছিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাদের ঘটনা ব্যক্ত করেছিলেন যে, আমি তাদের ঘরে এক মাস পর্যন্ত প্রবেশ করব না। যখন উনত্রিশ রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে দিয়েই পুনরায় বিবিদের ঘরে যাওয়া শুরু করলেন, তখন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো শপথ করেছিলেন যে, আপনি আমাদের ঘরে একমাস পর্যন্ত প্রবেশ করবেন না ; আজকে তো আমরা উনত্রিশ রাত্র অতিবাহিত করলাম, আমরা তো তা গণনা করে রেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, মাসটি উনত্রিশ রাত্রের ছিল।

ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস-এর বর্ণনা

٢١٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ هُوَ اَبُوْ يَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيٌّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا *

২১৩৭. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ অর্থাৎ আবূ ইয়াযীদ জারমী বসরী (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললো যে, মাসটি উনত্রিশ দিনের।

٢١٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَلَمَةُ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا *

২১৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মাসটি উনত্রিশ দিনের।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى اِسْمَاعِيْلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

ইসমাঈল (র) সূত্রে সা'দ ইব্ন মালিক থেকে হাদীস বর্ণনায় পার্থক্য

٢١٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْاُخْرَى وَقَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا *

২১৩৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মাদ (র)-এর পিতা (সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে বললেন যে, মাস এত দিনের হয়, মাস এতদিনের হয়, মাস এত দিনের হয়, তৃতীয় বারে তিনি একটি আঙ্গুল কমিয়ে দিলেন (ঊনত্রিশ দিনেরও হয়)।

٢١٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

২১৪০. সুওয়াইদ ইব্ন নাস্র (র) - - - - মুহাম্মাদ (র)-এর পিতা (সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়। অর্থাৎ ঊনত্রিশ দিনের (২৯ দিনেরও হয়)।

٢١٤١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الْاِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قُلْتُ لِاِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لاَ *

২১৪১. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয় এবং মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দ (র) তাঁর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনবার নিজ হাতে তালি দিলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল বন্ধ করে ফেললেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ فِي خَبَرِ اَبِي سَلَمَةَ فِيْهِ

ইয়াহয়া ইব্ন আবী কাসীর (র) সূত্রে আবূ সালামা থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় সনদের পার্থক্য বর্ণনা

٢١٤٢. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَيَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ *

২১৪২. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনের হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়। যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে তখন সাওম পালন করবে, আর যখন (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখবে তখন সাওম ভঙ্গ করবে। তবে হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢١٤٣. اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَاَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ *

২১৪৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাদালাহ্ এবং আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনের হয়।

٢١٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَنَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثًا حَتّٰى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ *

২১৪৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা হলাম উম্মাতে উম্মিয়্যা। (মা এর শিশু সন্তানের মত) আমরা ভাল করে লিখা জানি না আর ভাল করে হিসাবও জানি না।[১] মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়। এরকম তিনবার বলে তিনি ঊনত্রিশ দিনের উল্লেখ করলেন।

٢١٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَنَحْسِبُ وَلاَنَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا تَمَامَ الثَّلاَثِيْنَ *

---

১. সৌর মাসের হিসাব কঠিন বলে চান্দ্র মাস হিসাবে চাঁদ দেখে আমরা সাওম পালনে আদিষ্ট হয়েছি।

২১৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা হলাম (মা এর শিশু সন্তানের ন্যায়) অজ্ঞ উম্মাত, (ভাল করে) হিসাবও জানি না এবং (ভাল করে) লিখতেও জানি না। আর মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়, মাস এত দিনের হয়। এবং তৃতীয় বারে বৃদ্ধ আঙ্গুল বন্ধ করে ফেললেন। (২৯ দিন বুঝানোর জন্য)। আর মাস এরকম, এরকম, এরকম, পূর্ণ ত্রিশ দিনেরও হয়।

٢١٤٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ *

২১৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মাস এত দিনের হয়। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে জাবালা (র) যে বর্ণনা করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শু'বা (র) বলেছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) দু'বার তাঁর হস্ত প্রসারিত করে এবং তৃতীয়বারে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহ থেকে একটি অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলে বলতে চেয়েছেন যে, মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়।

٢١٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ *

২১৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মাস (কখনো) উনত্রিশ দিনেরও হয়।

اَلْحَثُّ عَلَى السُّحُوْرِ

সাহারী খাওয়ার উৎসাহ প্রদান

٢١٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ *

২১৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা সাহারী (ভোর রাত্রের খাওয়া) খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

٢١٤٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَسَحَّرُوا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ لَا أَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ *

২১৪৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তোমরা সাহারী খাও। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন যে, আমি পুরোপুরি জানি না যে, এ হাদীসের বাক্য কিরূপ ছিল।

٢١٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً *

২১৫০. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মান (র) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনায় সনদের পার্থক্য

٢١٥١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَرِيْرٍ نَسَائِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً *

২১৫১. আলী ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

٢١٥٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً رَفَعَهُ ابْنُ اَبِىْ لَيْلَى *

২১৫২. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

٢١٥٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً *

২১৫৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

٢١٥٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً *

২১৫৪. আব্দুল আ'লা ইব্ন আবদুল ওয়াসিল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

٢١٥٥. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ *

২১৫৫. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى زِرٍّ فِيهِ

সাহারী বিলম্বে খাওয়া

٢١٥٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ *

২১৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) - - - - যির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আপনি কখন সাহারী খেতেন ? তিনি বললেন ঃ খুব ভোরেই। তবে হাঁ, তখনো সূর্য উদয় হত না (ভোর রাত্রের শেষের দিকে)।

٢١٥٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةٌ *

২১৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - যির ইব্‌ন হুবায়স (র) বলেন যে, আমি হুযায়ফা (রা)-এর সাথে সাহারী খেলাম। অতঃপর সালাত আদায় করার জন্য বের হলাম। যখন আমরা মসজিদে পৌঁছে দু'রাকআত সালাত আদায় করলাম (ফজরের সুন্নাত)। তখনই (জামাআতের) ইকামাত বলা হল। উভয়ের মাঝখানে মাত্র অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধান ছিল।

٢١٥٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا *

২১৫৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সিলাহ্ ইব্‌ন যুফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুযায়ফা

(রা)-এর সাথে সাহারী খেলাম। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত ফজরের সালাত (সুন্নাত) আদায় করলাম। তারপরই সালাতের (জামাআতের) ইকামাত দেয়া হল এবং আমরা সালাত (ফজরের ফরয) আদায় করলাম।

قَدْرُ مَابَيْنَ السُّحُوْرِ وَبَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحُ

সাহারী এবং ফজরের সালাতের মধ্যকার ব্যবধান

٢١٥٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ مَايَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً *

২১৫৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাহারী খেলাম। অতঃপর সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এতদুভয়ের মধ্যকার ব্যবধান কতক্ষণ ছিল ? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সম পরিমাণ সময়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ هِشَامُ وَسَعِيْدٍ عَلَى قَتَادَةَ فِيْهِ

হিশাম ও সাঈদ (র) কর্তৃক কাতাদার বর্ণনায় পার্থক্য

٢١٦٠. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ زَعِمَ أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ مَاكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ قَدْرَ مَايَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً *

২১৬০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাহারী খেলাম। অতঃপর (ফজরের) সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন ঃ সম্ভবত আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করছিলেন, উভয়ের মাঝখানের ব্যবধান কতক্ষণ ছিল ? তখন তিনি বলেছিলেন ঃ কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় (এর ব্যবধান ছিল)।

٢١٦١. أَخْبَرَنَا أَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلاَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرَ مَايَقْرَأُ الْاِنْسَانُ خَمْسِيْنَ آيَةً *

২১৬১. আবুল আসআছ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং যায়দ

ইব্‌ন ছাবিত (রা) একত্রে সাহরী খেলেন। অতঃপর উভয়ে ফজরের সালাত শুরু করে দিলেন। রাবী বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাঁদের সাহারী শেষ করা এবং সালাত শুরু করার মধ্যকার ব্যবধান কতক্ষণ ছিল ? তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنُ مِهْرَانَ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِي تَأْخِيْرِ السُّحُوْرِ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِهِمْ

সুলয়মান ইব্‌ন মিহরান (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে সাহ্‌রী বিলম্বে খাওয়ার শব্দ ও সনদের পার্থক্য বর্ণনা

٢١٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِيْنَا رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُوْرَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُوْرَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُوْرَ قُلْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ *

২১৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম ঃ আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এমন দু'জন সাহাবী আছেন, যাঁদের একজন ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং সাহারী বিলম্বে খান। আর দ্বিতীয়জন ইফতার বিলম্বে করেন এবং সাহারী তাড়াতাড়ি খান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং সাহারী বিলম্বে খান ? আমি বললাম ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তিনি (আয়েশা রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরকমই করতেন।

٢١٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِيْنَا رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُوْرَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُوْرَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُوْرَ قُلْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ *

২১৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম যে, আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এমন দু'জন সাহাবী আছেন যাঁদের একজন ইফতার তাড়াতাড়ি করেন, সাহারী বিলম্বে খান। অন্যজন ইফতার বিলম্বে করেন এবং সাহারী তাড়াতাড়ি খান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং সাহারী বিলম্বে খান ? আমি বললাম ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তখন তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরকমই করতেন।

٢١٦٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى

عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كِلاَهُمَا لاَيَأْلُوْ عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ وَالْاٰخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوْقٌ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ هٰكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

২১৬৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আমি এবং মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-কে বললেন যে, আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এমন দু'জন সাহাবী আছেন, তাঁরা উভয়েই সওয়াব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী। তন্মধ্যে একজন মাগরিবের সালাত এবং ইফতার বিলম্বে করেন। আর অপরজন মাগরিবের সালাত এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করেন। তখন আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে মাগরিবের সালাত এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করেন, মাসরুক (র) বললেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরকমই করতেন।

٢١٦٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا *

২১৬৫. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবূ আতিয়্যা (রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি এবং মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ হে মুমিনদের মাতা ! আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এমন দু'জন সাহাবী আছেন যাঁদের একজন ইফতার তাড়াতাড়ি করেন, এবং মাগরিবের সালাতও তাড়াতাড়ি করেন। আর অন্যজন ইফতার বিলম্বে করেন এবং এবং মাগরিবের সালাতও বিলম্বে আদায় করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করেন ? আমরা বললাম ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। তখন তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও এরকমই করতেন। (রাবী বলেন ঃ) দ্বিতীয় সাহাবী ছিলেন আবূ মূসা (রা)।

فَضْلُ السُّحُوْرِ

সাহারীর ফযীলত

٢١٦٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ

الزُّبَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحٰرِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ اِنَّهَا بَرَكَةٌ اَعْطَاكُمُ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوْهُ ‎*

২১৬৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একদা নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম যখন তিনি সাহারী খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন যে, এতে বরকত রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ বরকত তোমাদেরকেই দান করেছেন। অতএব তোমরা একে ছাড়বে না।

دَعْوَةُ السُّحُوْرِ

সাহারী খাওয়ার জন্য আহ্বান করা

২১৬৭. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُوْ اِلَى السُّحُوْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُّوا اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ‎*

২১৬৭. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ বসরী (র) - - - - ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাহারী খাওয়ার জন্য আহ্বান করতে এবং বলতে শুনেছি যে, তোমরা সকালে পবিত্র আহারের দিকে এস।

تَسْمِيَةُ السُّحُوْرِ غَدَاءً

সাহারীকে সকালের খাদ্য বলে নামকরণ

২১৬৮. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُوْرِ فَاِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ ‎*

২১৬৮. সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - মিকদাম ইব্‌ন মা'দী কারিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা ভোর রাত্রের খাদ্য অবশ্যই খাবে। কেননা সেটাই সকাল বেলার পবিত্র খাবার।

২১৬৯. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي السُّحُوْرَ ‎*

২১৬৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - খালিদ ইব্‌ন মা'দান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেছেন ঃ তোমরা সকাল বেলার পবিত্র আহারের দিকে এসো অর্থাৎ সাহারীর দিকে এস।

فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ

আমাদের সাওম এবং আহলে কিতাবের সাওমের মধ্যে পার্থক্য

٢١٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فَصْلَ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السُّحُوْرِ ٭

২১৭০. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আমাদের সাওম এবং আহলে কিতাব-এর সাওমের মধ্যে পার্থক্য হল সাহারী খাওয়া। (আমরা সাহারী খাই কিন্তু ইয়াহূদ ও খৃষ্টানরা তা খায় না।)

اَلسُّحُوْرُ بِالسَّوِيْقِ وَالتَّمْرِ

ছাতু এবং খোরমা দ্বারা সাহারী খাওয়া

٢١٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ عِنْدَ السُّحُوْرِ يَااَنَسُ اِنِّى اُرِيْدُ الصِّيَامَ اَطْعِمْنِى شَيْئًا فَاَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَااَنَسُ اُنْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِى فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ اِنِّى قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيْقٍ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ ٭

২১৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহারীর সময় বললেন যে, হে আনাস ! আমি সাওম পালন করার ইচ্ছা করেছি, তুমি আমাকে কিছু খাবার দাও। তখন আমি তাঁর কাছে কিছু খোরমা এবং পানীয় একটি পাত্র আনলাম। এগুলো আমি বেলাল (রা)-এর (সাহারী) আযান দেওয়ার পর এনেছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে আনাস ! একজন লোক তালাশ করে আন সে আমার সাথে আহার করবে। তখন আমি যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে ডাকলাম, তিনি এসে বললেন ঃ আমি কিছু ছাতুর পানি পান করেছি এবং সাওম পালন করার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমিও তো সাওম পালন করার ইচ্ছা করেছি। অতঃপর তাঁর সাথে সাহারী খেলেন এবং দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'রাকাআত সালাত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করে ফজরের ফরয সালাত আদায় করার জন্য বের হয়ে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ-এর ব্যাখ্যা

٢١٧٢. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ اَحَدَهُمْ كَانَ اِذَا نَامَ قَبْلَ اَنْ يَتَعَشّٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَاْكُلَ شَيْئًا وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا اِلَى الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ قَالَ وَنَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو اَتٰى اَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ وَلٰكِنْ اَخْرُجُ اَلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ اِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا وَاَيْقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا وَبَاتَ وَاَصْبَحَ صَائِمًا حَتّٰى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ٭

২১৭২. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাদের কেউ যদি রাত্রের আহার না করেই ঘুমিয়ে পড়ত তবে তার জন্য সেই রাত্রে এবং পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু খাওয়া ও পান করা বৈধ ছিল না। وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا....... এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (এ নিয়ম ছিল)। রাবী বলেন, এই আয়াতটি আবূ কায়স ইব্‌ন আমর (রা) সম্পর্কেও অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি সাওম পালন করে মাগরিবের পর নিজ স্ত্রীর কাছে এসে বললেন যে, আহার করার মত কিছু আছে কি ? তাঁর স্ত্রী বললেন, আমার কাছে তো আহার করার মত কিছু নেই। তবে আমি আপনার জন্য রাত্রের আহারের সন্ধানে বের হচ্ছি। তারপর তাঁর স্ত্রী বের হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর স্ত্রী তাঁর কাছে ফিরে এসে তাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে জাগিয়ে দিলেন কিন্তু তিনি কিছুই না খেয়েই রাত্র কাটিয়ে সকাল থেকে সাওম পালনরত থাকলেন। দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এ ঘটনাটি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। তার পরেই আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

٢١٧٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ٭

২১৭৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ হল রাত্রের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা।

كَيْفَ الْفَجْرِ

ফজর কখন হবে ?

٢١٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِكَفِّهِ وَلٰكِنِ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ *

২১৭৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত তাদের জাগ্রত করার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাত আদায়েরত আছে তাদের বিরত করার জন্য বিলাল (রা) রাত্রে আযান দেয়। অতঃপর তিনি (নবী ﷺ) উভয় হাতের কব্জী দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন যে এরূপ চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া ফজর হওয়ার লক্ষণ নয়। বরং ফজর হওয়ার লক্ষণ হল এরকম চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া। এই বলে তিনি স্বীয় তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

٢١٧٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنْبَاَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مُعْتَرِضًا قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً مَادًّا يَدَيْهِ *

২১৭৫. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, বিলাল (রা)-এর আযান এবং এই শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে না দেয়, যতক্ষণ না এ রকম, এ রকমভাবে প্রভাতের আলোর রেখা প্রকাশ পায় অর্থাৎ দিগন্তে। আবূ দাউদ (র) বলেন যে, এরপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় লম্বালম্বিভাবে ডানে বামে ছড়িয়ে দিলেন।

اَلتَّقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাস আসার পূর্বেই সাওম পালন শুরু করে দেয়া

٢١٧٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوْا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا اَتٰى ذٰلِكَ الْيَوْمُ عَلٰى صِيَامِهِ *

২১৭৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তোমরা রমযান মাস আগমন করার পূর্বেই সাওম পালন শুরু করে দেবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি শুরু করতে পারবে, যে সর্বদা নিয়মিত সাওম পালন করত এবং তার নিয়মিত সাওম পালনকালীন দিনটি রমযান মাস আগমনের পূর্বের দিন হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيْهِ

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাসীর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) কর্তৃক আবূ সালামা (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনায় পার্থক্যের উল্লেখ

২১৭৭. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ *

২১৭৭. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)- - - - আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো রমযান মাস আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্বেই সাওম পালন শুরু করে দেবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি শুরু করতে পারবে, যে ইতিপূর্বেও ঐসময় নিয়মিত সাওম পালন করত। সে তার সাওম পালন করতে পারবে।

২১৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ *

২১৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রমযান মাস আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্বেই সাওম পালন শুরু করে দেবে না। তবে হ্যাঁ, তোমাদের কেউ যদি পূর্ব থেকেই নিয়মিত সাওম পালন করত এবং তার সাথে এই সময়ের মিল হয়ে যায় তবে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ذِكْرُ حَدِيْثِ أَبِي سَلَمَةَ فِي ذٰلِكَ

এ প্রসঙ্গে আবূ সালামা (র) কর্তৃক হাদীস বর্ণনার উল্লেখ

২১৭৯. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ *

২১৭৯. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো একাধারে দুই মাস সাওম পালন করতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তিনি শা'বান মাসকে রমযান মাসের সাথে মিলাতেন (সাওম পালনসহ।) অর্থাৎ তিনি একাধারে শা'বান ও রমযান মাসের সাওম পালন করতেন।

اَلْاِخْتِلَافُ عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনায় পার্থক্যের উল্লেখ

٢١٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ٭

২১৮০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাসকে রমযান মাসের সাথে মিলাতেন সাওম পালনসহ।

٢١٨١. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَايُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَايَصُوْمُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ ٭

২১৮১. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাওম পালন করা শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে, তিনি আর সাওম ভঙ্গ করবেন না। আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে, তিনি আর সাওম পালন করবেন না। তিনি শা'বান মাসের পূরা বা অধিকাংশ দিন সাওম পালন করতেন।

٢١٨٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى اَنْ تَقْضِىَ حَتّٰى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِىْ شَهْرٍ مَايَصُوْمُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ اِلَّا قَلِيْلًا بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ ٭

২১৮২. আহমদ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমাদের কেউ (ঋতু ইত্যাদির কারণে) রমযান মাসের সাওম পালন করতে পারত না এবং তার কাযা আদায় করার সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই, শা'বান মাস এসে যেত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত অধিক সাওম পালন করতেন না। তিনি অল্প কয়েক দিন ব্যতীত পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন ; বরং (বলতে গেলে) পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفُ اَلْفَاظُ النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ عَائِشَةَ فِيْهِ

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের শব্দের পার্থক্য-এর উল্লেখ

٢١٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى لَبِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِي عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلُ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلُ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ *

২১৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম; আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাওম পালন করতে শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে, তিনি হয়ত সাওমই পালন করতে থাকবেন। আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত সাওম ভঙ্গই করতে থাকবেন। আর তিনি শা'বান মাস অপেক্ষা অন্য কোন মাসে এত অধিক সাওম পালন করতেন না। তিনি অল্প কিছু দিন ব্যতীত প্রায় পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন।

٢١٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ *

২১৮৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরো বছরে শা'বান মাসের চেয়ে বেশি অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) সাওম পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন।

٢١٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ *

২১৮৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ শা'বান মাস সাওম পালন করতেন।

٢١٨٦. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ

صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ *

২১৮৬. হারূন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাত্রে পূর্ণ কুরআন খতম করেছিলেন কিনা বা পূর্ণ রাত্রে সকাল পর্যন্ত জাগ্রত থেকে ছিলেন কিনা বা কখনো রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ মাস সাওম পালন করেছিলেন কিনা।

٢٠٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ حَرَّانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ أَتَى الْمَدِينَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ *

২১৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাওম পালন করা শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে. তিনি হয়ত সাওমই পালন করতে থাকবেন আর যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে, তিনি হয়ত সাওম ভঙ্গই করতে থাকবেন। আর তিনি মদীনায় আসার পর থেকেই রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করতেন না।

٢١٨٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى قَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ لاَ مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ *

২১৮৮. ইসমাঈল মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না। তবে হ্যাঁ সফর থেকে আগমন করলে আদায় করতেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কখনো পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করতেন ? তিনি বললেন ঃ না। আমি জানি না যে, তিনি কখনো রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করেছেন আর কোন এক মাস ভঙ্গও করেন নাই বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাসের কিছুদিন সাওম পালন করতেন (করতে অভ্যস্ত ছিলেন)।

٢١٨٩. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى قَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُوْمٌ سِوٰى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ حَتّٰى مَضٰى لِوَجْهِهٖ وَلَا اَفْطَرَ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ *

২১৮৯. আবুল আশআছ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না; তবে হ্যাঁ সফর থেকে আসলে তখন আদায় করতেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কি রমযান মাস ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট সাওম ছিল? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র শপথ, তিনি রমযান মাস ব্যতীত মৃত্যু অবধি কখনো পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করতেন না আর পূর্ণ এক মাস সাওম ভঙ্গও করতেন না, বরং মাসের কিছুদিন সাওম পালন করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এ হাদীসে খালিদ ইব্ন মা'দান (র) থেকে বর্ণনার পার্থক্যের উল্লেখ

٢١٩٠. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرّٰى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ *

২১৯০. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - জুবায়র ইব্ন নুফায়র থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্ণ শাবান মাস সাওম পালন করতেন আর সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের সাওমকে উত্তম মনে করতেন।

٢١٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرّٰى الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ *

২১৯১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান এবং রমযান মাসে সাওম পালন করতেন আর সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের সাওমকে উত্তম মনে করতেন।

صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ

সন্দেহযুক্ত দিনে সাওম পালন করা

٢١٩٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ

قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

২১৯২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - সিলাহ্ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, আমরা আম্মার (রা)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে একটি ভুনা বকরী নিয়ে আসা হল। তিনি বললেন খাও। তখন উপস্থিত লোকদের একজন পাশে সরে গেলেন এবং বললেন যে, আমি সাওম পালন করছি। তখন আম্মার (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে সাওম পালন করল সে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ)-এর অবাধ্যতা করল।

٢١٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلاً وَلَبَنًا فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لاَ يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الآنَ مَا عِنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً وَلاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ *

২১৯৩. কুতায়বা (র) - - - - সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইকরামা (রা)-এর কাছে এমন একদিন গেলাম যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ করা হচ্ছিল যে, তা কি রমযান না শা'বান। তিনি তখন রুটি ও সবজী খাচ্ছিলেন এবং দুধ পান করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ আসো (এবং খাও) আমি বললাম, আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বললেন যে, তোমাকে অবশ্যই সাওম ভঙ্গ করতে হবে। আমি দুইবার বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ্। যখন আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি শপথ করছেন এবং আমাকে ছাড়বেন না—আমি নিজেই অগ্রসর হয়ে বললাম ঃ এখন আপনার কাছে কি আছে আনুন। তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (রমযান মাসের) চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং (শাওয়াল মাসের) চাঁদ দেখে সাওম ভঙ্গ করবে, তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং চাঁদের মাঝখানে যদি মেঘ অথবা অন্ধকার আড়াল হয় তবে তোমরা শা'বান মাসের গণনা পূর্ণ করে নেবে এবং রমযান মাস আগমন করার পূর্বেই তোমরা সাওম পালন দ্বারা রমযান মাসকে সম্বর্ধনা জানাবে না আর একদিনের সাওম পালন দ্বারা রমযান মাসকে শা'বান মাসের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না।

اَلتَّسْهِيْلُ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখা

٢١٩٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ

بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ وَابْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَلاَ لاَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ اَوِ اثْنَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ *

২১৯৪. আব্দুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন ঃ খবরদার ! তোমরা রমযান মাসকে এক অথবা দুই দিনের সাওম পালন দ্বারা অগ্রে নিয়ে আসবে না। হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি যে নিয়মিত সাওম পালন করে, সে ঐদিনও সাওম পালন করতে পারবে।

ثَوَابُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَالْاِخْتِلاَفُ عَلَى الزُّهْرِىِّ فِى الْخَبَرِ فِىْ ذٰلِكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে এবং সাওম পালন করে তার সওয়াব এ বিষয়ে যুহরী (র) থেকে রেওয়ায়ত বর্ণনায় পার্থক্য

٢١٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২১৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করবে তার পূর্বাপর সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

٢١٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِى قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ اَمْرٍ فِيْهِ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২১৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবালা (র) - - - - 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরযের নির্দেশ দেওয়া ব্যতীতই লোকদেরকে তারাবীহ্‌র সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٢١٩٧. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحٰقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ يُوْنُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ ٭

২১৯৭. যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্য়া (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) গভীর রাত্রে বের হয়ে গেলেন এবং মসজিদে গিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এটা দীর্ঘ হাদীস; এতে উল্লেখ রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের ফরযের নির্দেশ দেওয়া ব্যতীতই তারাবীহ্র সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রিতে জাগরণ করে তার পূর্বাপর সমস্ত (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁর আমল এরকমই ছিল।

٢١٩٨. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٭

২১৯৮. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রমাযানের ব্যাপারে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٢١٩٩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ أَمْرٍ فِيْهِ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٭

২১৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে খবর দিয়েছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গভীর রাত্রে বের হয়ে গেলেন এবং মসজিদে সালাত আদায় করলেন। এটি দীর্ঘ হাদীস। রাবী তাতে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের ফরযের নির্দেশ দেওয়া ব্যতীতই তারাবীহ্র সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর

দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযানে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٢٢٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রমযানের ব্যাপারে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযানে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٢٢٠١. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০১. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযানে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٢٢٠٢. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০২. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরযের নির্দেশ দেওয়া ব্যতীতই তারাবীহ্‌র সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٥. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০৬. কুতায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের সাওম পালন করে। আর কুতায়বা (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রে জাগ্রত থাকে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২০৭. কুতায়বা (র) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্

তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসের সাওম পালন করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ★

২২০৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসের সাওম পালন করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢٠٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ★

২২০৯. আলী ইব্‌ন মুনযির (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসের সাওম পালন করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ فِيْهِ

এ হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাসীর ও নায্‌র ইব্‌ন শায়বান (র)-এর বর্ণনার পার্থক্যের উল্লেখ

٢٢١٠. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الْاَشْعَثِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوْا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ★

২২১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম এবং আবুল আশআছ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রে জাগ্রত থাকে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢١١. اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ اَنْبَاَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

২২১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রে জাগ্রত থাকে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٢٢١٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي
النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي بِأَفْضَلِ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ يُذْكَرُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ
رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

২২১২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - নযর ইব্‌ন শায়বান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললেন, আপনি রমযান মাস সম্পর্কে উত্তম যা কিছু আলোচনা শুনেছেন তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তখন আবূ সালামা (র) বললেন যে, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের আলোচনা করলেন এবং রমযান মাসকে সকল মাসের উপর মর্যাদা দান করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, সে স্বীয় গুনাহসমূহ থেকে ঐ দিনের মত পবিত্র হয়ে যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।

٢٢١٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا
النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا *

২২১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে সাওম পালন করে এবং তারাবীহর সালাত আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এবং সওয়াবের নিয়তে।

٢٢١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ
حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ
أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ *

২২১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - নযর ইব্ন শায়বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-কে বললাম ঃ আপনি আমার কাছে রমযান মাস সম্পর্কে যা আপনি আপনার পিতা থেকে শুনেছেন। আর আপনার পিতা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমতাবস্থায় শুনেছিলেন যে, আপনার পিতা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝখানে অন্য আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান মাসের সাওম ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য তারাবীহর সালাতকে সুন্নাত করে দিয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে সাওম পালন করে এবং তারাবীহর সালাত আদায় করে, সে স্বীয় গুনাহসমূহ থেকে সে দিনের মত পবিত্র হয়ে যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।

فَضْلُ الصِّيَامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى اَبِي اِسْحٰقَ فِي حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ فِي ذٰلِكَ

সিয়াম পালনের ফযীলত, এ প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য

٢٢١٥. اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُ وَحِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২১৫. হিলাল ইব্ন 'আলা (র) - - - - আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিব সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে –যখন সে ইফতার করে এবং যখন সে তার রবের সাথে (আল্লাহ তা'আলার) সাথে সাক্ষাৎ করবে, ঐ সত্তার শপথ যাঁর কুদরতী হস্তে আমার জীবন রয়েছে সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকে অধিক পছন্দনীয়।

٢٢١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اِفْطَارِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে– একটি যখন সে তার রবের (প্রভুর) সাথে সাক্ষাৎ করবে আর দ্বিতীয়টি তার ইফতারের সময়। আর সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকে অধিক পছন্দনীয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى اَبِى صَالِحٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

এ হাদীসের বর্ণনায় আবূ সালিহ (র) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্যের উল্লেখ

٢٢١٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ اللّٰهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২১৭. আলী ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে– সে যখন ইফতার করে আনন্দ লাভ করে আর সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন তখনও সে আনন্দ লাভ করবে। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, সাওম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকে বেশী পছন্দনীয়।

٢٢١٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللّٰهَ وَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২১৮. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে,[১] সাওম আমারই জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে ; ইফতারের সময় এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে) নির্গত মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

٢٢١٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ

---

১. এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র কথা বর্ণনা করেছেন, যেহেতু এ হাদীসটি কুদসী হাদীস।

اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ اٰدَمَ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২১৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কোন নেককাজ আদম সন্তান করে না কেন তার জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ সাওম ব্যতীত, যেহেতু সাওম আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। সাওম পালনকারী আমারই কারণে স্বীয় কামভাব এবং পানাহার পরিত্যাগ করে। সাওম পালনকারীর জন্য সাওম ঢাল স্বরূপ। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- তার ইফতারের সময় এবং তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

٢٢٢٠. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامُ هُوَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ اِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ *

২২২০. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আবূ সালিহ্ যায়্যাত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তার নিজের জন্য (কেননা সব কাজের প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়) কিন্তু সাওম আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। আর সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেহ যখন সাওম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং উচ্চঃস্বরে কথা না বলে ও কারো উপর রাগান্বিত না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে তখন সে যেন বলে, 'আমি সাওম পালন করছি।' ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হস্তে মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রাণ, সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে) মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয় হবে। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- যার দ্বারা সে আনন্দিত হবে। স্বীয় ইফতারের সময় সে আনন্দিত হবে এবং তার রবের সাথে সাক্ষাত করার সময় তার সাওম পালনের কারণে আনন্দিত হবে।

٢٢٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ

عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَامَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ٭

২২২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আতা যায়্যাত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তারই। (কেননা নেক কাজের প্রতিদান তাকে দিয়ে দেওয়া হয়।) কিন্তু সাওম একমাত্র আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। আর সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেহ যখন সাওম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং উচ্চঃস্বরে কথা না বলে ও কারো উপর রাগান্বিত না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে তখন সে যেন বলে, 'আমি সাওম পালন করছি।' ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হস্তে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

٢٢٢٢. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ٭

২২২২. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তার নিজের। (কেননা সব নেক কাজের প্রতিদান তাকে দিয়ে দেওয়া হয়) কিন্তু সাওম; একমাত্র আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হস্তে মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবন, সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

٢٢٢٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلاَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ٭

২২২৩. আহমদ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনী আদম যে নক কাজ করে তাকে তার দশ গুণ প্রতিদান দেওয়া হয়। কিন্তু সাওম আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ

সাওম পালনকারীর ফযীলত সম্পর্কে আবূ উসামা (রা)-এর হাদীসে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইয়াকূব (র) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্যের উল্লেখ

٢٢٢٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ *

২২২৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ আমাকে এমন একটি ইবাদাতের নির্দেশ দিন যা আমি আপনার নির্দেশক্রমে পালন করব। তিনি বললেন ঃ তুমি সাওমকে আঁকড়ে ধর যেহেতু এর কোন বিকল্প নাই।[১]

٢٢٢٥. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيَّ حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ *

২২২৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ উমামা বাহিলী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি ইবাদাতের নির্দেশ দিন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমার উপকার করবেন। তিনি বললেন ঃ তুমি সাওমকে আঁকড়ে ধর, যেহেতু এর কোন বিকল্প নাই।

٢٢٢٦. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ شَيْخٌ صَالِحٌ وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ رَجَاءِ ابْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ *

২২২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ দয়ীফ (র) - - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ ইবাদাত সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি সাওমকে আঁকড়ে ধর, যেহেতু সাওম-এর কোন বিকল্প নাই।

٢٢٢٧. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْهِلاَلِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

---

১. যেহেতু সাওমের দ্বারা আত্মসংযমের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। তাকওয়ার অধিকারী মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ তোমাদের মধ্যে যে বেশি মুত্তাকী সে আল্লাহ্‌র কাছে বেশি সম্মানিত।

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَعِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَعِدْلَ لَهُ *

২২২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইব্ন সাকান আবূ উবায়দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কোন একটি আমলের নির্দেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সাওমকে আঁকড়ে ধর যেহেতু সাওম-এর কোন বিকল্প নাই। (এ একটি অদ্বিতীয় ইবাদত।)

٢٢٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطْرٍ أَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِي شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّوْمُ جُنَّةٌ *

২২২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সাওম ঢালস্বরূপ।

٢٢٢٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمُ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِي شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّوْمُ جُنَّةٌ *

২২২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সাওম ঢাল স্বরূপ।

٢٢٣٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّوْمُ جُنَّةٌ *

২২৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না এবং মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাওম ঢালস্বরূপ।

٢٢٣١. أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لِي الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُوْنُ بْنُ أَبِي شَبِيْبٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ *

২২৩১. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - আবূ সালিহ যায়্যাত (র) থেকে বর্ণিত।

٢٢٣٢. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ *

২২৩২. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আবূ সালিহ্ যায়্যাত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাওম ঢালস্বরূপ।

٢٢٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ *

২২৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আতাযায়্যাত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতেশুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাওম ঢালস্বরূপ।

٢٦٣٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَالَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ *

২২৩৪. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) থেকে বর্ণিত যে, আমির ইব্‌ন সা'অসা'আ গোত্রের মুতাররিফ (র) নামক জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, উছমান ইব্‌ন আবুল 'আস (রা) তাঁকে পান করাবার জন্য দুধ আনালে তিনি বললেন যে, আমি সাওম পালন করছি। তখন উছমান (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সাওম ঢালস্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।

٢٢٣٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ *

২২৩৫. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - মুতারবিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা)-এর কাছে গেলে তিনি আমার জন্য দুধ আনালেন। তখন আমি বললাম, আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সাওম জাহান্নামের অগ্নি থেকে ঢালস্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।

٢٢٣٦. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ دَخَلَ مُطَرِّفٌ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ *

২২৩৬. যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - (রা) থেকে বর্ণিত।

٢٢٢٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ اَبِى سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا *

২২৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - ইয়াদ ইব্‌ন গুতায়ফ (র) থেকে বর্ণিত। আবূ উবায়দা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সাওম ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত শ্চস ভেঙ্গে না ফেলে।

٢٢٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْاٰدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَاِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتِمْهُ وَلَا يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ *

২২৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আদমী (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাওম জাহান্নামের অগ্নি থেকে ঢালস্বরূপ। তাই যে ব্যক্তি সাওম পালনরত অবস্থায় যার ভোর হয় সে যেন অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার না করে। অন্য কেউ যদি তার সাথে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে, তবে সে যেন তার সাথে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং গালি না দেয়। বরং বলে যে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হস্তে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন, সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কস্তুরির সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

٢٢٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا *

২২৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাওম ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা ভেঙ্গে না ফেলে।

٢٢٤٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِلصَّائِمِيْنَ بَابٌ فِى الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَايَدْخُلُ فِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيْهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا *

২২৪০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, সাওম পালনকারীদের জন্য জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে রায়্যান বলা হয়, সে দরজা দিয়ে সাওম পালনকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। যখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করে ফেলবে, সে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে পানি পান করবে আর যে পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।

٢٢٤١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَهْلٌ أَنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ *

২২৪১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হাকিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্‌ল আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে রায়্যান বলা হয়। কিয়ামতের দিন বলা হবে কোথায় সাওম পালনকারীরা ? তোমরা কেন রায়্যান-এর দিকে আসছ না ? যে ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। যখন সাওম পালনকারীরা প্রবেশ করে ফেলবে সে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতএব সে দরজা দিয়ে সাওম পালনকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

٢٢٤٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ *

২২৪২. আহমদ ইব্‌ন আমর এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক জোড়া (ভাল জিনিস) দান করবে তাকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! তোমার এ দানটা কতই না ভালো। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, আর যে ব্যক্তি জিহাদে অভ্যস্ত হবে তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে যে ব্যক্তি দান খয়রাতে অভ্যস্ত হবে তাকে দান খয়রাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে আর যে ব্যক্তি সাওম পালনে অভ্যস্ত হবে তাকে রায়্যান নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাউকে এক যোগে এই সমুদয় দরজা দিয়ে ডাকার কোন

প্রয়োজন নেই। তাই কাউকে কি এই সমুদয় দরজা দিয়ে এক যোগে ডাকা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ এবং আমি আশা করি যে, আপনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্যতম হবেন।'

٢٢٤٣. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَنَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ قَالَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ *

২২৪৩. মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাথে একবার বের হলাম; তখন আমরা যুবক ছিলাম কিন্তু আমাদের বিবাহের সামর্থ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে যুবক শ্রেণী! তোমরা বিবাহ্ করে ফেল। কেননা তা দৃষ্টিকে অবনত রাখে আর লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সাওম পালন করে। কেননা সাওম তার কামভাব দমন করবে।

٢٢٤٤. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلاَ بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ *

২২৪৪. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আলকামা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) একদা আরাফাতে উছমান (রা) -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রা) কে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, তোমার কি কোন যুবতীর প্রয়োজন আছে যাকে আমি তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিব ? তখন আব্দুল্লাহ (রা) আলকামা (র)-কে ডেকে তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ্ করে ফেলে। কেননা বিবাহ্ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সাওম পালন করে, যেহেতু সাওম তার কামভাব দমনকারী।

٢٢٤٥. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ *

২২৪৫. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে আর যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য না রাখে সে যেন সাওম পালন করে। কেননা সাওম তার কামভাবকে দমন করবে।

٢٢٤٦. أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثٍ مَارَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِي لأَنِّي كُنْتُ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ الأَعْمَشُ عَنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ *

২২৪৬. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আমাদের সাথে আল্‌কামা, আসওয়াদ (র) এবং একজন লোক ছিলেন। তিনি আমাদের সামনে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, যা আমার ধারণায়, উপস্থিত লোকদের নয় বরং আমাকেই উপলক্ষ করে বর্ণনা করলেন। যেহেতু আমি উপস্থিত লোকদের মধ্যে কম বয়স্ক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, হে যুবক শ্রেণী! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে, যেহেতু বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে।

٢٢٤٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ مَعْشَرٍ هٰذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيْمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُوْرٌ وَمُغِيْرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُوْ مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نَجِيْحٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ عِنْدَهُ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ وَلٰكِنِ انْهَسُوا نَهْسًا *

২২৪৭. আমর ইব্‌ন যুরারাহ্ (র) - - - - আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি তখন উসমান (রা)-এর কাছে ছিলেন। উসমান (রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন যুবকের কাছে গেলেন এবং বললেন যে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন বিবাহ করে ফেলে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সাওম তার কামভাবকে দমন করবে। আবূ আব্দুর রহমান নাসায়ী বলেন, অত্র হাদীসের

অন্যতম রাবী আবূ মা'শার-এর নাম যিয়াদ ইব্‌ন কুলায়ব। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং ইবরাহীমের ছাত্র ; তাঁর থেকে মানসূর, মুগীরা এবং শু'বা রিওয়ায়াত করেছেন। অপরদিকে আবূ মা'শার মাদানীর নাম নুজায়হ, তিনি দুর্বল।

بَابُ ثَوَابُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذٰلِكَ

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করলো তার সওয়াব এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনায় সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণনা পার্থক্য প্রসঙ্গ

٢٢٤٨. أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ زَحْزَحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ★

২২৪৮. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই একদিনের সাওমের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন। (অর্থাৎ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে বহু দূরে থাকবে।)

٢٢٤٩. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ★

২২৪৯. দাউদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই একদিনের সাওমের বিনিময়ে তার জাহান্নামের মাঝখানে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।

٢٢٥٠. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ★

২২৫০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا *

২২৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا بَعَّدَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا *

২২৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সাওমের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٣. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا *

২২৫৩. হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٤. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا *

২২৫৪. মুআম্মাল ইব্‌ন ইহাব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيْهِ

এ বিষয়ে সুফিয়ান (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনায় বর্ণনা পার্থক্য

٢٢٥٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ نَيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْعَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِي عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ تَعَالَى بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا *

২২৫৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর নিশাপুরী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সাওমের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢١٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِي عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا *

২২৫৬. আহমদ ইব্‌ন হারব্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সাওমের বিনিময়ে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের উত্তাপকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى اَبِي حَدَّثَكُمْ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِي عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا *

২২৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সাওমের বিনিময়ে তার চেহারা থেকে জাহান্নামকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْحُرِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَ اللّٰهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ *

২২৫৮. মাহ্মূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে জাহান্নামকে একশত বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালীন সাওম মাকরূহ হওয়া

٢٢٥٩. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ *

২২৫৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কা'ব ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়।[১]

٢٢٦٠. أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَانَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيْرٍ عَلَيْهِ *

২২৬০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সাওয়াবের কাজ নয়

اَلْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا قِيْلَ ذٰلِكَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِي ذٰلِكَ

যে কারণে সফরে সাওম পালন সম্পর্কে উক্ত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত সনদে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর বর্ণনা পার্থক্য

٢٢٦١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ *

২২৬১. কুতায়বা (র) - - - -জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখলেন যে, কিছু লোক একজন লোককে ঘিরে রেখেছে।তিনি জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল যে, এই ব্যক্তিকে সাওম পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺবললেন, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়

٢٢٦٢. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ

---

১. হানাফী আলিমগণের মতে, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালনে সমর্থ হলে সাওম পালন করা উত্তম।

حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَابَالُ صَاحِبِكُمْ هٰذَا قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَائِمٌ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا *

২২৬২. শুআয়ব ইব্ন শুআয়ব (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন যিনি গাছের ছায়ায় (বসা) ছিলেন আর তার উপর পানি ছিটানো হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের এ সাথীর কি হল ? তারা উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে সাওম পালন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়। তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর ; যে সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর।

٢٢٦٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ *

২২৬৩. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়। তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর এবং তা গ্রহণ কর।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

আলী ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনায় সনদের বিভিন্নতা

٢٢٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ عَزَّوَجَلَّ فَاقْبَلُوْهَا *

২২৬৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়। তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর এবং তা গ্রহণ কর।

٢٢٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ *

২২৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়।

ذِكْرُ اسْمِ الرَّجُلِ

জাবির (রা) থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তির নাম

٢٢٦٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ *

২২৬৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে সফররত অবস্থায় ছায়া দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন যে, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা সওয়াবের কাজ নয়।

٢٢٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ *

২২৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং সাওম পালন করেই কুরাউল গামীম নামক উপত্যকা পর্যন্ত পৌছলেন। সাহাবীগণও সাওম পালন করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, সাহাবীদের জন্য সাওম পালন করা কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। তখন তিনি আসরের পরে এক পেয়ালা পানি চাইলেন এবং তা পান করে ফেললেন। আর সাহাবীগণ (এ দৃশ্য) দেখছিল এবং কিছু সাহাবী সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন আর কিছু সাহাবী সাওম পালন করতে থাকলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, কিছু সাহাবী এখনো সাওম পালন করেছেন তিনি বললেন যে, তারা অপরাধী।

٢٢٦٨. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أدْنِيَا فَكُلاَ فَقَالاَ إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ *

২২৬৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে মাররুজ্ জাহ্রান নামক স্থানে কিছু খানা নিয়ে আসা হলে তিনি আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-কে বললেন, তোমরা দু'জন কাছে এসো এবং খাও। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা সাওম পালন করছি। তখন তিনি বললেন, তোমাদের সাথীদ্বয়ের জন্য হাওদা প্রস্তুত কর এবং তাদেরকে সহযোগিতা কর।

٢٢٦٩. أَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَغَدَّى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءَ مُرْسَلٌ *

২২৬৯. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাররুজ জাহ্রান নামক স্থানে দ্বিপ্রহরের আহার করছিলেন আর তাঁর সাথে আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। তখন তিনি (তাঁদেরকে) বললেন, এসো, খাও।

٢٢٧٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ *

২২৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর ও উমর (রা) মাররুজ জাহ্রান নামক স্থানে ছিলেন।

ذِكْرُ وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْاِخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيْهِ

মুসাফির থেকে সাওম মুলতবীকরণ এবং আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে আওযায়ী কর্তৃক রেওয়ায়ত বর্ণনায় সনদের বিভিন্নতা

٢٢٧١. أَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ *

২২৭১. আবদাহ্ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আমর ইব্ন উমাইয়া দমরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার সফর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, হে আবূ উমাইয়া! দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণের জন্য অপেক্ষা কর। আমি বললাম যে, আমি সাওম পালন করছি। তিনি বললেন,

আসো আমার কাছে আসো, যাতে আমি তোমাকে মুসাফিরের সম্পর্কে বিধান বলতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে সাওমকে মুল বী রেখেছেন আর অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন।

٢٢٧٢. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ *

২২৭২. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - জা'ফর ইব্ন আমর (র)-এর পিতা (আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ উমাইয়া ! তুমি কি দ্বিপ্রহরের খানা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, আসো আমার কাছে আসো ; আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে বিধান অবহিত করি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে সাওমকে মুলতবী এবং অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন।

٢٢٧٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ *

২২৭৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ উমাইয়া দমরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সফর থেকে আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। যখন আমি চলে যেতে উদ্যত হলাম, তিনি বললেন ঃ দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য অপেক্ষা কর, হে আবূ উমাইয়া (রা) ! আমি বললাম, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ্ ﷺ ! আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, কাছে এসো ; আমি তোমাকে মুসাফিরের বিধান সম্পর্কে অবহিত করি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে সাওমকে মুলতবী এবং অর্ধেক সালাতকে রহিত করেছেন।

٢٢٧٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

২২৭৪. আহামদ ইব্ন সুলাইমান (র) - - - - আবূ উমাইয়া দমরী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার

২২৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ উমাইয়্যা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক সফর থেকে নবী ﷺ-এর কাছে আসেন এরপর উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧٧. اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ *

২২৭৭. উমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে রহিত করে দিয়েছেন অর্ধেক সালাত এবং মুলতবী রেখেছেন সাওমকে। আর গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারী মহিলা থেকেও মুলতবী করে দিয়েছেন সাওম।

٢٢٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ اَلْفَيْنَاهُ فِى اِبِلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ اَبُو قِلاَبَةَ حَدِّثْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِىْ عَمِّى اَنَّهُ ذَهَبَ فِى اِبِلٍ لَهُ فَانْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَاْكُلُ اَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ اَوْ قَالَ اُدْنُ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ *

২২৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক আল কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার প্রাপ্য উটের ব্যাপারে সফর করে যেতে যেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌছলাম। তখন তিনি খাচ্ছিলেন অথবা বলেন যে, তিনি আহার গ্রহণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কাছে এসো এবং খানা খাও। আমি বললাম, আমি তো সাওম পালন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক সালাত রহিত করেছেন এবং সাওম মুলতবী করে দিয়েছেন। আর গর্ভবর্তী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারী মহিলা থেকেও মুলতবী করে দিয়েছেন সাওম।

٢٢٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو قِلاَبَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِى صَاحِبِ الْحَدِيْثِ فَدَلَّنِىْ عَلَيْهِ فَلَقِيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِى قَرِيْبٌ لِى يُقَالُ لَهُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى اِبِلٍ كَانَتْ لِى اُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَاْكُلُ فَدَعَانِى اِلٰى طَعَامِهِ فَقُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ *

২২৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে (বনু হাওয়াজেন এর সাথে লড়াইয়ে প্রাপ্ত) আমার ভাগের উট নেওয়ার জন্য আসলাম। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম যে তিনি আহার করছেন। তিনি আমাকেও আহার করতে ডাকলেন। আমি বললাম যে, আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, কাছে এসো ; আমি তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করব। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে সাওম মুলতবী এবং অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন।

٢٢٨٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ *

২২৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি কোন প্রয়োজনে নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি দ্বিপ্রহরের আহার করছিলেন। তিনি বললেন, খেতে এসো। আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, কাছে এসো ; আমি তোমাকে সাওমের বিধান সম্পর্কে অবহিত করব। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে সাওম মুলতবী এবং অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মহিলাকেও সাওম মুলতবী রাখার সুযোগ দিয়েছেন।

٢٢٨١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَهُ *

২২৮১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবুল 'আলা ইবনুল শিখ্‌খীর অপর এক ব্যক্তি থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بِشْرٍ عَنْ هَانِيءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ *

২২৮২. কুতায়বা (র) - - - - বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তির পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মুসাফির অবস্থায় নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন আমি সাওম পালন করছিলাম আর তিনি আহার গ্রহণ করছিলেন। তিনি বললেন, এসো, আমি বললাম, আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, এসো, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে কী কী মুলতবী করে দিয়েছেন তা জান না ? আমি বললাম, মুসাফিরের উপর থেকে কী কী মুলতবী করে দিয়েছেন ? তিনি বললেন, সাওম এবং অর্ধেক সালাত।

٢٢٨٣ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ ٭

২২৮৩. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তির পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যথায় ইচ্ছা সফর করতাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বললেন, এসো, খাও। আমি বললাম আমি তো সাওম পালন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে সাওম সম্পর্কে অবহিত করব। আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে সাওম মুলতবী এবং অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন।

٢٢٨٤ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَتَدْرِي مَاوَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَاوَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ ٭

২২৮৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল করীম (র) - - - - হানী (র)-এর পিতা (আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফর করছিলাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন আর আমি সাওম পালন করছিলাম। তিনি বললেন, এসো, আমি বললাম- আমি তো সাওম পালন করছি। তিনি বললেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে কী কী মুলতবী করে রেখেছেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কী কী মুলতবী করে রেখেছেন ? তিনি বললেন, সাওম এবং অর্ধেক সালাত।

٢٢٨٥ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ غَيْلاَنَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَجُلٍ ادْنُ فَاطْعَمْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَادْنُ فَاطْعَمْ فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ ٭

২২৮৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - গায়লান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ কিলাবা (রা)-এর সাথে সফরে বের হলাম। খানা উপস্থিত করা হলে আমি বললাম, আমি তো সাওম পালন করছি। তখন তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সফরে বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর সামনে

খানা উপস্থিত করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, কাছে এসো এবং খাও। তখন সে ব্যক্তি বলেছিল যে, আমি তো সাওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে সফরের অবস্থায় সাওম মুলতবী এবং অর্ধেক সালাত রহিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি এসো এবং খাও। অতঃপর আমি কাছে গেলাম এবং খেলাম।

فَضْلِ الْاِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ

সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালনকারীর উপর সাওম ভঙ্গকারীর ফযীলত

٢٢٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَاتَّخَذْنَا ظِلَالاً فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ *

২২৮৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু সাওম পালনকারী লোকও ছিলেন আর কিছু সাওম ভঙ্গকারী লোকও ছিলেন। একদিন গরম পড়লে আমরা একটি ছায়াযুক্ত স্থানে উপনীত হলাম; সাওম পালনকারীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন আর সাওম ভঙ্গকারীরা সওয়ারী উটগুলোকে পানি পান করাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আজ তো সাওম ভঙ্গকারীরা সমুদয় সওয়াব নিয়ে গেল।

ذِكْرُ قَوْلِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ

সফরকালীন সাওম পালনকারী বাড়িতে অবস্থানকালীন সাওম ভঙ্গকারীর ন্যায়

٢٢٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْاِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ *

২২৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান বালখী (র)- - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল যে, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা বাড়ীতে অবস্থানকালে সাওম ভঙ্গ করার ন্যায়। (সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন দ্বারা যদি সাওম পালনকারী পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তবে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করাই উত্তম।)

٢٢٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ وَاَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ *

২২৮৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালনকারী ব্যক্তি বাড়িতে অবস্থানকালে সাওম ভঙ্গকারী ব্যক্তির ন্যায়।

٢٢٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ ٭

২২৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র)-এর পিতা (আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা বাড়িতে অবস্থানকালে সাওম ভঙ্গ করার ন্যায়।

الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করা– এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনাভেদের উল্লেখ

٢٢٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ٭

২২৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার রমযান মাসে সফরে বের হলেন। যখন কুদায়দ নামক স্থানে পৌছলেন তখন একটি দুধের পেয়ালা আনা হলে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ তা পান করলেন এবং সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন।

٢٢٩١. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ ٭

২২৯১. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় সাওম শুরু করে (সফর করে) কুদায়দ নামক স্থানে আসলেন এবং সাওম ভঙ্গ করে মক্কায় পৌছলেন।

٢٢٩٢. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ٭

২২৯২. যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরকালীন অবস্থায় সাওম শুরু করে কুদায়দ নামক স্থানে পৌছলেন এবং এক পেয়ালা দুগ্ধ চেয়ে নিয়ে পান করে তিনিও সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন এবং তাঁর সাহাবীগণও সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفُ عَلَى مَنْصُوْرٍ

মানসূর (র)-এর বর্ণনার পার্থক্য

٢٢٩٣. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى اَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ قَالَ شُعْبَةُ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ *

২২৯৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সাওম শুরু করলেন। যখন 'উস্‌ফান[১] নামক স্থানে পৌছলেন, এক পেয়ালা দুধ চেয়ে নিয়ে তা পান করলেন। শু'বা (র)-এর বর্ণনায় "রমযান মাসে" এ উল্লেখ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, যার ইচ্ছা হল সাওম পালন করবে আর যার ইচ্ছা হয় সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে।

٢٢٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ *

২২৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রমযানে সফর করলেন এবং সাওম শুরু করে 'উসফান' নামক স্থানে পৌছেলেন। অতঃপর একটি (দুধের) পাত্র চেয়ে নিয়ে তা দিনের বেলায় পান করলেন। লোকজন তাঁকে দেখছিল। তারপর সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন। (সাওম ভঙ্গ করতে থাকলেন মক্কা পৌছা পর্যন্ত।)

٢٢٩٥. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ وَيُفْطِرُ *

২২৯৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাস্‌আদাহ্ (র) - - - - আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে বললাম, সফর অবস্থায় সাওম (কি পালন করতে হবে ?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফর অবস্থায় কখনো) সাওম পালন করতেন (আবার কখনো) সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٢٩٦. اَخْبَرَنِيْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُجَاهِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَاَفْطَرَ فِي السَّفَرِ *

১. মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম।

২২৯৬. হিলাল ইব্ন 'আলা (র) - - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রমযান মাসে সাওম শুরু করে তা সফরের মধ্যে ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيْثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

এ বিষয়ে হামযা ইব্ন আমর (রা)-এর হাদীসে সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনার ইখতিলাফের উল্লেখ

٢٢٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ اِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَاِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ *

২২৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'যদি'। অতঃপর তিনি এমন কিছু বাক্য ব্যবহার করলেন যার অর্থ হল যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٢٩٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ اَبِي اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ *

২২৯৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - হামযা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সফরকালীন অবস্থায় সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যদি তোমার সাওম পালন করতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর, আর যদি সাওম ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٢٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِي اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ *

২২৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - হামযা ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি তোমার সাওম পালন করতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর, আর যদি তোমার সাওম ভঙ্গ করে ফেলতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ اٰخَرَ

عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ *

২৩০০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠١. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ *

২৩০১. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যদি তোমার সাওম পালন করতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর। আর যদি তোমার সাওম ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَمِيْعًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ اَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْرُدُ الصِّيَامَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ *

২৩০২. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে বিরামহীন সাওম পালন করতাম। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফরকালীন অবস্থায় বিরামহীন সাওম পালন করি। তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصِّيَامَ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ *

২৩০৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - হামযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ্ ﷺ ! আমি বিরামহীন সাওম পালনকারী ব্যক্তি। তাই আমি কি সফরকালীন অবস্থায় সাওম

পালন করব ? তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنِ اَبِى اَنَسٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو وَحَدَّثَهُ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلٌ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ *

২৩০৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন আর তিনি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালনকারী ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفُ عَلٰى عُرْوَةَ فِى حَدِيْثِ حَمْزَةَ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে হামযা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উরওয়াহ (র)-এর বর্ণনা পার্থক্যের উল্লেখ

٢٣٠٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَجِدُ فِىْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ *

২৩০৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : আমি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি, তাতে কি আমার কোন অসুবিধা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, সেটা হল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি সুযোগ। অতএব, যে ব্যক্তি তার সদ্ব্যবহার করল সে ভাল কাজ করল আর যে ব্যক্তি সাওম পালন করতে ভালবাসে তার কোন অসুবিধা নেই।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفُ عَلٰى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ (র)-এর বর্ণনাভেদের উল্লেখ

٢٣٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ *

২৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করতে পারব ? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন করবে আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে।

٢٣٠٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ٭

২৩০৭. আলী ইব্‌ন হাসান (র) - - - - হামযা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সর্বদা সাওম পালনকারী ব্যক্তি, আমি কি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করব ? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর, আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَارَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ٭

২৩০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করব ? আর তিনি অধিক সাওম পালনকারী ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣٠٩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ٭

২৩০৯. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি সফরকালীন অবস্থায় সাওম পালন করব ? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

٢٣١٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ٭

২৩১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামযা আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সা)-কে সফরকালীন অবস্থায় সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন আর তিনি সর্বদা সাওম পালনকারী ব্যক্তি ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন কর আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেল।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ عَلَى أَبِى نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে আবূ নাযরাহ মুনযির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাত'আ থেকে বর্ণিত পার্থক্যের উল্লেখ

٢٣١١. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لاَيَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيْبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ *

২৩১১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার রমযান মাসে সফর করছিলাম। আমাদের কতেক সাওম পালনকারী ছিলেন আর কতেক সাওম ভঙ্গকারী ছিলেন। কিন্তু আমাদের সাওম পালনকারীরাও সাওম ভঙ্গকারীদের তিরস্কার করছিলেন না আর সাওম ভঙ্গকারীরাও সাওম পালনকারীদের তিরস্কার করছিলেন না।

٢٣١٢. أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلاَيَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيْبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ *

২৩১২.সাঈদ ইব্‌ন ইয়া'কূব তালাকানী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার নবী ﷺ-এর সাথে সফর করছিলাম। আমাদের মধ্যে কতেক সাওম পালনকারী ছিলেন আর কতেক সাওম ভঙ্গকারী ছিলেন কিন্তু আমাদের সাওম পালনকারীরাও সাওম ভঙ্গকারীদের তিরস্কার করছিলেন না আর সাওম ভঙ্গকারীরাও সাওম পালনকারীদের তিরস্কার করছিলেন না।

٢٣١٣. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا *

২৩১৩. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একবার সফর করছিলাম, আমাদের কতেক সাওম পালন করছিলেন আর কতেক সাওম ভঙ্গ করছিলেন।

٢٣١٤. أَخْبَرَنِي أَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِى

سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَصُوْمُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلاَيَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ٭

২৩১৪. আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) এবং জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফর করছিলেন, তখন সাওম পালনকারীরা সাওম পালন করতেন আর সাওম ভঙ্গকারীরা সাওম ভঙ্গ করতেন। কিন্তু সাওম পালনকারীরাও সাওম ভঙ্গকারীদের তিরস্কার করতেন না আর সাওম ভঙ্গকারীরাও সাওম পালনকারীদের তিরস্কার করতেন না।

اَلرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ اَنْ يَصُوْمُ بَعْضًا وَيُفْطِرُ بَعْضًا

মুসাফিরের জন্য কিছু সাওম পালন করার এবং কিছু সাওম ভঙ্গ করে ফেলার অনুমতি

٢٣١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِى رَمَضَانَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْكَدِيْدِ اَفْطَرَ ٭

২৩১৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসে সাওম পালন অবস্থায় বের হলেন। যখন কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ

যে ব্যক্তি রমযান মাসে ব্যতীত অবস্থানকালে সাওম শুরু করে তারপর সফর শুরু করে, তার জন্য সাওম ভঙ্গ করার অনুমতি

٢٣١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ٭

২৩১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সফর করছিলেন এবং সাওম শুরু করে 'উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন। তারপর একটি পাত্র চেয়ে নিয়ে দিনের বেলায়ই পান করলেন যাতে লোকজন দেখতে পায়। অতঃপর সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে রমযান মাসে মক্কা বিজয় করে ফেললেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন

যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরকালীন অবস্থায় সাওম শুরু করে তারপর তা ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন। তাই যার ইচ্ছা হয় সে সাওম পালন করবে আর যার ইচ্ছা হয় সে সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে।

وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

গর্ভবতী এবং স্তন্য দানকারিণী মহিলা থেকে সাওমকে মুলতবী করা

٢٣١٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ *

২৩১৭. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - -আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীদের থেকে এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে মদীনায় আসলেন। তখন তিনি দ্বিপ্রহরের আহার করছিলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন যে, খেতে এসো। তিনি বললেন ঃ আমি তো সাওম পালন করছি। নবী ﷺ তাঁকে বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির, গর্ভবতী এবং স্তন্য দানকারিণী মহিলার উপর থেকে সাওমকে মুলতবী, অর্ধেক সালাতকে রহিত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র বাণী ঃ تَأْوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ -এর তাফসীর

٢٣١٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا *

২৩১৮. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন আমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছা করত সাওম ভঙ্গ করে ফেলত এবং ফিদয়া দিত। যখন তার পরবর্তী আয়াত ঃ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) অবতীর্ণ হল উক্ত আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দিল।

٢٣١٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يُطِيْقُوْنَهُ يُكَلَّفُوْنَهُ فِدْيَةٌ

طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا طَعَامُ مِسْكِيْنٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ لاَيُرَخَّصُ فِي هٰذَا الاَّ لِلَّذِي لاَيُطِيْقُ الصِّيَامَ اَوْ مَرِيْضٌ لاَيُشْفَى *

২৩১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (অর্থ ঃ আর যাদের সাওম পালন করার সামর্থ্য আছে তারা ইচ্ছা করলে সাওম ভঙ্গ করে একজন মিসকীনকে তার বিনিময়ে খাদ্য দান করতে পারবে)-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে ঃ যাদের সাওম করতে খুব বেশী কষ্ট হয় তারা প্রত্যেকটি সাওমের পরিবর্তে ফিদয়া স্বরূপ একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর যে ব্যক্তি আরো অধিক দান করবে তা তার জন্য উত্তম হবে-এই আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি আর যদি তোমরা সাওম পালন কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। অত্র আয়াতে সাওম পালনে সামর্থ্যবানদের অব্যাহতি দেওয়া হয়নি বরং অক্ষম এবং এমন অসুস্থ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যাদের রোগ মুক্তির আশা নেই।

وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ

ঋতুবতী মহিলার উপর থেকে সাওমকে মুলতবী করা

٢٢٢٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ اِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ *

২৩২০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - মুআযা আদাবীয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, ঋতুবতী মহিলা যখন ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন কি সে সালাত কাযা করবে ? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরী গোত্রের মহিলা ? আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে ঋতুবতী হতাম এবং যখন পবিত্র হতাম তখন আমাদেরকে সাওম কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত কিন্তু সালাত কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত না।

٢٢٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَقْضِيْهِ حَتَّى يَجِيْءَ شَعْبَانُ *

২৩২১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমার উপর রমযানের সাওম অনাদায়ী থেকে যেত তবে আমি তা পুনরায় শা'বান মাস না আসা পর্যন্ত কাযা করতাম না।

اِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ اَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُوْمُ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ

রমযান মাসে ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হলে বা মুসাফির (বাড়ীতে) ফিরে এলে তারা কি দিনের অবশিষ্ট সময় সাওম পালন করবে?

٢٣٢٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ اَبُوْ حُصَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَكَلَ الْيَوْمَ فَقَالُوْا مِنَّا صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوْا اِلٰى اَهْلِ الْعَرُوْضِ فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ *

২৩২২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশুরার দিন জিজ্ঞাসা করলেন যে, আজ কি তোমরা কেউ কিছু খেয়েছ ? তাঁরা বললেন, আমাদের কেউ কেউ সাওম পালন করছে আর কেউ কেউ সাওম ভঙ্গ করেছে। তখন তিনি বললেন, তবে তোমরা অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে ফেল (না খেয়ে থাক)। আর মক্কা ও মদীনার আশে পাশেও সংবাদ পাঠাও তারাও যেন তাদের দিনের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে ফেলে।

اِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ

রাত্রে সাওমের নিয়্যাত না করলে পরবর্তী দিনের নফল সাওম পালন হবে কি?

٢٣٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَذِّنْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ *

২৩২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তুমি আশুরার দিন ঘোষণা করে দাও ঃ যে ব্যক্তি না খেয়ে থাকে আর যে ব্যক্তি এখনো কিছু খায়নি সে যেন সাওম পালন করে।[১]

اَلنِّيَّةُ فِي الصِّيَامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلٰى طَلْحَةَ بْنُ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيْهِ

সাওমের নিয়্যত এবং এ প্রসঙ্গে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তালহা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণনার বিভিন্নতার উল্লেখ

٢٣٢٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

---

১. ফরয সাওমে রাত্রে নিয়্যাত করা জরুরী নয়। দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে করলেও চলবে। আলোচ্য হাদীসে ঐ সময়ের আশুরার সাওম সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন উহা ফরয ছিল। এখন আশুরার সাওম নফল।

يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ مَرَّبِى بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ أُهْدِىَ إِلَىَّ حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ أَدْنِيْهِ أَمَا إِنِّى قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا ٭

২৩২৪. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমার কাছে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে ? আমি বললাম ঃ না; তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়্যত করে নিলাম, এরপর তিনি আরেক দিন আমার কাছে আসলেন এবং সে দিন আমাকে কিছু 'হায়স' (খেজুর এবং ঘি ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য, উপহার দেওয়া হয়েছিল, আমি তা থেকে কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আর তিনি হায়স খুব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছিল, আমি সেখান থেকে আপনার জন্য কিছু পৃথক করে রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, নিয়ে এসো, আমি তো আজকে সকালে সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম, অতঃপর তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন, নফল সাওমের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে দান করার নিয়্যাতে কিছু মাল বের করল। এখন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা দানও করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

٢٣٢٥. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَوْرَةً قَالَ أَعِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِى شَىْءٌ قَالَ فَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَىَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَخَلْتَ عَلَىَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِى غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِى التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِىَ فَأَمْسَكَهُ ٭

২৩২৫. আবূ দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে ? আমি বললাম, আমার কাছে তো কিছুই নেই। তিনি বললেন, তা হলে আমি সাওমের নিয়ত করে নিলাম। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আরেক বার আমার কাছে আসলেন, তখন আমাকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছিল। আমি উহা তাঁকে দিলাম। তিনি তা খেয়ে ফেললেন। আমি তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি (একবার) সাওম পালনরত অবস্থায় আমার কাছে এলেন তারপর হায়স খেয়ে

ফেললেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা ! হ্যাঁ, যে ব্যক্তি রমযানের সাওম বা তার কাযা ছাড়া নফল সাওম পালন করে তার তুলনা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় মাল দান করার জন্য বের করল এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা দান করল আর বাকী যা ইচ্ছা ফিরিয়ে নিল।

٢٣٢٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلَ خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ *

২৩২৬. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হায়ছাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বললেন ঃ তোমার কাছে আহারের কিছু আছে কি ? আমি বললাম ঃ না ; তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়্যত করে ফেললাম। আরেক দিন তিনি আমার কাছে আসলেন তখন আমাকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি তো সকালে সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম, অতঃপর খেলেন।

٢٣٢٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقُلْنَا أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَأَفْطَرَ *

২৩২৭. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - -উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বললাম যে, আমাদেরকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছিল আমরা তার থেকে আপনার জন্য কিছু রেখে দিয়েছিলাম। তিনি বললেন যে, আমি তো সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম অতঃপর তিনি সাওম ভঙ্গ করে ফেললেন।

٢٣٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ مَا هِيَ قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ *

২৩২৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি সাওম পালন করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে আহারের কিছু আছে কি যা আমাকে খাওয়াতে পার ? আমরা বললাম, না; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়্যত করে নিলাম। এরপর আয়েশা (রা)-এর কাছে আবার আসলেন তখন আয়েশা

(রা) বললেন যে, আমাদেরকে কিছু উপহার দেওয়া হয়েছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ? তিনি বললেন, হায়স, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তো সকালে সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম, অতঃপর খেলেন।

٢٣٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قُلْنَا لاَ قَالَ فَاِنِّىْ صَائِمٌ *

২৩২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কাছে আহারের কিছু আছে কি ? আমি বললাম, না ; তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়্যত করে ফেললাম।

٢٣٣٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِى الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقُلْتُ لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ قَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ *

২৩৩০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা বিনত তালহা এবং মুজাহিদ (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে আহারের কিছু আছে কি ? আমি বললাম না ; তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়্যত করে ফেললাম। রাবী বলেন, তিনি আরেক দিন আসলেন তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং বললেন যে, আজকে সকালে তো আমি সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম। অতঃপর তা খেলেন।

٢٣٣١. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ وَاُمِّ كُلْثُوْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ *

২৩৩১. আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - মুজাহিদ এবং উম্মে কুলসূম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার কাছে আহারের কিছু আছে কি ? রাবী পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٢. اَخْبَرَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لاَ قَالَ إِذًا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىَّ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ ٭

২৩৩২. সাফওয়ান ইব্ন আমর (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে আহারের কিছু আছে কি? আমি বললাম না; তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওমের নিয়ত করে ফেললাম। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমার কাছে আরেকবার আসলেন, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু হায়স উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে আজ আমি সাওম পালন করব না অথচ আমি সাওমের নিয়্যত করে ফেলেছিলাম।[১]

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

এ প্রসঙ্গে হাফসা (রা)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা পার্থক্যের উল্লেখ

٢٣٣٣. أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ٭

২৩৩৩. কাসেম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি (রমযানের সাওম ব্যতীত) রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন করা হবে না।

٢٣٣٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ٭

২৩৩৪. আব্দুল মালিক ইব্ন শুআয়ব (র) - - - - হাফসা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে ফজরের পূর্বেই সাওমের নিয়্যত (দৃঢ় ইচ্ছা) না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٣٥. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَشْهَبَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ يَصُومُ ٭

---

১. হানাফী আলিমগণের অভিমত ঃ প্রথমে কেহ নফল সাওম পালনের নিয়্যত করলে এবং উহা ভঙ্গ করলে উহার কাযা করতে হবে।

২৩৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের পূর্বেই রাত্রে সাওমের নিয়ত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٣٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ *

২৩৩৬. আহমদ ইব্‌ন আযহার (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُومُ *

২৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করবে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٣٨. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৩৮. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٣٩. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৩৯. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত্রেই সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٤١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৪১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত্রেই সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٤٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ *

২৩৪২. আহমদ ইব্‌ন হারব্ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত্রেই সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٤٣. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلَهُ لاَ يَصُوْمُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৪৩. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র)-এর সামনে পাঠ করা অবস্থায় শ্রুত হাফসা (রা) এবং আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই রাত্রে সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٤٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُمْ *

২৩৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রাত্রেই সাওমের নিয়্যত না করে তবে সে যেন সাওম পালন না করে (তার সাওম পালন হবে না)।

٢٣٤٥. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَيَصُوْمُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ *

২৩৪৫. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র)-এর সামনে পাঠ করা অবস্থায় শ্রুত - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত্রেই সাওমের নিয়্যত না করে তার সাওম পালন হবে না।

صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ

আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ)-এর সাওম

٢٣٤٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ *

২৩৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় সাওম দাউদ (আ)-এর সাওম। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম পালন করতেন না। আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় সালাত দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধ রাত্র নিদ্রা যেতেন এবং রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করতেন আবার রাত্রের ষষ্ঠমাংশ নিদ্রা যেতেন।

صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِيْ وَ وَأُمِّيْ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِيْ ذٰلِكَ

নবী ﷺ এর সাওম, তাঁর উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গীত হোক

٢٣٤٧. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِيْ حَضَرٍ وَلَاسَفَرٍ *

২৩৪৭. কাসেম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)- - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ীতে অবস্থানকালীন অবস্থায় এবং সফরকালীন অবস্থায় আইয়ামে বীযের সাওম পালন করা থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٣٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَايُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَايُرِيْدُ أَنْ يَصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ *

২৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাওম পালন শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে বলতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম ছাড়বেন না আবার যখন সাওম রাখা থেকে বিরত থাকতেন তখন আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম পালন করার ইচ্ছাই রাখেন না। আর মদীনায় আগমনের পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস বিরামহীন সাওম পালন করতেন না।

٢٣٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَرْوَانَ أَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَايُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ وَ يُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَايُرِيْدُ أَنْ يَصُوْمَ *

২৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন নাযর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সাওম পালন শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম পালন থেকে বিরত থাকার ইচ্ছাই রাখেন না। আবার যখন সাওম পালন থেকে বিরত থাকতেন তখনো আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম পালনের ইচ্ছাই রাখেন না।

٢٣٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ *

২৩৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো এক রাত্রে পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন বা কখনো সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্র সালাত আদায় করেছেন। কিংবা রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস কখনো সাওম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

٢٣٥١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ *

২৩৫১. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে নবী ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, তিনি যখন সাওম পালন শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত এবার সাওমই পালন করতে থাকবেন। আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখনো আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত এবার সাওম ভঙ্গই করতে থাকবেন। আর তিনি মদীনায় আগমনের পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করেন নি।

٢٣٥٢. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ *

২৩৫২. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মাস সমূহের মধ্যে শা'বান মাসের সাওম পালন করা সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। বরং তিনি শা'বান মাসকে (সাওম পালনসহ) রমযানের সাথে মিলিয়ে নিতেন।

٢٣٥٣. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ

وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُمَا اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَايُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَايَصُوْمُ وَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ *

২৩৫৩. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাওম পালন শুরু করতেন তখন আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম ভঙ্গই করবেন না। আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখনো আমরা মনে মনে ধারণা করতাম যে, তিনি হয়ত আর সাওম পালনই করবেন না এবং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শা'বান মাসের চেয়ে বেশী অন্য কোন মাসে সাওম পালন করতে দেখিনি।

٢٣٥٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ *

২৩৫৪. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান এবং রমযান মাস ব্যতীত কখনো বিরামহীন দুই মাসের সাওম পালন করতেন না।

٢٣٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا اِلاَّ شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ *

২৩৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ওলীদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি শা'বান মাস ব্যতীত কখনো বছরের পূর্ণ মাস সাওম পালন করতেন না আর উহাকে রমযানের সাথে মিলিয়ে নিতেন।

٢٣٥٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِشَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ اَوْ عَامَّتَهُ *

২৩৫৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো শা'বান মাসের চেয়ে বেশী অন্য কোন মাসে সাওম পালন করতেন না। তিনি পূর্ণ শা'বান মাস অথবা তার অধিকাংশ দিন সাওম পালন করতেন।

٢٣٥٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً *

২৩৫৭. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক দিন ব্যতীত পূর্ণ শা'বান মাসের সাওম পালন করতেন।

٢٣٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ *

২৩৫৮. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - জুবায়ের ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্ণ শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন।

٢٣٥٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَبُو الْغُصْنِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَاتَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَاَنَا صَائِمٌ *

২৩৫৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনাকে তো শা'বান মাসে যে পরিমাণ সাওম পালন করতে দেখি বছরের অন্য কোন মাসে সে পরিমাণ সাওম পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন, শা'বান মাস রজব এবং রমযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না অথচ এ মাসে আমলনামাসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উত্তোলন করা হবে আমার সাওম পালনরত অবস্থায়।

٢٣٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَبُو الْغُصْنِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَصُوْمُ حَتّٰى لاَتَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتّٰى لاَتَكَادَ اَنْ تَصُوْمَ اِلاَّ يَوْمَيْنِ اِنْ دَخَلاَ فِي صِيَامِكَ وَاِلاَّ صُمْتَهُمَا قَالَ اَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَالَ ذٰلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الْاَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ *

২৩৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন সাওম পালন করা শুরু করেন তখন সহসা আর সাওম ভঙ্গ করেন না

আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করেন তখন আর সহসা সাওম পালন শুরু করেন না কিন্তু দুইটি দিন ; দুই দিন আপনার সাওম পালন করার দিন সমূহের মধ্যে এসে পড়ে (তবে আপনি সে দু'দিন সাওম পালন করেনই) তা না হলেও আপনি ঐ দুই দিনের সাওম পালন করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন দু'দিন ? আমি বললাম, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। তিনি বললেন, সেই দু'দিন মানুষের আমলনামা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ্‌র দরবারে এমন অবস্থায় উত্তোলন করা হয় যখন আমি সাওম পালনরত থাকি।

٢٣٦١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لاَيَصُومُ *

২৩৬১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - -উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিরামহীন সাওম পালন শুরু করতেন তখন মনে মনে ধারণা করা হত যে, হয়ত তিনি সাওম ভঙ্গ করবেন না। আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করতেন তখনো মনে মনে ধারণা করা হত যে, তিনি হয়ত আর সাওম পালনই করবেন না।

٢٣٦٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ *

২৩৬২. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। (সাওম পালন করাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন।

٢٣٦٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ *

২৩৬৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

٢٣٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ *

২৩৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বদা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

٢٣٦٥ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ *

২৩৬৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

٢٣٦٦ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ *

২৩৬৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বদা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

٢٣٦٧ . اَخْبَرَنِيْ اَبُو بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ التَّمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ مِنْ هٰذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ *

২৩৬৭. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন (প্রথম সপ্তাহে) সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহে শুধু সোমবার।

٢٣٦٨ . اَخْبَرَنِيْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النَّجُوْدِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيْسَ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ *

২৩৬৮. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - -হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দিন সাওম পালন করতেন এবং পরবর্তী সপ্তাহের শুধু সোমবার।

٢٣٦٩ . اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَكَانَ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ *

২৩৬৯. কাসেম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিদ্রা যেতেন তখন তাঁর পবিত্র ডান হাত গণ্ড মুবারকের নীচে রাখতেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন সাওম পালন করতেন।

٢٣٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَبِيْ اَنْبَانَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *

২৩৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন সাওম পালন করতেন, আর শুক্রবার দিন খুব কমই সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٣٧١. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ *

২৩৭১. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাশতের দুই রাকআত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিত্‌রের সালাত আদায় না করে নিদ্রা না যাওয়ার এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করারও নির্দেশ দিতেন।

٢٣٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرّٰى فَضْلَهُ عَلَى الْاَيَّامِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ *

২৩৭২. কুতায়বা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে যখন আশুরার সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন ঃ নবী ﷺ রমযান মাসের ও আশুরার সাওম ব্যতীত অন্য কোন দিনের সাওমকে অন্য দিনের সাওমের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

٢٣٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَااَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ اِنِّيْ صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ *

২৩৭৩. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুআবিয়া (রা)-কে আশুরার দিন মিনারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, হে মদীনাবাসীগণ, তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এদিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, আমি তো সাওম পালন করছি। অতএব যারা সাওম পালন করতে ইচ্ছুক তারা যেন সাওম পালন করে।

٢٣٧٤. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ *

২৩৭৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - হুনায়দাহ্ ইব্‌ন খালিদ (রা)-এর স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজন বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশুরার দিন, জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন মাসের প্রথম সোমবার ও দু' বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ

এ বিষয়ে আতা (র) বর্ণিত রেওয়ায়তে বর্ণনার ইখতিলাফ

٢٣٧٥. أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ *

২৩৭৫. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন সাওম পালন করে তার সাওম পালন হবে না।[১]

٢٣٧٦. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ *

২৩৭৬. ঈসা ইব্‌ন মুসাবির (র) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন সাওম পালন করে তার সাওম পালন হবে না এবং ইফতারও গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢٣٧٧. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعُقْبَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ *

১. কেননা দু'ঈদ এবং আইয়াম-ই তাশরীকে সাওম পালন করা হারাম।

২৩৭৭. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন সাওম পালন করে তার সাওম পালন হবে না।

٢٣٧٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ *

২৩৭৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্‌ন্ উমর (রা) থেকে শ্রবণকারী এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন সাওম পালন করে তার সাওম পালন গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢٣٧٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ *

২৩৭৯. আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন সাওম পালন করে তার সাওম ও ইফতার গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢٣٨٠. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّى اَصُوْمُ اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لاَ اَدْرِىْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ *

২৩৮০. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, আমি সর্বদা সাওম পালন করি। (ইহা একটি দীর্ঘ হাদীস) রাবী বলেন, আতা (র) বলেছেন যে, আমি বলতে পারব না তিনি সর্বদা সাওম পালনের ব্যাপার কিভাবে উল্লেখ করেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি সর্বদা সাওম পালন করে তার সাওম গ্রহণযোগ্য নয়"। (এভাবে বলেছেন না অন্যভাবে বলেছেন, সঠিক শব্দগুলি আমার মনে নাই।)

اَلنَّهْىُ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى الْخَبَرِ فِيْهِ

সর্বদা সাওম পালন থেকে নিষেধ করা এ বিষয়ে মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনায় রাবীদের ইখতিলাফ

٢٣٨١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَخِيْهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا لاَيُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرَ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ *

২৩৮১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অমুক ব্যক্তি সারা বছর দিনে খায় না (সাওম পালন করে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তার সাওম পালন এবং তার ইফতার গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢٣٨٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ *

২৩৮২. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - মুতাররিফ (র)-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল যে সর্বদা সাওম পালন করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার সাওম এবং তার ইফতার গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٣٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ *

২৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মুতাররিফ-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সাওম পালনকারীর ব্যাপারে বলেছেন যে, তার সাওম এবং ইফতার গ্রহণযোগ্য হবে না।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ فِيهِ

এ হাদীসের বর্ণনায় গায়লান ইব্‌ন জারীর (র) থেকে বর্ণনাভেদের উল্লেখ

٢٣٨٤. أَخْبَرَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ هٰذَا لاَ يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ *

২৩৮৪. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। আমরা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া নবীয়্যাল্লাহ ! এই ব্যক্তি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সাওম ভঙ্গ করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার সাওমও গ্রহণযোগ্য নয় আর তার সাওম ভঙ্গও গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٣٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ فَقَالَ لاَصَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْمَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ *

২৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তার সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন, তখন উমর (রা) বললেন যে, আমরা রব হিসাবে আল্লাহর উপর, ধর্ম হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর সন্তুষ্ট। আরেকবার সর্বদা সাওম পালনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ তার সাওম পালনও গ্রহণযোগ্য নয় আর তার সাওম ভঙ্গও গ্রহণযোগ্য নয়।

سَرْدُ الصِّيَامِ

সর্বদা সাওম পালন করা

٢٣٨٦. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ اَوْ اَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ *

২৩৮৬. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সর্বদা সাওম পালনকারী ব্যক্তি। তাই আমি কি সফরকালীন সময়ে সাওম পালন করব? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সাওম পালন করবে আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে।

صَوْمُ ثُلُثَىِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِى ذٰلِكَ

সারা বছরের দুই-তৃতীয়াংশকাল সাওম পালন করা এবং এ বিষয়ে রেওয়ায়ত বর্ণনায় বর্ণনাকারীদের ইখতিলাফের উল্লেখ

٢٣٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يَصُوْمُ الدَّهْرَ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ قَالُوْا فَثُلُثَيْهِ قَالَ اَكْثَرَ قَالُوْا فَنِصْفَهُ قَالَ اَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - নবী ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলা হল যে, এক ব্যক্তি সর্বদা সাওম পালন করে। তিনি বললেন ঃ আমার মনে চায় সে যেন কখনো কিছু আহার না করে।[১] সাহাবীরা বললেন, তাহলে বছরের দুই তৃতীয়াংশকালে সাওম পালন করুক? তিনি বললেন, তাও অধিক। সাহাবীরা বললেন, তাহলে সারা বছরের অর্ধেক? তিনি বললেন, তাও অধিক। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের অন্তরের ওয়াস্‌ওয়াসা বিদূরীত করার আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করা।

১. সারা বছর সাওম পালন করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অপছন্দনীয় ছিল বলে তিনি এরূপ বলেছিলেন।

٢٣٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ قَالَ فَثُلُثَيْهِ قَالَ أَكْثَرَ قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ أَكْثَرَ قَالَ أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ قَالُوا بَلَى قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ٭

২৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) - - - - আমর ইব্ন শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে সারা বছর সাওম পালন করে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার মনে চায় সে যেন কখনো কিছু আহার করে। তখন আগত ব্যক্তি বলল, সারা বছরের দুই তৃতীয়াংশকাল ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তাও অধিক। সে বলল, তাহলে সারা বছরের অর্ধেক কাল ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাও অধিক। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের অন্তরের ওয়াসওয়াসা দূর করার আমল সম্পর্কে অবহিত করব না ? সাহাবীগণ বললেন, কেন নয় ? তিনি বললেন, তা হল প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করা।

٢٣٨٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ٭

২৩৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সারা বছর সাওম পালনকারী ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে ? তিনি বলেন, তার সাওমও গ্রহণযোগ্য হবে না, আর তার সাওম ভঙ্গও গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দুইদিন সাওম পালনকারী এবং একদিন সাওম ভঙ্গকারীর অবস্থা কেমন হবে ? (উত্তরে) তিনি বললেন, এও কি কারো দ্বারা সম্ভব ? তিনি (উমর (রা)) জিজ্ঞাসা করলেন যে, একদিন সাওম পালনকারী এবং একদিন সাওম ভঙ্গকারীর অবস্থা কেমন হবে ? (উত্তরে) তিনি বললেন যে, এ হল দাউদ (আ)-এর সাওম। তিনি (উমর (রা)) বললেন একদিন সাওম পালনকারী এবং দুইদিন সাওম ভঙ্গকারীর অবস্থা কেমন হবে ? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা হয় আমি যেন সেই শক্তি পাই। উমর (রা) বলেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ রমযান মাসের সাওম এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করা, ইহাই সারা বছর সাওম পালন করার সমতুল্য।

صَوْمُ يَوْمٍ وَافِطَارُ يَوْمٍ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ فِى ذٰلِكَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

একদিন সাওম পালন করা এবং একদিন সাওম ভঙ্গ করা এবং এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীদের শব্দ বর্ণনার পার্থক্যের উল্লেখ

٢٣٩٠. قَالَ وَفِيْمَا قَرَأَ عَلَيْنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا حُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا *

২৩৯০. আহমদ ইব্ন মানী' (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাওম হল দাউদ (আ)-এর সাওম। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٣٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَاَنْكَحَنِىْ اَبِىْ امْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيْهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ اَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِهِ فَاَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَاَفْطِرْ يَوْمًا قَالَ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ *

২৩৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেছেন যে, আমাকে আমার পিতা এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বিবাহ করালেন। অতঃপর আমার পিতা তার কাছে এসে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। আমার স্ত্রী বলত যে, আমার স্বামী খুবই ভাল মানুষ (তবে) তিনি কখনো আমার সাথে বিছানা মাড়ান নি এবং আমি তার কাছে আসা অবধি তিনি কখনো আমার পাশে আসেন নি। আমার পিতা তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে সাওম পালন কর ? আমি বললাম, আমি প্রত্যেক দিন সাওম পালন করি। তিনি বললেন, তুমি প্রত্যেক সপ্তাহে তিন দিন সাওম পালন করবে। আমি বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দুইদিন সাওম পালন কর এবং একদিন সাওম ভঙ্গ কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা

হলে তুমি সর্বোত্তম সাওম অর্থাৎ দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর ; একদিন সাওম পালন কর আর একদিন সাওম ভঙ্গ কর।

٢٣٩٢. أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ وَلاَ يُفْطِرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لاَ أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالاِجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لٰكِنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا قُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ *

২৩৯২. আবূ হাসীন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এক মহিলা বিবাহ্ করালেন এবং তাকে দেখতে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি তোমার স্বামীকে কেমন পেলে ? সে বলল ঃ খুবই ভাল লোক। তিনি রাত্রে নিদ্রাও যান না আর দিনেও সাওম ভঙ্গ করেন না। তখন আমার পিতা আমাকে তিরস্কার করে বললেন, আমি তোমাকে এক মুসলিম মহিলা বিবাহ্ করালাম আর তুমি তাকে এভাবে দূরে ঠেলে রাখলে। (আব্দুল্লাহ (রা)) বলেন, আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করার কারণে আমার পিতার তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিলাম না। এ সংবাদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছালে তিনি বললেন, আমি তো সালাতও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই, সাওম পালনও করি আবার সাওম ভঙ্গও করি। তাই তুমিও সালাত আদায় কর, নিদ্রা যাও, সাওম পালন কর এবং সাওম ভঙ্গও কর। তিনি বললেন, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। তখন আমি বললাম, আমি তো এরও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর। একদিন সাওম পালন কর আর একদিন সাওম ভঙ্গ কর। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি প্রতি মাসে এক খতম করে কুরআন তিলাওয়াত কর। অতঃপর তিনি তা পনের দিনে খতম করার অনুমতি দিলে আমি বলছিলাম, আমি এর চেয়েও অধিক, এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি।

٢٣٩٣. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حُجْرَتِي فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ

تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثًا فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا قُلْتُ اِنِّى اَجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ *

২৩৯৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌ত (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি নাকি সারা রাত্র সালাত আদায় কর এবং সারাদিন সাওম পালন কর ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তুমি কখনো এরূপ করবে না বরং কিছুক্ষণ নিদ্রা যাবে। আর কিছুক্ষণ সালাত আদায় করবে এবং কখনো কখনো সাওম পালন করবে আবার কখনো সাওম ভঙ্গও করে ফেলবে। কেননা তোমার চক্ষুর জন্য তোমার উপর হক রয়েছে, তোমার শরীরের জন্য তোমার উপর হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার উপর হক রয়েছে, তোমার মেহমানের জন্য তোমার উপর হক রয়েছে, তোমার বন্ধুর জন্য তোমার হক রয়েছে। আশা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও ! তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে,তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করবে। ইহাই সারা বছর সাওম পালন করার সমতুল্য হবে, যেহেতু প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য তার দশ দশ গুণ সওয়াব রয়েছে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। আমি কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইলে তিনি তার অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, তুমি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন সাওম পালন করবে। আমি বললাম,আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। আমি কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইলে তিনি তার অনুমাতি দিলেন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ)-এর ন্যায় সাওম পালন কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দাউদ (আ)-এর সাওম কিরূপ ছিল ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বছরের অর্ধেক সময়।

٢٣٩٤. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ لاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّكَ لاَتَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ فَقُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لاَنْ اَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الاَيَّامِ الَّتِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ *

২৩৯৪. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই সারা রাত্র সালাত আদায় করব এবং অবশ্যই সারা দিন সাওম পালন করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এরূপ বলেছ ? আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি নিশ্চয় এরূপ বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এ রকম পারবে না। অতএব তুমি কখনো কখনো সাওম পালন কর আর কখনো সাওম ভঙ্গ করে ফেল এবং কিছু সময় নিদ্রা যাও আর কিছু সময় সালাত আদায় কর। আর প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য তার দশ দশ গুণ সওয়াব রয়েছে। আর এটাই বছর সাওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এক দিন সাওম পালন কর এবং দুই দিন সাওম ভঙ্গ কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সাওম পালন কর, একদিন সাওম ভঙ্গ কর। আর এটা হল দাউদ (আ)-এর সাওম এবং এটাই হলো সর্বোত্তম সাওম। আমি বললাম,আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর চেয়ে উত্তম সাওম আর হয় না। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, যে তিন দিনের সাওম পালন করার কথা বলেছিলেন তা গ্রহণ করাই আমার নিকট আমার পরিবার-পরিজন ও আমার ধন-সম্পদ থেকে অধিকতর প্রিয় মনে হয়।

٢٣٩٥. اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ اَىْ عَمِّ حَدِّثْنِي عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاابْنَ اَخِي اِنِّي قَدْ كُنْتُ اَجْمَعْتُ عَلَى اَنْ اَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيْدًا حَتّٰى قُلْتُ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَلَاَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَانِي حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ فِي دَارِي فَقَالَ بَلَغَنِي اَنَّكَ قُلْتَ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَلَاَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّهُ اَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَاِنَّهُ كَانَ اِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَاِذَا لَاقٰى لَمْ يَفِرَّ *

২৩৯৫. আহমদ ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) -এর কাছে গিয়ে বললাম, হে চাচা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা বলেছিলেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম যে, আমি অত্যধিক পরিশ্রম করব, এমনকি মনে মনে বলেছিলাম যে, আমি অবশ্যই সারা জীবন সাওম পালন করব এবং প্রত্যেক দিবারাত্রে একবার কুরআন খতম করব। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুনে ফেললে তিনি আমার কাছে আসলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে বললেন যে, আমি শুনেছি - তুমি নাকি বলেছ যে, আমি অবশ্যই

সারা জীবন সাওম পালন করব এবং সারাক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করব ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই বলেছি। তিনি বললেন, তুমি এরূপ কর না বরং তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক সপ্তাহে দুই দিন সাওম পালন করবে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর ন্যায় সাওম পালন করবে। কেননা সেটাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম সাওম। একদিন সাওম পালন করবে আর একদিন সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে। আর দাউদ (আ) যখন ওয়াদা করতেন তা পূর্ণ করতেন আর যখন শত্রুর মুখোমুখী হতেন পলায়ন করতেন না।

ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنُّقْصَانِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

সাওমে হ্রাস-বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য-এর উল্লেখ

٢٣٩٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا *

২৩৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি (প্রত্যেক দশ দিনে) একদিন সাওম পালন করবে তা হলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। তিনি বলেন, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি দুই দিন সাওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। তিনি বললেন, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তিন দিন সাওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। তিনি বললেন, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বোত্তম সাওম- দাউদ (আ) -এর সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٣٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ فَقُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ قُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى قَالَ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا *

২৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে সাওমের উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি প্রত্যেক দশ দিনে এক দিন সাওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক নয়দিনে এক দিন সাওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক আট দিনে এক দিন সাওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট সাত দিনের সওয়াবও তুমি পাবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, আমি এরকম বলতেই থাকলাম, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি একদিন সাওম পালন কর আর একদিন সাওম ভঙ্গ কর।

٢٣٩٨ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَاَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ عَشْرَةٍ فَقُلْتُ زِدْنِىْ فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ تِسْعَةٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ ثَمَانِيَةٍ قَالَ ثَابِتٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُطَرِّفٍ فَقَالَ مَا اُرَاهُ اِلَّا يَزْدَادُ فِى الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْاَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

২৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) এবং যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - শুআয়ব (র)-এর পিতা আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি একদিনের সাওম পালন কর তাহলে তুমি দশ দশ দিন সাওম পালন করার সওয়াব পাবে। আমি বললাম, আরো কিছু বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দুই দিনের সাওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট নয়দিনের সাওম পালন করার সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। আমি বললাম, আরো কিছু বাড়িয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তিন দিনের সাওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট আট দিনের সাওম পালন করার সওয়াবও তোমার অংশে লেখা হবে। ছাবিত (র) বলেন যে, আমি এ হাদীস মুতাররিফ (র)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমার মনে হয় এ হাদীসের অর্থ হল, সাওম পালনকারী আমলের সংখ্যা বাড়ালেও সওয়াব কম হবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

মাসে দশ দিন সাওম পালন করা এবং এ বিষয়ে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শব্দ বর্ণনায় পার্থক্য

٢٣٩٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ عَشْرًا فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا *

২৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি সারা রাত্র সালাত আদায় কর এবং সারা দিন সাওম পালন কর ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর দ্বারা তো আমি ভালই আশা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সর্বদা সাওম পালনকারীর সাওম গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আমি তোমাকে সর্বদা সাওম পালন করার নিয়ম বলে দিচ্ছি। তা হল প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি পাঁচ দিন সাওম পালন কর। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি দশ দিন সাওম পালন কর। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর- তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٤٠٠. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

২৪০০. আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٤٠١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاؤُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى *

২৪০১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)! তুমি নাকি সর্বদা সাওম পালন কর এবং সারা রাত্র সালাত আদায় কর? তুমি যখন এরূপ করতে থাকবে তখন তোমার চক্ষু কোটরাগত হয়ে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। সর্বদা সাওম পালনকারীর সাওম গ্রহণযোগ্য নয়। সারা জীবনের সাওম হল প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করা। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর– তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন। এবং (শত্রুর) মুখোমুখী হলে পলায়ন করতেন না।

٢٤٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِى شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ اَزَلْ اَطْلُبُ اِلَيْهِ حَتّٰى قَالَ فِى خَمْسَةِ اَيَّامٍ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ اَزَلْ اَطْلُبُ اِلَيْهِ حَتّٰى قَالَ صُمْ اَحَبَّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ صَوْمَ دَاؤُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا *

২৪০২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমি তো এরচেয়েও অধিক পড়তে পারি। আমি তাঁর কাছে আরো বাড়াবার আবেদন করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে পাঁচ দিনে কুরআন খতম করতে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বললেন, তুমি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। আমি বললাম, আমি তো এরচেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। আমি তাঁর কাছে আরো বাড়াবার আবেদন করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বোত্তম সাওম দাউদ (আ)-এর সাওম পালন করতে বললেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন।

٢٤٠٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ اِنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّى اَصُوْمُ اَسْرُدُ

الصَّوْمَ وَأُصَلِّى اللَّيْلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَظًّا وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ إِنِّي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذًا قَالَ وَكَيْفَ كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَيَفِرُّ إِذَا لاَقَى قَالَ وَمَنْ لِي بِهٰذَا يَانَبِيَّ اللّٰهِ *

২৪০৩. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, আমি সর্বদা সাওম পালন করে থাকি এবং সারা রাত্র সালাত আদায় করে থাকি। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন কিংবা তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তুমি সর্বদা সাওম পালন কর; সাওম ভঙ্গ কর না এবং সারা রাত্র সালাত আদায় করে থাক। তুমি এরূপ করবে না। কেননা, তোমার চক্ষুর জন্য তোমার উপর হক রয়েছে। তোমার শরীরের জন্য তোমার উপর হক রয়েছে। তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার উপর হক রয়েছে। তুমি কখনো কখনো সাওম পালন করবে আবার কখনো সাওম ভঙ্গও করে ফেলবে। এবং রাত্রের কিছু সময় সালাত আদায় করবে আর কিছু সময় নিদ্রা যাবে। তুমি প্রত্যেক দশ দিনে একদিন সাওম পালন করবে, তাহলে তোমার জন্য অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও লেখা হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বলেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর। তিনি বলেন ঃ দাউদ (আ)-এর সাওম কিরূপ ছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বলেন, দাউদ (আ) একদিন সাওম পালন করতেন আর তিনি একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন আর তিনি শত্রুর মুখোমুখী হলে পলায়ন করতেন না। তিনি বললেন যে, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ ﷺ আমার সেই শক্তি কোথায় ?

صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

মাসের পাঁচ দিন সাওম পালন করা

٢٤٠٤. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ رَبْعَةً حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ أَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ *

২৪০৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে আমার সাওম পালন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি আমার কাছে আসলেন এবং আমি তাঁর জন্য একটি খেজুরের বাকল ভর্তি মধ্যম আকারের চামড়ার বালিশ আগিয়ে দিলাম। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং বালিশ আমার আর তাঁর মাঝখানে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জন্য কি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন যথেষ্ট নয় ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন) তিনি বললেন, তাহলে পাঁচ দিন ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন) তিনি বললেন, তাহলে সাত দিন ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন) তিনি বললেন, নয় দিন ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন) তিনি বললেন, তাহলে এগার দিন ? আমি বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আরো বাড়িয়ে দিন) তিনি বললেন, দাউদ (আ)-এর সাওমের উপরে কোন সাওম হতে পারে না । আর তা হল সারা জীবনের অর্ধেক একদিন সাওম পালন করা আর একদিন সাওম ভঙ্গ করা।

صِيَامُ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

মাসে চার দিন সাওম পালন করা

٢٤٠٥. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِيَاضٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ مَابَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ مَابَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَابَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَابَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا *

২৪০৫. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক মাসে একদিন সাওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তুমি পাবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি দুইদিন সাওম পালন কর, অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তুমি পাবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি তিন দিন সাওম পালন কর, অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তুমি পাবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি চারদিন সাওম পালন কর, তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও তুমি পাবে। আমি বললাম, আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সর্বোত্তম সাওম হল দাঊদ (আ)-এর সাওম। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন।

صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

মাসে তিন দিন সাওম পালন করা

٢٤٠٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَوْصَانِى حَبِيْبِى ﷺ بِثَلاَثَةٍ لاَ اَدَعُهُنَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى اَبَدًا اَوْصَانِى بِصَلاَةِ الضُّحَى وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪০৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আমাকে তিনটি আমলের ওসীয়্যত করেছেন; ইনশাআল্লাহ্ আমি সেগুলো কখনো পরিত্যাগ করব না। তিনি আমাকে চাশতের সালাত এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্‌রের সালাত আদায় করার আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করার ওসীয়্যত করেছেন।

٢٤٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلاَثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তিনটি আমলের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ বিত্‌রের সালাত আদায় করেই নিদ্রা যাওয়ার, শুক্রবার দিন গোসল করার এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করার।

٢٤٠٨. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪০৮. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুই রাকআত চাশতের সালাত আদায় করার, বিত্‌রের সালাত আদায় করার পরই নিদ্রা যাওয়ার এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٤٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - -আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিত্‌রের সালাত আদায় করার পরই নিদ্রা যাওয়ার, শুক্রবার দিন গোসল করার এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفُ عَلَى اَبِى عُثْمَانَ فِى حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ فِى صِيَامِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

মাসে তিন দিন সাওম পালন করা বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে আলী ইব্‌ন উসমান (রা) থেকে বর্ণনার বিভিন্ন রূপ

٢٤١٠. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ اَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ *

২৪১০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ধৈর্যের মাস হল রমযান মাস আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালন করার সমতুল্য।

٢٤١١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ بِالْكُوْفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا *

২৪১১. আলী ইব্‌ন হাসান লানী (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন করল সে যেন সারা বছর সাওম পালন করল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সত্যই বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তাকে তার দশ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে।

٢٤١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ اَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكَّ عَاصِمٌ *

২৪১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আবূ যর (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন করল সে যেন সারা মাস সাওম পালন করল অথবা তিনি বলেছেন ঃ তার জন্য সারা মাস সাওম পালন করার সওয়াব রয়েছে।

٢٤١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ اَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ *

২৪১৩. কুতায়বা (র) - - - - উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ উত্তম সাওম হল প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন করা।

٢٤١٤. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنْبَانَا اَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ *

২৪১৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) মুরসালরূপে অনুরূপ বলেছেন।

٢٤١٥. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ ابْنِ صَيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪১৫. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন।

كَيْفَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِى ذٰلِكَ

প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম কিভাবে পালন করবে ? এবং এ বিষয়ে রেওয়ায়ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার পার্থক্য

٢٤١٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسِ الَّذِى يَلِيْهِ ثُمَّ الْخَمِيْسِ الَّذِى يَلِيْهِ *

২৪১৬. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যাফরানী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার, তার পরবর্তী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং তার পরবর্তী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার।

٢٤١٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِىَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوَّلَ اِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيْسَ ثُمَّ الْخَمِيْسَ الَّذِى يَلِيْهِ *

২৪১৭. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন (হাফসা (রা)) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন। মাসের প্রথম সোমবার, তারপর বৃহস্পতিবার এবং তার পরবর্তী বৃহস্পতিবার।

٢٤١٨. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ الْاَشْجَعِىُّ كُوْفِىٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِىِّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ‌*

২৪১৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ নযর (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি আমল নবী ﷺ কখনো পরিত্যাগ করতেন না। আশুরার দিনের সাওম, যিলহজ্জ মাসের নয় দিনের সাওম, প্রত্যেক মাসে তিন দিনের সাওম এবং ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত।

٢٤١٩. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ اَبِى نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ تِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَيْنِ ‌*

২৪১৯. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - নবী ﷺ -এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিলহজ্জ মাসের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করতেন—মাসের সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার।

٢٤٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ ‌*

২৪২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - নবী ﷺ -এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করতেন—সোমবার (দু সোমবার) এবং বৃহস্পতিবার।

٢٤٢١. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوَّلِ خَمِيْسٍ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ ‌*

২৪২১. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, তারপরে পরবর্তী সোমবার এবং তার পরবর্তী সোমবার।

٢٤٢٢. أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيْحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪২২. মাখ্লাদ ইব্ন হাসান (র) - - - - জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করা সারা জীবন সাওম পালন করার সমতুল্য। আর আইয়ামে বীয -তের তারিখের সকাল থেকে চৌদ্দ এবং পনের তারিখ পর্যন্ত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفُ عَلَى مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

মাসে তিন দিন সাওম পালন করা প্রসঙ্গে মূসা ইব্ন তালহা (র) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

٢٤٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوْا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ *

২৪২৩. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একজন বেদুঈন একটি ভুনা খরগোশ নিয়ে আসল এবং তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে রাখল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খাওয়া থেকে বিরত রইলেন কিন্তু উপস্থিত সাহাবীগণকে তা খেতে বললেন। বেদুঈন ব্যক্তিও বিরত রইল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কেন খাওয়া থেকে বিরত রইলে ? সে বলল, আমি মাসের তিন দিন সাওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সাওম পালনই কর তবে আলোময় দিনের সাওমই পালন কর (আইয়ামে বীযের সাওম পালন কর)।

٢٤٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক মাসের আইয়ামে বীযের তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন– তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের।

٢٤٢٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪২৫. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের।

٢٤٢٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪২৬. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ যর (রা) রাবাযা নামক স্থানে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি যখন মাসের কোন সাওম পালন করবে তখন তের তারিখ, চৌদ্দ এবং পনের তারিখের সাওম পালন করবে।

٢٤٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَ الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَانُ *

২৪২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন : তোমার উপর তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের সাওম পালন করা উচিত।

٢٤٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٤٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ اَبِى جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنِّى وَجَدْتُهَا تَدْمٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ لَايَضُرُّ كُلُوْا وَقَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ كُلْ قَالَ اِنِّى صَائِمٌ قَالَ صَوْمُ مَاذَا قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّوَابُ عَنْ اَبِى ذَرٍّ وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ فَقِيْلَ اَبِى *

২৪২৯. আহমদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - ইবনুল হাওতাকিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক বেদুঈন ব্যক্তি আসল, তার সাথে একটি ভুনা খরগোশ এবং কিছু রুটি ছিল। সে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখল এবং বলল যে, আমি তাকে রক্তস্রাব অবস্থায় পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় সাহাবীগণকে বললেন ঃ এটা ক্ষতিকর নয়, অতএব তোমরা খাও এবং বেদুঈন ব্যক্তিটিকে বললেন, তুমিও খাও। সে বলল, আমি সাওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কিসের সাওম ? সে বলল, মাসের তিন দিনের সাওম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি সাওম পালন করই তবে উজ্জ্বল আলোময় দিনগুলোয় সাওম পালন কর অর্থাৎ তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের।

٢٤٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ اَنْ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِاَرْنَبٍ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِى جَاءَبِهَا اِنِّى رَاَيْتُ بِهَا دَمًا فَكَفَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ وَاَمَرَ الْقَوْمَ اَنْ يَاْكُلُوا وَكَانَ فِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَالَكَ قَالَ اِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَهَلاَّ ثَلَاثَ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪৩০. আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - মূসা ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে একটি খরগোশ নিয়ে আসল। নবী ﷺ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন বাহক বলল যে, আমি এর সাথে রক্ত দেখেছি তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাত গুটিয়ে নিলেন এবং সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা খাও, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন পাশে বসা ছিল। নবী ﷺ বললেন তোমার কি হল ? সে বলল যে, আমি সাওম পালন করছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি আইয়ামে বীযের তিন দিনের সাওম কখনো পরিত্যাগ করবে না অর্থাৎ তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখের সাওম।

٢٤٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوْسَى بْنِ

طَلْحَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَتَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوا فَإِنِّي لَوِاشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ فَهَلاَّ صُمْتَ الْبِيْضَ قَالَ وَمَاهُنَّ قَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - মূসা ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি একটি ভুনা খরগোশ রেখে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর সাথে রক্ত দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরত রইলেন এবং খেলেন না, কিন্তু তাঁর সামনে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে বললেন, তোমরা খাও। কেননা আমার আগ্রহ থাকলে আমিও খেতাম। আর এক ব্যক্তি পাশে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এসো এদের সাথে খাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সাওম পালন করছি। তখন তিনি বললেন, তুমি আইয়ামে বীযের সাওম কেন পালন করলে না? সে বলল, আইয়ামে বীয কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখ।

٢٤٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِهٰذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلاَثِ الْبِيْضِ وَيَقُوْلُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ *

২৪৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল মালিক (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আইয়ামে বীযের এই তিন দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন যে, এই তিন দিনের সাওম সারা মাসের সাওম পালন করার সমতুল্য।

٢٤٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ الْبِيْضِ قَالَ هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ *

২৪৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আব্দুল মালিক (র)-এর পিতা আবুল মিনহাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁদেরকে আইয়ামে বীযের তিন দিনের সাওম পালন করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন যে, এই তিন দিনের সাওম সারা মাস সাওম পালন করার সমতুল্য।

٢٤٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

২৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আব্দুল মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল রাত বিশিষ্ট আইয়ামের বীযের তিন দিনের সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখের।

صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ

প্রতি মাসে দুই দিন সাওম পালন করা

٢٤٣٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مِنْ خِيَارِ الْخَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ زِدْنِي زِدْنِي قَالَ تَقُولُ يَارَسُولَ اللّٰهِ زِدْنِي زِدْنِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ زِدْنِي زِدْنِي إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ زِدْنِي زِدْنِي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيَرُدُّنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪৩৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ নওফল (র)-এর পিতা আবূ আকরাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একবার (নফল) সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে এক দিন সাওম পালন কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আরো বাড়িয়ে দিন। আরো বাড়িয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি বলছ, আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে প্রতি মাসে দু'দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আর একটু বাড়িয়ে দিন, আর একটু বাড়িয়ে দিন, আমি এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, "আর একটু বাড়িয়ে দিন, আর একটু বাড়িয়ে দিন, আমি এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি।" একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ হয়ে গেলেন। আমি ধারণা করলাম যে, তিনি নিশ্চয়ই আমার আবেদনে সাড়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর।

٢٤٣٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْتَزَادَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

২৪৩৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ নওফল (রা)-এর পিতা আবূ আকরাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তুমি প্রত্যেক মাসে

একদিন সাওম পালন কর। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরো সময় বাড়ানোর আবেদন করে বললেন, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালনের সামর্থ্য রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সময় আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে দু'দিন সাওম পালন কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সময় আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে দু'দিন সাওম পালন কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। "আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি।" "আমি তো এর চেয়েও অধিক সাওম পালন করার সামর্থ্য রাখি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য বাড়াতেই রাজী ছিলেন না। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বারবার মিনতি করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

بَابُ وَجُوْبُ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ফরয হওয়া

٢٤٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْحٰقَ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَبْدُ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِى مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ تَاتِى قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ *

২৪৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছো যারা গ্রন্থধারী, যখন তুমি তাদের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের তুমি এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান করবে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।" যদি তারা তোমার এই আহবানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিবা-রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা অর্থাৎ তোমার এই আহবানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের মধ্যকার বিত্তবানদের থেকে নেয়া হবে এবং বিত্তহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এই দাওয়াতের সাড়া দেয় তবে তুমি নিজকে অত্যাচারিতের ফরিয়াদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

٢٤٣٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَفْتُ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لاَصَابِعِ يَدَيْهِ اَنْ لاَ اٰتِيَكَ وَلاَ اٰتِيَ دِيْنَكَ وَاِنِّي كُنْتُ اَمْرًا لاَ اَعْقِلُ شَيْئًا اِلاَّ مَاعَلَّمَنِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ وَاِنِّي اَسْاَلُكَ بِوَحْيِ اللّٰهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اِلَيْنَا قَالَ بِالْاِسْلاَمِ قُلْتُ وَمَا اٰيَاتُ الْاِسْلاَمِ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اِلَى اللّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ٭

২৪৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - বাহ্‌য্ (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া নাবি আল্লাহ ﷺ ! আমি আপনার কাছে আসিনি স্বীয় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহের সংখ্যারও অধিক এ শপথ না করা পর্যন্ত যে, আমি আপনার কাছেও আসব না আর আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। আর এখন আমি এমন হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল (সা) আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পর্কে যা দিয়ে আপনার রব আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। (তখন) তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে, বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইসলামের চিহ্ন কি কি ? তিনি বললেন, তোমার এ কথা বলা যে, আমি স্বীয় চেহারাকে (নিজকে) আল্লাহ তা'আলার অনুগত বানিয়ে নিলাম, অন্য সব কিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেললাম। আরও হলো, তোমার সালাত আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা।

٢٤٣٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ اَخِيْهِ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ اَنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ ٭

২৪৩৯. ঈসা ইব্‌ন মুসাবির (র) - - - - আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তমভাবে ওযূ করা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদুলিল্লাহ মীযানকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে, তাসবীহ এবং তাকবীর আসমান এবং যমীনসমূহকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে। সালাত হল আলো আর যাকাত হল দলীল, ধৈর্য (সাওম) হল নূর এবং কুরআন হল তোমার পক্ষের অথবা বিপক্ষের প্রমাণ।

٢٤٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَاَنَا خَالِدُ عَنِ ابْنِ اَبِي هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صُهَيْبٌ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ اَبِي سَعِيْدٍ يَقُوْلاَنِ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَكَبَّ فَاَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لاَنَدْرِي عَلٰى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرٰى فَكَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ

قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ اِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلاَمٍ *

২৪৪০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন ঃ ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তিনবার বলার পর তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমাদের প্রত্যেকেই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন কথার উপর শপথ করলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করলেন। তাঁর চেহারাতে তখন আনন্দের বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা আমাদের কাছে সব রকমের নিয়ামত অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যে বান্দা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সাওম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং সাতটি কবিরা গুনাহ পরিত্যাগ করে থাকে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর।

٢٤٤١. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَاِنِّى اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَعْنِى اَبَا بَكْرٍ *

২৪৪১. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় সম্পদ হতে এক জোড়া বস্তুও দান করে, তাকে জান্নাতের দরজা সমূহ হতে আহবান করা হবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, এ তোমার জন্য উত্তম। জান্নাতের অনেক দরজা আছে। যে সালাত আদায়কারী হবে তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানকারী হবে তাকে যাকাতের দরজা হতে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি সাওম পালনকারী হবে তাকে রাইয়্যান নামক দরজা হতে আহবান করা হবে। আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কারো কি এমন আমল থাকবে যাকে প্রত্যেক দরজা দিয়ে আহবান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে ? কাউকে কি প্রত্যেক দরজা দিয়েই আহবান করা হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; এবং আমি আশা করি যে, তুমি তাদের মধ্য থেকেই হবে অর্থাৎ আবূ বকর (রা)।

بَابُ اَلتَّغْلِيْظُ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী

٢٤٤٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَالِي لَعَلِّي اُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ اَبِي وَاُمِّي قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا حَتّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْبَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ *

২৪৪২. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম; তখন তিনি কা'বার ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে অগ্রসর হতে দেখে বললেন, কা'বার রবের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি মনে মনে বললাম, আমার সর্বনাশ, মনে হয় আমার সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, কিন্তু যারা এত, এত, এত পরিমাণ দান খয়রাত করে এমনকি তাদের সামনে, ডানে এবং বামে (কল্যাণের বিভিন্ন খাতে) দান কয়রাত করে। অতঃপর তিনি বললেন যে, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, যে ব্যক্তি উট, গরুর যাকাত প্রদান না করে মারা যায় কিয়ামতের দিন সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা বিরাট এবং বলিষ্ঠাকারে তার সামনে আনা হবে ; সেগুলো তাকে ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন দ্বিতীয়টা ফিরে যাবে প্রথমটা ফিরে আসবে। এরূপ চলতে থাকবে লোকজনের মাঝে বিচার কার্য নিষ্পন্ন না পর্যন্ত।

٢٤٤٣. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِي رَاشِدٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ اِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَاَمِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاٰيَةَ *

২৪৪৩. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ রয়েছে অথচ সে তার যাকাত প্রদান করছে না সেগুলো দিয়ে তার গলায় দুর্দান্ত অতি বিষাক্ত সর্প রূপে বেড়ি দেওয়া হবে, সেই ব্যক্তি সর্প থেকে পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু সর্প তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে তার প্রমাণ পেশ করলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا ؛ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْاٰيَةَ

এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল , ইহা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং ইহা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন উহাই তাদের গলায় বেড়ি হবে।

٢٤٤٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الْغُدَانِىِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِبِلٌ لَايُعْطِى حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَانَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا قَالَ فِىْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا اِذَا جَاءَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَارَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لَايُعْطِى حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَغَذَّمَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ وَاَشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَايُعْطِى حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّمَا كَانَتْ وَاَكْثَرِهِ وَاَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ *

২৪৪৪. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তির উট রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর সবল বা দুর্বল অবস্থায় যাকাত প্রদান করে না, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, উটের সবল এবং দুর্বল হওয়ার অর্থ কি ? তিনি বললেন ঃ সেগুলোর (মালিকের) সুদিন কিংবা দুর্দিনে থাকা। কেননা সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অতি বীভৎস আকৃতিতে উপস্থিত হবে। সেই ব্যক্তিকে ঐ উটগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। সেই উটগুলো তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। যখন পরবর্তী উটটি ফিরে যাবে পূববর্তী উটটি ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেওয়া হবে, যেই দিন (শাস্তিপ্রাপ্ত লোকটির জন্য) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে, এই শাস্তি লোকদের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হবে। অতঃপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির গরু রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর সবল বা দুর্বল

অবস্থায় যাকাত প্রদান করে না, সেই গরুগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অতি বীভৎস আকৃতিতে উপস্থিত হবে। সেই ব্যক্তিকে ঐ গরুগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তাকে প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। যখন পরবর্তী জন্তুগুলো ফিরে যাবে পূর্ববর্তী জন্তুগুলো ফিরে আসবে, এমন একদিন এই শাস্তি দেওয়া হবে যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া না পর্যন্ত দেওয়া হবে। অতঃপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির ছাগল রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর যাকাত প্রদান করে না সবল বা দুর্বল অবস্থায়, সেই ছাগল গুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অতি বীভৎস আকৃতিতে উপস্থিত হবে। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে ঐ ছাগলগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। কিয়ামতের দিন কোন জন্তু কোঁকড়ানো শিং বিশিষ্ট বা ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট হবে না। যখন পরবর্তী জন্তুগুলো ফিরে যাবে পূর্ববর্তী জন্তুগুলো ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেওয়া হবে, যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সম পরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়ার পর্যন্ত দেওয়া হবে। অতঃপর সে স্বীয় গন্তব্য স্থান দেখে নেবে।

بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি

٢٤٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ◆

২৪৪৫. কুতায়বা (র) --- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করলেন এবং তাঁর পরে আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন আর আরবের যারা কাফির হওয়ার ছিল তারা কাফির হয়ে গেল। (যাকাত দিতে অস্বীকার করল) তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা-কে বললেন ঃ আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিভাবে জিহাদ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত

লোকজন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তবে যে ব্যক্তি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে তার জানমাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য তার প্রাপ্য বহাল থাকবে (অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে।) তার বাকী হিসাব আল্লাহর উপর সোপর্দ। তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও জিহাদ করব যে সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল সম্পদের পাওনা। আল্লাহর শপথ, যদি লোকজন আমার কাছে এমন একটি রশিও প্রদান না করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রদান করত, তাহলে সেই রশি প্রদান না করার কারণেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। উমর (রা) বলেন যে, আল্লাহর শপথ, আমি আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তের সাথে এই কারণে ঐক্যমত পোষণ করলাম যে, আমি দেখলাম, আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর অন্তর জিহাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

بَابُ عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি

٢٤٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ اَبَى فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ اِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْئٌ *

২৪৪৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - বাহ্য ইব্ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে প্রত্যেক বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছর বয়সী উট দিতে হবে (যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশের অধিক হবে।) এই হিসাব থেকে কোন প্রকার উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা প্রদান করবে তাকে তার সওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে আমিই তার থেকে তা উসূল করে নেব এবং তার আরো অর্ধেক উট উসূল করে নেব। এটা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াজিব সমূহের এক ওয়াজিব। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ الزَّكَاةِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত

٢٤٤٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُوبْنُ يَحْيَى ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَفِيْمَا دُوْنَ

خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসকে (ত্রিশ মণ) এর কম মালে যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উটের কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং পাঁচ ওকিয়া (দুই শত দিরহাম)-এর কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না।

٢٤٤٨. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৮. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই, পাঁচ ওকিয়ার কম দ্রব্যেও যাকাত নেই আর পাঁচ ওসাকের কম দ্রব্যেও কোন যাকাত নেই।

٢٤٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُوْكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْشَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ

وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا
اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنْ اسْتَيْسَرَتَالَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ
اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ
اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا
زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلَى ثَلْثِ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ فَفِي
كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَذَاتُ عَوَارٍ وَلاَتَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ
يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাদেরকে লিখলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উপর এ ফরয যাকাত ধার্য করেছেন। অতএব, যে মুসলমানকে নিয়ম মাফিক যাকাত আদায় করতে বলা হবে সে আদায় করে দেবে, আর যে ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশী আদায় করতে বলা হবে সে তা আদায় করবে না। পঁচিশটির কম উট হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত দুই বছরী উট দিতে হবে। দুই বছরী উট না থাকলে একটি তিন বছরী পুরুষ উট দিবে। ছয়ত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি তিন বছরী উট, ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত একটি আরোহণের উপযুক্ত চার বছরী উট, একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি পাঁচ বছরী উট, ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত দুইটি তিন বছরী উট, একানব্বই হতে একশত বিশ পর্যন্ত আরোহণের উপযুক্ত দুইটি চার বছরী উট দিতে হবে। যখন একশত বিশটি উটের বেশী হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছরী উট এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি চার বছরী উট ওয়াজিব হবে। যখন যাকাত আদায়কালীন সময় উটের বয়সের বিভিন্নতা দেখা দেয়, যেমন কাহারো উপর একটি পাঁচ বছরী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে কোন পাঁচ বছরী উট নেই বরং তার কাছে চার বছরী উট আছে তখন তার কাছ থেকে চার বছরী উট আদায় করে সম্ভব হলে আরো দুটি ছাগল বা বিশটি দিরহাম আদায় করবে। যার উপর একটি চার বছর বয়সী উট ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে পাঁচ বছর বয়সী উটই আছে তখন তার কাছে থেকে তাই আদায় করে নেবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুইটি ছাগল যাই সম্ভব হয় ফিরিয়ে দেবে। যার উপর চার বছরী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে চার বছর বয়সী উট নেই বরং তিন বছর বয়সী উট আছে, তখন তার কাছে থেকে তাই আদায় করা হবে এবং দুইটি ছাগল বা

বিশটি দিরহাম যা সম্ভব তার সাথে আদায় করে নেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে শুধুমাত্র চার বছর বয়সী উট রয়েছে, তাহলে তার কাছে থেকে তাই আদায় করবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুইটি ছাগল ফিরিয়ে দেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তিন বছর বয়সী উট নেই বরং তার কাছে দুই বছর বয়সী উট আছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে দুইটি ছাগল বা বিশটি দিরহাম যা সম্ভব তা নেবে। আর যার উপর দুই বছরী উট ওয়াজিব হয়ে যায় অথচ তার কাছে শুধুমাত্র তিন বছর বয়সী পুরুষ উট থাকে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু নেবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট আছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে হ্যাঁ, তার মালিক যদি কিছু আদায় করতে চায় তবে সেটা ভিন্ন কথা। আর চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত বিচরণকারী ছাগলে যাকাত হিসাবে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। একশত একুশ হতে দুইশত পর্যন্ত ছাগলে দুটি ছাগল ওয়াজিব হবে। দুইশত এক হতে তিনশত পর্যন্ত ছাগলে তিনটি ছাগল ওয়াজিব হবে। যখন এরও অধিক হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। আর অতি বৃদ্ধ খুঁত বিশিষ্ট এবং পুরুষ ছাগলও আদায় করবে না। তবে হ্যাঁ, উসূলকারী যদি ইচ্ছা করে তবে আদায় করতে পারবে। যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু কখনো একত্রিত করবে না এবং একত্রিত পশুও কখনো বিচ্ছিন্ন করবে না। আর শরিকী মালে যাকাত উভয় মালিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কারো বিচরণকারী ছাগল যদি চল্লিশটি থেকে একটিও কম হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছে করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। খাঁটি রৌপ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। কারো কাছে যদি শুধু একশত নব্বই দিরহাম থাকে তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছা করে তবে সেটা ভিন্ন কথা।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٥٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَاتِي الْاِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَاكَانَتْ اِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيْهَا حَقُّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ اَلَا لَا يَاتِيَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَامُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْبَلَّغْتُ اَلَا لَا يَاتِيَنَّ اَحَدُكُمْ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَامُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ قَالَ وَيَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ اَنَا كَنْزُكَ فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ اُصْبُعَهُ ✱

২৪৫০. ইমরান ইবন বাক্কার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উটের মালিক যাকাত আদায় না করলে উট তার কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে। তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। আর ছাগলের মালিকও যাকাত আদায় না করলে ছাগল তার সামনে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে ; তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন যে, জীব জন্তুর অধিকার হল পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।[১] সাবধান, কেউ যেন কিয়ামতের দিন স্বীয় স্কন্ধ দেশে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয় যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে ঃ হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি বলব ঃ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো আগেই আল্লাহর হুকুম পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। সাবধান, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন স্বীয় স্কন্ধদেশে কোন ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে, হে মুহাম্মাদ (সা) ! তখন আমি বলব ঃ আমি তো আগেই (আল্লাহর হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ তোমাদের কারো কারো সম্পদ (যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করা হয় না কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সর্পের আকার ধারণ করবে। আর ঐ ব্যক্তি তা থেকে পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু সাপে তার পিছু নিতে থাকবে এবং বলতে থাকবে ঃ আমি তো তোমার সম্পদ। এইরূপ পিছু নিতে নিতে অবশেষে ঐ সর্প তার অঙ্গুলী (এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত দেহ) গিলে ফেলবে।

بَابٌ سُقُوْطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ اِذَا كَانَتْ رُسُلاً لِأَهْلِهَا وَلِحَمُوْلَتِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত থেকে অব্যাহতি– যদি তা আরোহণ বা মাল বহণের জন্য হয়ে থাকে

٢٤٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَي قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ تُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ اِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَيَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ *

২৪৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- বাহ্য্‌ ইব্‌ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক বিচরণকারী উটের যাকাত হল প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছর বয়সী উটনী। উটের হিসাব থেকে কোন উটকে বাদ দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা দান করবে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি তা আদায় করতে অস্বীকার করবে আমিই তার থেকে তা উসূল করে নেব, সাথে সাথে আরো অর্ধেক উট নিয়ে নেব। এটা আমার আল্লাহ্‌র হকসমূহ থেকে একটি হক। মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের জন্য এর কোন অংশ বৈধ হবে না।

---

১. আরবের লোকদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, দুগ্ধবতী পশুকে কোথাও পানি পান করাতে নেওয়া হলে দুধ দোহন করার পর উপস্থিত গরীব লোকদের কিছু দুধ পান করানো হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রথাকে মুস্তাহাব হিসেবে বহাল রেখেছেন।

بَابٌ زَكَاةُ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

٢٤٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْتَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً *

২৪৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (রা) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামেনে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে আদায় করেন অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন্ । আর গরুর যাকাত হিসেবে প্রত্যেক ত্রিশে একটি দুই বছর বয়সী বৃষ বা গাভী এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছর বয়সী গাভী আদায় করেন।

٢٤٥٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ *

২৪৫৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন আমি প্রত্যেক চল্লিশটি গরু থেকে একটি তিন বছর বয়সী গাভী এবং প্রত্যেক ত্রিশটি থেকে একটি দুই বছর বয়সী গরু। আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী কাপড় আদায় করি।

٢٤٥٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ *

২৪৫৪. আহমদ ইব্‌ন হারব্ (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি দুই বছর বয়সী গরু বা গাভী এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুতে একটি তিন বছর বয়সী গাভী আদায় করেন আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন।

٢٤٥٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ

بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ‏*

২৪৫৫. মুহাম্মদ ইবনুন মানসুর তূসী (র) - - - - মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমি গরুর সংখ্যা ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কোন যাকাত আদায় না করি । এখন ত্রিশ হয়ে যাবে তখন একটি দুই বছর বয়সী পুরুষ অথবা স্ত্রী বাছুর (এঁড়ে বা বকনা) দিতে হবে। এ হুকুম চল্লিশ পর্যন্ত (ত্রিশের বেশী কিন্তু চল্লিশের কম)। চল্লিশ হয়ে গেলে তাতে একটি তিন বছর বয়সী গাভী ওয়াজিব হবে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٥٦. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلاَفِ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقُرُوْنِ بِقُرُوْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَيُؤَدِّى حَقَّهُ إِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُوْلُ لَهُ هٰذَا كَنْزُكَ الَّذِى كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّلَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ‏*

২৪৫৬. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (রা) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগলের প্রাপ্য আদায় না করবে তাকে কিয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে উত্থিত করা হবে। তাকে ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তুরা ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং শিং বিশিষ্ট জন্তুরা শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সে দিন কোন জন্তু শিং বিহীন বা ভগ্ন শিং বিশিষ্ট থাকবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জন্তুর প্রাপ্য কি? তিনি বললেন, ষাঁড় গরু ধার দেওয়া, ডোল (বালতি) ধার দেওয়া এবং পশুর উপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভার বহন করা ।[১] (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য পশু ধার দেওয়া) আর যে ধনবান ব্যক্তি ধন সম্পদের যাকাত আদায় না করবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধন সম্পদ তার সামনে বিষাক্ত সর্পাকারে উপস্থিত হবে, ঐ ধনবান ব্যক্তি তার থেকে পলায়ন করবে কিন্তু ঐ সর্প তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে এবং বলবে যে, এতো তোমার ধন সম্পদ যা থেকে তুমি ব্যয় করতে না। যখন সে ব্যক্তি দেখবে যে, ঐ সর্পের কাছে যেতেই হবে তখন সে স্বীয় হস্ত ঐ সর্পের মুখে প্রবেশ করিয়ে দেবে আর সর্প তা চিবুতে থাকবে যে রূপ ষাঁড় চিবুতে থাকে।

---

১. প্রশ্নকারীগণ মুস্তাহাব প্রাপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাই মানবিক কারণে যা করণীয় তাই বলেছেন।

بَابٌ زَكَاةُ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাগলের যাকাত

٢٤٥٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِيُّ قَالَ اَنْبَانَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ اَنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فِي خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلَى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلَّا جَذَعَةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلَّا حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلَّا ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلَّا اَرْبَعَةٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ

الْغَنَمِ الاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ الاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَانْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ الاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ الاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৫৭. উবায়দুল্লাহ্ ইবন ফাদালাহ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁকে লিখেছিলেন ঃ এ হলো ফরয যাকাত যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন। তাই যে কোন মুসলমানের কাছে তা নিয়ম মাফিক চাওয়া হবে সে তা দিয়ে দেবে। আর যার কাছে অধিক দাবী করা হবে সে তা আদায় করবে না। উট পঁচিশের কম হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী। পঁচিশ হয়ে গেলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি দুই বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব। দুই বছর বয়সী উটনী না পেলে তিন বছর বয়সী উট দিতে হবে। ছয়ত্রিশ হয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব। ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটে চার বছর বয়সী আরোহণের উপযুক্ত একটি উটনী ওয়াজিব। একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটে একটি পাঁচ বছর বয়সী উটনী দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত হলে তাতে দুটি তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত হলে তাতে আরোহণের উপযুক্ত চার বছর বয়সী দুটি উটনী ওয়াজিব হবে। একশত বিশের অধিক হয়ে গেলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছর বয়সী উটনী এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি চার বছর বয়সী উটনী দিতে হবে। যদি ফরয যাকাত আদায়কালীন উটের বয়সের তারতম্য হয়ে যায় যেমন কারো উপর একটি পাঁচ বছর বয়সী উট ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে পাঁচ বছর বয়সী উট নেই বরং চার বছর বয়সী উট রয়েছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে যদি সম্ভব হয় দুইটি ছাগল অথবা বিশটি দিরহাম দিয়ে দিবে। আর কারো উপর একটি তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হয়ে গেল কিন্তু তার কাছে তিন বছর বয়সী উটনী নেই এবং দুই বছর বয়সী উটনী আছে, তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে যাকাত প্রদানকারী যাকাত উসূলকারীকে যদি সম্ভব হয় দুটি ছাগল অথবা বিশটি দিরহহাম দিয়ে দিবে। আর কারো উপর একটি চার বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হয়ে গেল কিন্তু তার কাছে শুধুমাত্র তিন বছর বয়সী উট রয়েছে তা হলে তার থেকে তাই আদায় করে নেওয়া হবে এবং যাকাত প্রদানকারী যদি সম্ভব হয়, তাহলে তার সাথে দুটি ছাগল কিংবা বিশটি দিরহাম দিয়ে দেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হয়ে গেল কিন্তু তার কাছে শুধু চার বছর বয়সী উটনী রয়েছে তাহলে তার থেকে তাই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দেবে। আর কারো উপর দু' বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে শুধুমাত্র তিন বছর বয়সী উট রয়েছে তাহলে তার থেকে তাই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে আর কিছু দিতে হবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট রয়েছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার মালিক যদি কিছু আদায় করতে ইচ্ছা করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। ছাগলের যাকাত চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল। যদি একশত বিশটির উপর একটি ছাগলও বেশী হয় তবে দু'টি ছাগল ওয়াজিব হবে। যদি

তার থেকে একটি বেশী হয়ে যায় তাহলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি ছাগল দিতে হবে। যদি তার থেকে একটিও বেশী হয়ে যায় তবে প্রতি একশতে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হবে। আর যাকাত আদায়কালে অত্যধিক বৃদ্ধ এবং ত্রুটিযুক্ত ও পাঁঠা ছাগল গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য যাকাত উসূলকারী যদি ভাল মনে করে তবে তা গ্রহণ করতে পারবে। যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত করা যাবে না আর একত্রিত পশুও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। শরীকী মালে যাকাত উভয় মালিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কারো বিচরণকারী ছাগল যদি চল্লিশটির থেকে একটিও কম হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আর রৌপ্যের যাকাত হল চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (প্রতি শতে আড়াই ভাগ) যদি কারো কাছে একশত নব্বইটি দিরহাম থাকে তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে তবে সেটা ভিন্ন কথা।

بَابُ مَانِعُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাগলের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اَعَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ‎*

২৪৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গরু এবং ছাগলের অধিকারী হয়েও যাকাত আদায় না করবে, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত পশু পূর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মোটা আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত এবং স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। যখনই পরেরটা ফিরে যাবে পূর্বেরটা ফিরে আসবে এ রকমই চলতে থাকবে লোকজনের বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيْقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্ন জন্তুসমূহ একত্রিত এবং একত্রিত জন্তুসমূহ বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে

٢٤٥٩. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِى صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ فِى عَهْدِى اَنْ لاَ نَاْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَاَبٰى ‎*

২৪৫৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারিয়্যী (র) - - - - সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে নবী ﷺ-এর যাকাত উসূলকারী আসলে আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। আমি তাঁকে বলতে

শুনলামঃ "আমার অঙ্গীকারের মধ্যে আছে (আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ) আমি যেন দুগ্ধবতী জন্তু না নেই এবং বিচ্ছিন্ন জন্তুসমূহ একত্রিত না করি, একত্রিত জন্তুসমূহকে বিচ্ছিন্ন না করি। (রাবী বলেন) ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি উচু কুঞ্জ বিশিষ্ট একটি উট নিয়ে এসে বলল যে, এটা আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

٢٤٦٠. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا فَاَتٰى رَجُلاً فَاٰتَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنَّ فُلاَنًا اَعْطَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً اَللّٰهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيْهِ وَلاَ فِى اِبِلِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلٰى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِى اِبِلِهِ *

২৪৬০. হারূন ইব্‌ন যায়দ (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ একজন যাকাত উসূলকারীকে পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির কাছে গেলে সে তাকে একটি উটের দুর্বল বাচ্চা দিল। (বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যাকাত উসূলকারীকে পাঠালাম, অথচ অমুক ব্যক্তি তাকে একটি উটের দুর্বল বাচ্চা দিয়ে দিল। হে আল্লাহ; তুমি তাকে এবং তার উটে কোন বরকত দিও না। এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছলে সে একটি উত্তম উটনী নিয়ে আসল এবং বলল ঃ আমি আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল ﷺ-এর কাছে তওবা করছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তুমি তাকে এবং উটের বরকত দান কর।[১]

بَابُ صَلاَةِ الْاِمَامِ عَلٰى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দাতার জন্য ইমামের দোয়া করা

٢٤٦١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ اَخْبَرَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى *

২৪৬১. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যখন সমাজের কেউ যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্; অমুকের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর। (রাবী বলেন) ঃ আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আবূ আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর।

---

১. পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালনার্থে তিনি এ দোয়া করলেন। কেননা আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ 'আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক হবে।

بَابٌ اِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীর সীমালংঘন করা প্রসঙ্গে

٢٤٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِيْنَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيْكَ يَظْلِمُوْنَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ ثُمَّ قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ رَاضٍ *

২৪৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বেদুঈন এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে কোন কোন যাকাত উসূলকারী আসে, যারা সীমালংঘন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নিজ যাকাত উসুলকারীকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল যাকাত উসূলকারী সীমালংঘন করলেও ? রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺবললেন, তোমরা নিজ যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা আবারও বলল, যাকাত উসূলকারী সীমালংঘন করলেও ? রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, তোমরা নিজ যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট রাখবে। জারীর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর কাছে থেকে এবম্বিধ কথা শোনার পর হতে কোন যাকাত উসূলকারী আমার কাছ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়নি।

٢٤٦٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَانَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ *

২৪৬৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে তখন তোমরা তার সাথে এমন ব্যবহার করবে, যাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

بَابٌ اِعْطَاءُ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের মালিকের যাকাত উসূলকারীকে নির্বাচনের সুযোগ না দিয়ে উত্তম মাল দান করা প্রসঙ্গে

٢٤٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ اَسْتَعْمَلَ بْنُ عَلْقَمَةَ اَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يُصَدِّقَهُمْ

فَبَعَثَنِي اَبِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لاٰتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِي بَعَثَنِي اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنَ اَخِي وَاَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِي فَاِنِّي اُحَدِّثُكَ اِنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلٰى بَعِيرٍ فَقَالاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَيَّ فِيهَا قَالاَ شَاةٌ فَاَعْمِدُ اِلٰى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَ هٰذِهِ الشَّافِعُ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَاْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَاَعْمِدُ اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا ٭

২৪৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন আলকামা (র) আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের অবস্থা দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে তাদের থেকে যাকাত উসূল করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমার পিতা আমাকে একটি দলের নিকট পাঠালেন, যাতে আমি তাদের থেকে যাকাত উসূল করে তাঁর কাছে নিয়ে আসি। আমি বের হয়ে গেলাম এবং সা'র নামক একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে আসলাম। আমি তাকে বললাম যে, আমার পিতা আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমরা কিরূপ ছাগল নিয়ে থাক? আমি বললাম যে, আমরা পছন্দ করে উসূল করে থাকি, এমনকি আমরা বকরীর দুধের স্তনও পরীক্ষা করে নেই। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, (শুন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে যখন এই সমস্ত উপত্যকা সমূহের কোন এক উপত্যকায় আমার ছাগল নিয়ে থাকতাম, তখন উটের উপর আরোহণ করে দুইজন লোক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিনিধি। আপনার কাছে এসেছি আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য। তিনি বলেন, আমি বললাম যে, আমার এই সমস্ত ছাগলের জন্য কিরূপ যাকাত ওয়াজিব হবে? তারা বললেন, একটা বকরী (ওয়াজিব হবে)। তখন আমি এমন একটি বকরী দেওয়ার ইচ্ছা করলাম যার সম্পর্কে আমার জানা ছিল যে, সেটা অত্যধিক দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠদেহী। আমি সেটাই তাদেরকে বের করে দিলাম। তারা বললেন যে, এটাতো গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গর্ভবতী বকরী নিতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাদেরকে এমন একটি উত্তম বকরী দিতে মনস্থ করলাম, যা এখনো গর্ভবতী হয়। নিকটে তবে অচিরেই গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তা তাদের সামনে বের করে দিলে তারা বললেন, আমরা এটা গ্রহণ করলাম। আমি তাই তাদেরকে দিয়ে দিলাম। তারা সেটাকে নিজেদের সাথে স্বীয় উটের উপর উঠিয়ে নিলেন এবং প্রস্থান করলেন।

٢٤٦٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

أَبِى سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

২৪৬৫. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ছাফিনা (র) বলেন যে, আলকামা (রা) তাঁর পিতাকে (মুসলিম এর পিতা ছাফিনাকে) স্বীয় গোত্রের যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করে ছিলেন। রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন (কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।)

٢٤٦٦. أَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللّٰهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا *

২৪৬৬. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত আদায় করতে আদেশ করলে তাঁকে বলা হল যে, ইব্‌ন জামীল, খালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত অস্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইব্‌ন জামীল (রা) যাকাত না দিয়ে আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে অস্বীকার করছে। সে একজন দরিদ্র লোক ছিল তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর তোমরা অবিচার করছ। কেননা সে তার ধর্ম এবং অন্যান্য সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তলিব (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচা; তাঁর উপরে তো যাকাত প্রযোজ্য হবেই, বরং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো কিছু তাঁকে দান করতে হবে। (যেহেতু তিনি সম্মানিত ব্যক্তি।)

٢٤٦٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءً *

২৪৬৭. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স্ (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী এ বর্ণনাকে হুবহু পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِى عَنَاقٍ أَوْشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطِى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَا أَخَذْتُهَا *

২৪৬৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) ও মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিলাল সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আপনার তিরোধানের পরে শীঘ্রই আমাকে যাকাতের উট এবং বকরীর জন্য হত্যা করা হবে, (যাকাতের ব্যাপারে আপনার জীবদ্দশায়ই যখন এত কড়াকড়ি, না জানি আপনার তিরোধানের পর কত কড়াকড়ি করা হয়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সেগুলো গরীব মুহাজিরদের মাঝে দান করে দেওয়া না হত, তাহলে সেগুলো আমি গ্রহণই করতাম না।

بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যাকাত

٢٤٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ *

২৪৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হয় না।

٢٤٧٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ فِى مَمْلُوْكِهِ صَدَقَةٌ ●

২৪৭২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابٌ زَكَاةُ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদঃ গোলামের যাকাত

٢٤٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ●

২৪৭৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালমা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِى غُلاَمِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ ●

২৪৭৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابٌ زَكَاةُ الْوَرَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যের যাকাত

٢٤٧٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ●

২৪৭৫. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন[১] যাকাত ওয়াজিব হবে না। পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না আর পাঁচ ওসকের কম মালেও কোন যাকাত ওয়াজিব হয় না।

٢٤٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ ٭

২৪৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসকের কম স্তরে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না; পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং পাঁচটি উটের কম উটেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٧٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاصَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ ٭

২৪৭৭. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, পাঁচ ওসকের কম খেজুরে কোন যাকাত ওয়াজিব হয় না, পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং পাঁচটি উটের কম উটেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِي حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ٭

২৪৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর তূসী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না; পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং পাঁচ ওসকের কম খাদ্য বস্তুতেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

---

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম রৌপ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

১. বাংলাদেশীয় হিসাবে এক ওসক এ প্রায় ৫ মন ২১ সের ৪ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওসক এ ২৭ মন ২৬ সের ৪ ছটাক।

٢٤٧٩. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً *

২৪৭৯. মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আরোহণের ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম। এখন তোমরা স্বীয় মালের প্রত্যেক দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম হারে যাকাত আদায় কর।

٢٤٨٠. أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ *

২৪৮০. হুসাইন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আরোহণের ঘোড়া এবং খেদমতের ক্রীতদাসের যাকাত থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম আর দু'শত দিরহামের কম দিরহামেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ অলংকারের যাকাত

٢٤٨١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ *

২৪৮১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আমর (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়ামানী মহিলা এবং তার কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসল, তার কন্যার হাতে দু'টি পুরু স্বর্ণের কাঁকন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করেছ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দু'টি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দু'টি কাঁকন পরান? রাবী বলেন, তখন সে দুটি কাঁকনই খুলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিয়ে দিল এবং বলল যে, এ দু'টিই আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল ﷺ-এর জন্য।

٢٤٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّثَنِي

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ اَمْرَاَةٌ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ خَالِدٌ اَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ ‌•

২৪৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক মহিলা স্বীয় কন্যা সমেত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আসল, তখন তার কন্যার হাতে দু'টি কাঁকন ছিল। অতঃপর রাবী পূর্ব বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ مَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজ সম্পদের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٨٣. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِى لاَيُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ اَوْ يُطَوِّقُهُ قَالَ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ ‌•

২৪৮৩. ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তার মাল তার কাছে এক বিষধর সর্পাকারে পেশ করা হবে, যার চক্ষুর উপর দু'টি কাল দাগ থাকবে। রাবী বলেন, সে সর্প তাকে পেঁচিয়ে ধরবে অথবা গলায় জড়িয়ে ধরবে। রাবী বলেন, সে সর্প বলতে থাকবে যে, আমি তোমার ধন-সম্পত্তি, আমি তোমার ধন-সম্পত্তি।

٢٤٨٤. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ ‌•

২৪৮৪. ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ধন-সম্পত্তি দান করলেন অথচ সে উহার যাকাত আদায় করল না কিয়ামতের দিন সে ধন-সম্পত্তিগুলো বিষধর সর্পের আকার ধারণ করবে যার চক্ষুর উপর দু'টি কাল দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সে সর্প তার চোয়ালদ্বয়ে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পত্তি, আমি তোমার

ধন-সম্পত্তি। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন [১]ঃ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

بَابُ زَكَاةِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের যাকাত

٢٤٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُمَرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ اَوْتَمْرٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসকের কম শস্যে এবং খেজুরে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গমের যাকাত

٢٤٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلَايَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِىْ اِبِلٍ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ *

২৪৮৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর পাঁচ ওকিয়া না হওয়া পর্যন্ত রৌপ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। পাঁচটি উট না হওয়া পর্যন্ত উটেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ শস্য দানার যাকাত

٢٤٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ

---

১. অনুবাদ ঃ এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৮০)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ٭

২৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত শস্য দানায় এবং খেজুরে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না আর পাঁচটির কম উটে এবং পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

اَلْقَدْرِ الَّذِيْ تَجِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের পরিমাণ

٢٤٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ٭

২৪৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٤٨٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ٭

২৪৮৯. আহমদ ইব্‌ন আবদাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পাঁচ ওকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। এবং পাঁচটির কম উটেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না আর পাঁচ ওসকের কম শস্যেও কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوْجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কোন্ শস্যে উশ্‌র এবং কোন্ কোন্ শস্যে অর্ধ উশ্‌র ওয়াজিব হবে ?

٢٤٩٠. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ٭

২৪৯০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - -সালিমের পিতা (আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে সকল শস্য বৃষ্টির পানি, নদীর পানি এবং ঝরনার পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় অথবা যা মাটির রস দ্বারা উৎপন্ন হয় সেগুলোতে উশ্‌র ১/১০ যাকাত ওয়াজিব হবে আর সিঞ্চন যন্ত্র অথবা প্রাণী দ্বারা সিঞ্চিত পানির সাহায্যে যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন হয় সেগুলোতে অর্ধ উশ্‌র ১/২০ যাকাত ওয়াজিব হবে।

٢٤٩١. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ٭

২৪৯১. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ও আহমদ ইব্‌ন আমর এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বৃষ্টির পানি, নদীর পানি এবং ঝরনার পানি দ্বারা উৎপন্ন শস্যে উশর ১/১০ এবং সিঞ্চিত পানি দ্বারা উৎপন্ন শস্যে অর্ধ উশর ১/২০ যাকাত ওয়াজিব হবে।

٢٤٩٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ ٭

২৪৯২. হান্নাদ ইব্‌নুল সারি (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমি বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপন্ন শস্য থেকে উশর ১/১০ এবং সিঞ্চিত পানি দ্বারা উৎপন্ন শস্য থেকে অর্ধ উশর ১/২০ যাকাত আদায় করি।

كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণকারী কি পরিমাণ ছেড়ে দেবে ?

٢٤٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فَدَعُوا الرُّبُعَ ٭

২৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন নিয়ে নেবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দেবে। আর যদি তোমরা তা না নাও অথবা তিনি বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে না দাও। তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। "যদি তোমরা না নাও।" "যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে না দাও।" এ বাক্য দুটির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনটি বলেছেন শু'বা (র) নিশ্চয়তার সাথে তা বলতে পারেন নি।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ [১]

٢٤٩٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِى الْآيَةِ الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ قَالَ هُوَ الْجُعْرُوْرُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُؤْخَذَ فِى الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ ۞

২৪৯৪. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তা হল জারুর এবং হুবায়ক নামক দু' প্রকার নিম্নমানের খেজুর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত আদায়কালে নিকৃষ্ট দ্রব্য উসূল করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٩٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ غَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْ هٰذَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۞

২৪৯৫. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলেন। তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি এক ছড়া নিকৃষ্ট খেজুর লটকিয়ে রেখেছিল (দান করার জন্য) তিনি লাঠি দ্বারা তাতে খোঁচা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, যদি এ সাদাকার মালিক ইচ্ছা করত তা হলে এরচেয়ে উত্তম খেজুর সাদাকা আদায় করতে পারত। এ সাদাকার মালিক কিয়ামতের দিন এরকম নিকৃষ্ট খেজুরই খাবে।

---

১. এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না।

بَابُ الْمَعْدَنُ

অনুচ্ছেদ ঃ খনিজ দ্রব্যের যাকাত প্রসঙ্গে

٢٤٩٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِي طَرِيْقٍ مَأْتِيٍّ أَوْفِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ وَمَالَمْ يَكُنْ فِي طَرِيْقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَفِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ *

২৪৯৬. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, যা যাতায়াতের রাস্তা এবং জনঅধ্যুষিত গ্রামে কুড়িয়ে পাবে এক বৎসর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে, যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে তাকে তা দিয়ে দেবে। অন্যথায় তা তোমার অধিকারে এসে যাবে। আর পরিত্যক্ত রাস্তা এবং জনবসতিশূন্য গ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া দ্রব্যে এবং খনিজ দ্রব্যে এক পঞ্চমাংশ যাকাত আদায় করবে।

٢٤٩٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ *

২৪৯৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতজনিত মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ নেই। কূয়ায় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। আর খনিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেও তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।

٢٤٩٨. أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

২৪৯৮. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٤٩٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

ﷺ قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ *

২৪৯৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। কূয়ায় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই, খনিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।

٢٥٠٠. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ *

২৫০০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কূয়াতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই, চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই, খনিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই আর খনিজ দ্রব্যে এক পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।

بَابٌ زَكَاةُ النَّحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মধুর যাকাত

٢٥٠١. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ أَدَّى إِلَى مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذٰلِكَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ *

২৫০১. মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে স্বীয় মধুর উশর $\frac{1}{10}$ অংশ নিয়ে আসলেন এবং "সালাবাহ্" নামক ময়দান তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিলেন। যখন উমর (রা) খলীফা হলেন, তখন সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াহাব উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে লিখে পাঠালেন। উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) (উত্তরে) লিখলেন যে, যদি সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মধুর যে উশর $\frac{1}{10}$ আদায় করত তা যদি তোমার কাছেও আদায় করে তাহলে "সালাবাহ্" তার তত্ত্বাবধানেই রেখে দাও। অন্যথায় সেগুলো তো ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধু মক্ষিকা। যার ইচ্ছা সেই (ঐ মধু মক্ষিকার আহরিত মধু) খেতে পারবে।

بَابٌ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٠٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهٖ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০২. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর রমযানের ফিতরা ওয়াজিব করেছেন। এক "সা" করে খেজুর এবং এক "সা" করে যব।[১] পরে লোকজন তা অর্ধ "সা" গমের দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।[২]

بَابٌ فَرْضُ زَكَاةُ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামদের উপর রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

٢٥٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ اِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর বা এক "সা" করে যব ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা তা অর্ধ "সা" গম দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيْرِ

ছোটদের উপর রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

٢٥٠٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ *

২৫০৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।

---

১. দু'শত সত্তর তোলা।
২. গম, যব ও খেজুরের মূল্য বিবেচনা করে আলিমগণ গমের ক্ষেত্রে অর্ধেক সা নির্ধারণ করেছেন।

فَرَضُ زَكَاةُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ

ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, যিম্মিদের উপর নয়, এ প্রসঙ্গে

٢٥٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

২৫০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উপর রমযান মাসের সাদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব করেছেন। এক এক "সা" করে খেজুর অথবা এক এক "সা" করে যব, প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর।

٢٥٠٦. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ *

২৫০৬. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন। এবং এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তা যেন লোকজন সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয়।

كَمْ فُرِضَ

সাদাকায়ে ফিত্‌র কি পরিমাণ ওয়াজিব ?

٢٥٠٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ *

২৫০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলামের উপর (গোলামের মালিকের উপর) এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব সাদাকায়ে ফিত্‌র স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।

بَابُ فَرْضُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُوْلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٠٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ *

২৫০৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (রা) - - - - কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশুরার দিন সাওম পালন করতাম এবং সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করতাম। অতঃপর রমযানের সাওম পালন করার এবং যাকাত আদায় করার বিধান অবতীর্ণ হলে আমাদেরকে আর পূর্বের সেগুলো আদায় করার নির্দেশও দেওয়া হত না এবং বারণও করা হত না। তবুও আমরা সেগুলোও পালন করতাম।

٢٥٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ عَمَّارٍ اسْمُهُ عَرِيْبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلَ يُكْنَى أَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِي إِسْنَادِهِ وَالْحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ *

২৫০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) - - - - কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দিতেন না আর বারণও করতেন না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।

مَكِيْلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ

٢٥١٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِي أٰخِرِ الشَّهْرِ أَخْرِجُوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا فَعَلِّمُوْا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّ هٰذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْنِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَامُوْا خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ *

২৫১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (রা) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বসরার আমীর থাকাকালীন রমযান মাসের সমাপ্তি লগ্নে বলেছিলেন, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করে দাও, তখন তাঁরা একে অপরের পানে তাকাতাকি করতে লাগলেন। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কারা কারা আছ ? তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের সাথীদেরকে শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, এ সাদাকায়ে ফিত্‌র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক "সা" করে যব অথবা খেজুর অথবা অর্ধ "সা" করে গম ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তখনি তাঁরা তা আদায় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

٢٥١١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ سُلْتٍ *

২৫১১. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার সাদাকায়ে ফিত্‌র এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে বলা হল যে, তার পরিমাণ হল, এক এক "সা" করে গম, খেজুর, যব অথবা সুল্‌ত (এক প্রকার যব)।

٢٥١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ يَعْنِي مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَثْبَتُ الثَّلاَثَةِ *

২৫১২. কুতায়বা (রা) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে তোমাদের মিম্বার অর্থাৎ বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, সাদাকায়ে ফিত্‌রের পরিমাণ হল এক "সা" করে খাদ্য দ্রব্য।

بَابُ التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকায়ে ফিতরে খেজুর প্রদান প্রসঙ্গে

٢٥١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي سَرْحٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ *

২৫১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক "সা" করে যব খেজুর অথবা পনির সাদাকায়ে ফিত্‌র স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।

اَلزَّبِيْبُ

শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ)

٢٥١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ *

২৫১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে অবস্থানকালীন আমরা এক "সা" করে খাদ্য যব, খেজুর, শুষ্ক আঙ্গুর অথবা পনির সাদাকায়ে ফিত্‌র স্বরূপ আদায় করতাম।

٢٥١٥. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ *

২৫১৫. হান্নাদ ইব্‌নুস্ সারি (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে অবস্থানকালীন আমরা এক "সা" করে খাদ্য, খেজুর, যব অথবা পনির সাদাকায়ে ফিতর স্বরূপ আদায় করতাম। মুআবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আমরা এ পরিমাণেই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতে লাগলেন যে, সিরিয়ার দু'মুদ গম আমাদের দেশীয় এক "সা" র সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়। রাবী বলেন, অতঃপর লোকজন এর উপরেই আমল করতে শুরু করে দিল।

اَلدَّقِيْقُ

আটা দ্বারা সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ *

২৫১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মান্সূর (রা) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এক "সা" করে খেজুর, যব, শুষ্ক আঙ্গুর, আটা, পনির অথবা সুল্ত সাদাকায়ে ফিত্র স্বরূপ আদায় করতাম।

اَلْحِنْطَةُ

গম দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعًا بُرٍّ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيٌّ اَمَّا اِذَا اَوْسَعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا اَعْطُوْا صَاعًا مِنْ بُرٍّ اَوْ غَيْرِهِ *

২৫১৭. আলী ইব্ন হুজ্র (রা) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বসরায় খুতবা দানকালীন বললেন যে, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিত্র আদায় কর, তখন লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছ ? তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে কাছে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলার উপর অর্ধ "সা" করে গম অথবা এক "সা" করে খেজুর বা যব সাদাকায়ে ফিত্র স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন। হাসান (রা) বলেন, আলী (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেন তাহলে তোমরাও স্বচ্ছলভাবে দান কর এবং এক "সা" করে গম অথবা অন্যান্য বস্তু আদায় করতে থাক।

اَلسُّلْتُ

সুল্ত দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٨. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْتَمْرٍ اَوْسُلْتٍ اَوْزَبِيْبٍ *

২৫১৮. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে লোকজন এক "সা" করে যব, খেজুর, সুল্ত অথবা কিশমিশ সাদাকায়ে ফিতর স্বরূপ আদায় করত।

اَلشَّعِيْرُ

যব দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْزَبِيْبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ *

২৫১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা এক "সা" করে যব, খেজুর, কিশমিশ অথবা পনির সাদাকায়ে ফিত্‌র স্বরূপ আদায় করতাম। আমরা এ পরিমাণেই আদায় করছিলাম। মুআবিয়া (রা)-এর যুগ আসলে তিনি বললেন যে, সিরিয়ার দু'-মুদ গম এক "সা" যবের সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়।

اَلْأَقِطُ

পনির দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥٢٠. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ أَقِطٍ لَانُخْرِجُ غَيْرَهُ *

২৫২০. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা এক "সা" করে খেজুর, যব অথবা পনির সাদাকায়ে ফিতর স্বরূপ আদায় করতাম। অন্য কোন কিছু আমরা আদায় করতাম না।

كَمِ الصَّاعُ

"সা"-এর পরিমাণ কত?

٢٥٢١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنِيْهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ *

২৫২১. আমর ইব্‌ন যুরারাহ্ (র) - - - - সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর যুগে এক "সা" -এর পরিমাণ ছিল বর্তমান কালের এক মুদ এবং এক মুদের এক তৃতীয়াংশ। পরে তাতে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

٢٥٢٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ *

২৫২২. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, গ্রহণযোগ্য মাপ হল মদীনাবাসীদের মাপ এবং ওযনের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের ওযনই ধর্তব্য।

بَابُ اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يُسْتَحَبُّ اَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম সময় প্রসঙ্গে

٢٥٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى ح قَالَ وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَزِيْعٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ *

২৫২৩. মুহাম্মদ ইব্ন মা'দান এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন ঈদগাহের দিকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যেন উহা আদায় করে দেওয়া হয়।

اِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ

এক এলাকার সাদাকায়ে ফিতর অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া

٢٥٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُوْضَعُ فِىْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ *

২৫২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন যে, তুমি গ্রন্থধারী (ইয়াহূদ ও খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল"-এর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে, যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর প্রত্যেক দিবা রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এতে যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর নিজ নিজ মালের যাকাত ফরয করেছেন যা স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে নিয়ে তাদের অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তাহলে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর অত্যাচারিতদের বদ দু'আকে ভয় করবে, কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাদের দু'আর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।

بَابُ اِذَا اَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لَايَشْعُرُ

অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতসারে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সাদাকায়ে ফিতর দিয়ে দেওয়া

٢٥٢٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَاُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ اَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ اَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫২৫. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, একবার এক ব্যক্তি (বনী ইসরাঈল-এর এক ব্যক্তি) শপথ করল যে, আমি অবশ্যই কিছু সাদাকা করব এবং সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সেগুলো এক চোরের হাতে দিয়ে দিল। প্রত্যুষেই লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন চোরকে সাদাকা দেওয়া হয়েছে। সাদাকা দাতা বলল, ইয়া আল্লাহ্ ! তোমার

শোকর যে, আমি একজন চোরকে সাদাকা দিতে পেরেছি। আমি অবশ্যই আবারো সাদাকা করব এবং সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সেগুলো এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে দিল। প্রত্যুষেই লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, গত রাত্রে একজন ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেওয়া হয়েছে। সাদাকা দাতা বলল যে, ইয়া আল্লাহ! তোমার শোকর যে, একজন ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দিতে পেরেছি। আমি অবশ্যই আবারো সাদাকা করব এবং সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সেগুলো এক স্বচ্ছল ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিল। প্রত্যুষেই লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সাদাকা দেওয়া হয়েছে। সাদাকা দাতা বলল, ইয়া আল্লাহ! তোমার শোকর যে, একজন আমি চোর, একজন ব্যভিচারিণী এবং একজন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সাদাকা দিতে পেরেছি। তাকে স্বপ্নে দেখানো হল যে, তোমার সাদাকা কবূল করে নেওয়া হয়েছে। ব্যভিচারিণী ! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকবে, চোর! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা চৌর্যবৃত্তি হতে নিবৃত্ত থাকবে, আর স্বচ্ছল ব্যক্তি ! সে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সম্পত্তি থেকে দান করবে।

بَابُ الصَّدَقَةُ مِنْ غُلُوْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ খিয়ানতের মাল থেকে সাদাকা করা

٢٥٢٦ـ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاَنْبَانَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِطُهُوْرٍ وَلاَصَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ *

২৫২৬. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) - - - - আবুল মলীহ (র)-এর পিতা উসামাহ ইবন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং খিয়ানতের মাল থেকেও সাদাকা কবূল করেন না।

٢٥٢٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِى كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ *

২৫২৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ হালাল মাল থেকে দান না করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দান কবূল করেন না। হালাল মাল থেকে কৃত দান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ডান হাতে কবূল করেন যদিও তা একটি খেজুরই হোক না কেন এবং সে দান আল্লাহ্

তাআলার তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড় থেকেও বিরাট আকার ধারণ করে থাকে। যেরূ তোমাদের কেউ কেউ স্বীয় ঘোড়ার শাবকের বা উটের শাবকের লালন-পালন করে থাক।

جَهْدُ الْمُقِلِّ

স্বল্প সম্পদের অধিকারীর সাধ্যানুযায়ী দান প্রসঙ্গে

٢٥٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ نْ عَلِيٍّ الْاَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ عْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لاَغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ وْلُ الْقُنُوْتِ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ هُ عَزَّوَجَلَّ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ نْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ *

২৫২৮. আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুব্‌শী খাছ্‌'আমি (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি! তিনি বললেন, সংশয়মুক্ত ঈমা খিয়ানত বিহীন জিহাদ, পাপমুক্ত হজ্জ। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সালাত কোন্‌টি? তিনি বললে দীর্ঘ কিরাআত বিশিষ্ট সালাত, জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি? তিনি বললেন, গরীবে দান। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজস থেকে বিরত থাকা। প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি? তিনি বললেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে নি জানমাল নিয়ে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সম্মানজনক নিহত হওয়া কোন্‌টি? তিনি বললেন, য রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব করেছে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।)

٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِى يْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ دَّقَ بِاَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ اِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَاَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫২৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেছে। সাহাবীগণ বললেন যে, এটা কিভাবে? তি বললেন, এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দুইটি দিরহাম ছিল সেখান থেকে সে একটি দান করে দিল, আর এক ব্য অগণিত ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল।

তাআলার তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড় থেকেও বিরাট আকার ধারণ করে থাকে। যেরূপ তোমাদের কেউ কেউ স্বীয় ঘোড়ার শাবকের বা উটের শাবকের লালন-পালন করে থাক।

جَهْدُ الْمُقِلِّ

স্বল্প সম্পদের অধিকারীর সাধ্যানুযায়ী দান প্রসঙ্গে

٢٥٢٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لاَغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ ٭

২৫২৮. আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুব্শী খাছ্'আমি (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি ! তিনি বললেন, সংশয়মুক্ত ঈমান, খিয়ানত বিহীন জিহাদ, পাপমুক্ত হজ্জ। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সালাত কোন্‌টি ? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিরাআত বিশিষ্ট সালাত, জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি ? তিনি বললেন, গরীবের দান। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকা। প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজ জানমাল নিয়ে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সম্মানজনক নিহত হওয়া কোন্‌টি ? তিনি বললেন, যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।)

٢٥٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِاَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ اِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَاَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا ٭

২৫২৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেছে। সাহাবীগণ বললেন যে, এটা কিভাবে ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দুইটি দিরহাম ছিল সেখান থেকে সে একটি দান করে দিল, আর এক ব্যক্তি অগণিত ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল।

٢٥٣٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম এর উপর প্রাধান্য নিয়ে গেছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দু'টি দিরহামই রয়েছে সেখান থেকে সে একটি দিরহাম নিল এবং সাদাকা করে দিল, আর এক ব্যক্তির অগণিত মাল রয়েছে, সেখান থেকে সে এক লক্ষ দিরহাম নিল এবং দান করে দিল।

٢٥٣١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ مَاكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ *

২৫৩১. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ দিতেন কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিল যার কাছে সাদাকা করার মত কিছুই ছিল না। অগত্যা সে বাজারে যেত এবং বোঝা বহন করত এবং এক মুদ নিয়ে এসে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত। আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যে আজ লক্ষ দিরহামের মালিক অথচ সে দিন তার কাছে এক দিরহামও ছিল না।

٢٥٣٢. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ *

২৫৩২. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদেরকে সাদাকা করতে নির্দেশ দিলেন আবূ আকীল অর্ধ "সা" সাদাকা করলেন আর অন্যান্য লোকেরা প্রচুর মাল-সামান নিয়ে আসল। তখন মুনাফিকরা বলল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত সাদাকার

মুখাপেক্ষী নন। অথচ এ সমস্ত অন্যান্য লোকেরা লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে সাদাকা করেছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ –

অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না।

اَلْيَدُ الْعُلْيَا

উপরের হাত (দাতার হাত)

٢٥٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدٌ وَعُرْوَةُ سَمِعَا حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِي ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِي ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى *

২৫৩৩. কুতায়বা (র) ---- হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একবার সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আবার সাহায্য চাইলে আবারও আমাকে সাহায্য করলেন। পুনরায় সাহায্য চাইলে তিনি সাহায্য করলেন এবং বললেন যে, এ সমস্ত ধন-সম্পদ খুবই মনোমুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক। তাই যে ব্যক্তি সেগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে সেগুলোতে তার জন্য বরকত দেওয়া হবে, আর যে ব্যক্তি সেগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করবে তার জন্য সেগুলোতে বরকত দেওয়া হবে না। আর সে ব্যক্তি তার মত যে আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না, আর উপরের হাত সর্বদা নীচের হাত থেকে উত্তম।

بَابٌ اَيَّتُهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟

অনুচ্ছেদ ঃ উপরের হাত কোন্‌টি ?

٢٥٣٤. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ ابْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ مُخْتَصَرٌ *

২৫৩৪. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র) ---- তারিকুল মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা

একবার মদীনা শরীফে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ দাতার হাত হল উপরের হাত। আর দান করা শুরু করবে স্বীয় পোষ্যদের থেকে– তোমার আম্মা, আব্বা, ভাই-বোন, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়, নিকটাত্মীয় । (সংক্ষিপ্ত)

اَلْيَدُ السُّفْلَى

নিম্নের হাত (গ্রহীতার হাত)

٢٥٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ ٭

২৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকা এবং কারো কাছে কিছু না চাওয়ার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দাতার হাত আর নীচের হাত হল গ্রহীতার হাত।

اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস দান করা

٢٥٣٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ٭

২৫৩৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দান হল নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সাদাকা করা। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম, নিজ পোষ্য থেকে দান করা শুরু করবে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

٢٥٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِى دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ

عِنْدِى أخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى أخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ *

২৫৩৭. আমর ইব্‌ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদাকা করতে থাকো, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে শুধুমাত্র একটি দীনার আছে, তিনি বললেন, তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে অন্য আর একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমি তা নিজ স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর, সে বলল, আমার কাছে অন্য আর একটি দীনার আছে, তিনি বললেন তুমি তা নিজ সন্তানের জন্য ব্যয় কর, সে বলল, আমার কাছে অন্য আর একটি দীনার আছে, তিনি বললেন, তুমি তা নিজ খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে অন্য আর একটি দীনার আছে, তিনি বললেন, সে ব্যাপারে তুমিই অধিক বিবেচনাকারী।

بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করলে তা কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ?

٢٥٣٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطُنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَانْتَهَرَهُ *

২৫৩৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুমার দিনে মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। তারপর সে দ্বিতীয় জুমাতেও আসল, তখনও নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও, তৃতীয় জুমাতেও সে আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও। এরপর বললেন, তোমরা সাদাকা কর, তোমরা সাদাকা কর, এবং তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন, আবার বললেন, তোমরা সাদাকা কর, তখন সে তার কাপড়ের একটি সাদাকা করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে দেখেছো ? সে ছিন্ন বস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, তখন আমি আশা করেছিলাম যে, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু সাদাকা করবে। কিন্তু তোমরা তা করলে না। তখন আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর। তখন তোমরা সাদাকা করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম, অতঃপর আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর, তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি সাদাকা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি নিজ কাপড় নিয়ে নাও এবং পুনরায় আর কখনো এ রকম সাদাকা করবে না।

صَدَقَةُ الْعَبْدِ

গোলামের সাদাকা করা প্রসঙ্গে

٢٥٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِي مَوْلاَيَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلاَيَ فَضَرَبَنِي فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى بِغَيْرِ اَمْرِي قَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا *

২৫৩৯. কুতায়বা (র) ---- আবুল্লাহম (রা) -এর গোলাম উমায়র (রা) বলেছেন যে, আমাকে আমার মুনিব গোশত কাটতে বললেন, তখন একজন মিসকীন আসলে আমি তাকে সেখান থেকে কিছু খাওয়ার জন্য দিলাম, আমার মুনিব ইহা জেনে গেলে তিনি আমাকে প্রহার করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলে তিনি তাকে ডাকালেন এবং বললেন যে, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? তিনি বললেন, যেহেতু সে আমার আহার্য সামগ্রী আমার অনুমতি ছাড়া খাওয়ায়ে ফেলেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সওয়াব তো তোমরা উভয়েই পাবে।

٢٥٤٠. اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قِيْلَ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ *

২৫৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদাকা করা কর্তব্য। প্রশ্ন করা হল যে, যার সাদাকা করার সামর্থ্য নেই তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন, সে নিজের হাতে কাজ করবে এবং তার দ্বারা সে নিজেও উপকৃত হবে এবং কিছু সাদাকা করবে। প্রশ্ন করা হল যে, কারো সে সামর্থ্যও না থাকলে তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন, তাহলে সে উৎপীড়িত এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, সে যদি তাও সামর্থ্য না রাখে ? তিনি বললেন, তাহলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে। প্রশ্ন করা হল যে, কারো সে সামর্থ্যও না থাকলে তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন, তাহ্‌লে সে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেটাই তার জন্য সাদাকা স্বরূপ হবে।

صَدَقَةُ الْمَرْاَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

স্বামীর ঘরের সম্পদ থেকে স্ত্রীর সাদাকা করা

٢٥٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا اَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ اَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ *

২৫৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ স্ত্রী স্বামীর গৃহের (সম্পদ) থেকে সাদাকা করলে স্ত্রীর জন্যও সওয়াব হবে এবং স্বামীর জন্যও অনুরূপ সওয়াব হবে। এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। এদের মধ্যে কারো সওয়াব হ্রাস পাবে না। স্বামীর সওয়াব হবে সম্পদ অর্জন করার কারণে এবং স্ত্রীর সওয়াব হবে সাদাকা করার কারণে।

عَطِيَّةُ الْمَرْاَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা

٢٥٤٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ فِى خُطْبَتِهِ لاَيَجُوْزُ لِامْرَاَةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا * مُخْتَصَرٌ *

২৫৪২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে দান করা বৈধ নয়।[১] (সংক্ষিপ্ত)

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

সাদাকা করার ফযীলত

٢٥٤٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ اَيَّتُنَا بِكَ اَسْرَعُ لُحُوْقًا فَقَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوْقًا فَكَانَتْ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ *

---

১. দান করার ব্যাপারে স্বামীর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকিলে স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে। বেশী দানের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হবে। পূর্ব অনুমতি থাকলে, স্বামী দানশীল হলে বারবার অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না।

২৫৪৩. আবূ দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ এর সহধর্মিণীগণ একবার তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে বললেন ঃ আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে মিলিত হবে? (মৃত্যুবরণ করবে ?) তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ। তখন আমার একটি কঞ্চি নিয়ে সবার হাত মাপতে লাগলাম (আমরা ধারণা করলাম) সাওদা (রা) সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হবেন, যেহেতু তাঁর হাত সর্বাধিক দীর্ঘ ছিল। "যার হাত দীর্ঘ" এর অর্থ ছিল যে অত্যধিক সাদাকা করে।

بَابٌ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম সাদাকা কোন্‌টি ?

٢٥٤٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ *

২৫৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি ? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন সুস্থ থাক, মালের প্রতি তোমার লোভ থাকে, অনেক দিন বেঁচে থাকার আশা কর এবং দারিদ্রকে ভয় কর তখন তোমার সাদাকা করা (সর্বোত্তম সাদাকা)

٢٥٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ اَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُولُ *

২৫৪৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) বর্ণনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাদাকা হল; যা স্বচ্ছল অবস্থায় সাদাকা করা হয়। আর উপরের হাত নিম্নের হাত থেকে শ্রেয়। তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে সাদাকা শুরু করবে।

٢٥٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُولُ *

২৫৪৬. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম সাদাকা হল ; যা স্বচ্ছল অবস্থায় সাদাকা করা হয়। আর তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে সাদাকা শুরু করবে।

٢٥٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً *

২৫৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবূ মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য সওয়াবের নিয়্যতে খরচ করলে তা তার জন্য সাদাকারূপে গণ্য হবে।

٢٥٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ وَلَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَاْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ اَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

২৫৪৮. কুতায়বা (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উযরা গোত্রের এক ব্যক্তি নিজের এক গোলামকে বলল যে, সে তার মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যাবে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি এ গোলাম ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি আছে ঃ গোলামকে আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে ? তাকে নুআয়ম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আদাবী (রা) আটশত দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি নিজের থেকে শুরু কর (অর্থাৎ) নিজের জন্য খরচ কর। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। তারপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ কর। তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা এরকম এরকমভাবে খরচ করবে এবং স্বীয় ডান হস্ত এবং বাম হস্ত দ্বারা ইশারা করলেন।

صَدَقَةُ الْبَخِيْلِ

কৃপণের সাদাকা করা

٢٥٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ اَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى

تَرَاقِيْهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَا أَثَرَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيْلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ *

২৫৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দানশীল এবং কৃপণের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যারা বক্ষ থেকে অবশ্য গলার হাঁসুলী পর্যন্ত লম্বা দুটি লোহার বর্ম বা জুব্বা পরিধান করেছে। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুব্বা বলেছেন না লোহার বর্ম বলেছেন রাবী তা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নাই) দানশীল ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় অথবা লম্বা হয়ে যায়। (এখানেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্প্রসারিত হয়ে যায় বলেছেন, না লম্বা হয়ে যায় বলেছেন রাবী সেটা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নাই।) সম্প্রসারিত হয়ে তার আঙ্গুল ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মটি আরো ছোট হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কড়া নিজ নিজ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাকে তার হাঁসুলী অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়।[১]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি তা সম্প্রসারিত করতে দেখেছি। কিন্তু তা সম্প্রসারিত হচ্ছিল না। তাউস (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর ব্যাপারে শুনেছি যে, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা সম্প্রসারিত হয়নি।

٢٥٥٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيْهِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ *

২৫৫০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কৃপণ এবং দানশীল ব্যক্তি এমন দু'জন ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। যার দরুণ তাদের উভয়ের হাত গলার হাঁসুলীর সাথে লেগে রয়েছে। যখন দানশীল ব্যক্তি কোন কিছু দান করতে চায় তখন তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং তার পদচিহ্নকে মুছে ফেলে। আর কৃপণ যখন কোন কিছু দান করতে

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার মন বড় হয়ে যায়, সে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে। কৃপণ ব্যক্তির মনে যদি কখনও দান করার ধারণা আসেও তখন তার মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়, দানের প্রবৃত্তি জন্মে না। হাত যেন ছোট হয়ে যায়, দানের স্পৃহা হয় না।

ইচ্ছা করে তখন প্রত্যেক কড়া নিজ নিজ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং হাতকে তার গলার হাঁসুলীর সাথে মিলিয়ে দেয়। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সে তা সম্প্রসারিত করতে চায় কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না।

بَابُ الْاِحْصَاءِ فِى الصَّدَقَةِ

হিসাব করে সাদাকা করা প্রসঙ্গে

٢٥٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسًا وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْنَا رَجُلًا اِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَاذِنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ لَهُ بِشَىْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تُرِيْدِيْنَ اَنْ لَايَدْخُلَ بَيْتَكِ شَىْءٌ وَلَا يَخْرُجَ اِلَّا بِعِلْمِكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَهْلًا يَاعَائِشَةُ لَاتُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ---- আবূ উসামা ইব্ন সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসারসহ মসজিদে বসা ছিলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে একজন লোককে অনুমতি নেওয়ার জন্য পাঠালাম। অতঃপর তাঁর খেদমতে আমরা উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন যে, একবার আমার কাছে একজন ভিক্ষুক আসল তখন আমার কাছে নবী ﷺ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। অতঃপর তাঁকে ডেকে দেখলাম তিনি কি দিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার বিনা অনুমতিতে কোন কিছু প্রবেশ করুক এবং কোন কিছু বেরও না হোক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আয়েশা, তুমি কখনও এরূপ করো না; তুমি কখনও হিসাব করে খরচ করবে না; নয়তো আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে করে দেবেন।

٢٥٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا لَا تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) ---- আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন: তুমি হিসাব করে খরচ (দান) করবে না নতুবা আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

٢٥٥٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِى

شَيْءٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ اَرْضَخِي مَااسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوكِي فَيُوكِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫৩. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে তো আমার স্বামী জুবায়র (রা)-এর দেওয়া বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু নেই। অতএব তার দেয় বস্তু থেকে আমি কি কিছু দান করতে পারব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যা সম্ভব দান করবে এবং হিসাব করবে না ; নয়তো আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে করে দেবেন।

اَلْقَلِيْلُ فِي الصَّدَقَةِ

সামান্য দান করা

٢٥٥٤. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُحِلِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ *

২৫৫৪. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ (নিজেদের রক্ষা কর) যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। (সামান্য বস্তু সাদাকা করতে পারলেও তা কর।)

٢٥٥٥. اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ عَمْرَوبْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ اَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ *

২৫৫৫. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের আগুনের আলোচনা করলেন ও তিনি স্বীয় চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন (এভাবে ফিরালেন যেন তিনি জাহান্নামকে সম্মুখে দেখছিলেন।) অতঃপর জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ্ চাইলেন। শু'বা (র) বলেন ঃ তিনবার তিনি এরূপ করেছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। তাও যদি না পাও তাহলে অন্তত উত্তম কথা দ্বারা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো)।

بَابُ اَلتَّحْرِيْضُ عَلَى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٢٥٥٦. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَعَوْنُ ابْنُ اَبِي

جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةٌ حُفَاةٌ مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالاً فَاَذَّنَ فَاَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا *

২৫৫৬. আযহার ইব্‌ন জামীল (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একবার দুপুর বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে বসা ছিলাম এমতাবস্থায় কিছু নগ্নদেহী এবং নগ্নপদী লোক তলোয়ার (কাঁধে) লটকানো অবস্থায় আমাদের কাছে আসল। তাদের অধিকাংশ বরং সবাই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের অনাহারে থাকার অবস্থা দর্শনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ রূপ ধারণ করল। তিনি বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামাআতে সালাত আদায় করে খুতবা দিলেন এবং বললেন ঃ

يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ـ

অর্থ ঃ হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন ; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভাবিয়ে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে। (সূরা ঃ ৪ নিসা, পারাঃ ৪)

প্রত্যেকে নিজ নিজ দীনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা' গম, হতে এবং এক সা' খেজুর হতেও দান কর বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও দান কর। তখন একজন আনসারী সাহাবী একটি থলি নিয়ে আসলেন যেন তাঁর হাত তা বহন করতে অপারগ হয়ে যেতে ছিল বরং অপারগ হয়েই গিয়েছিল। অতঃপর অন্যান্য লোকজনও তার অনুসরণ করল। আমি সেখানে কাপড় এবং খাদ্যের দু'টো স্তূপ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল ও তাঁকে প্রফুল্ল দেখতে পেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করবে সে তার সওয়াব তো পাবেই উপরন্তু আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে। অথচ আমলকারীদের সওয়াব এর পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন খারাপ প্রথা প্রচলন করবে তার জন্য তার গুনাহ্ তো রয়েছেই উপরন্তু খারাপ প্রথার আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ্ও তার জন্য রয়েছে। অবশ্য তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। (সূরা ঃ ৫৯ হাশ্‌র, পারাঃ ২৮)

٢٥٥٧. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول تصدقوا فانه سياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالامس قبلتها فاما اليوم فلا *

২৫৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হারিছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কেহ সাদাকা নিয়ে তা দেওয়ার জন্য ঘুরতে থাকবে এবং যাকে দিবে সে বলবে, তুমি যদি এগুলো গতকাল আনতে তাহলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ তো আমার এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

الشفاعة في الصدقة

সাদাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা

٢٥٥٨. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال اخبرني ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى عن النبي ﷺ قال اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء *

২৫৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (তোমরা সুপারিশ করার জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে।) আল্লাহ্ তাঁর নবীর কথার মধ্যে যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করেন।

٢٥٥٩. اخبرنا هرون بن سعيد قال انبانا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن اخيه عن معاوية بن ابي سفيان ان رسول الله ﷺ قال ان الرجل ليسالني الشيء فامنعه حتى تشفعوا فيه فتوجروا وان

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُشْفَعُوْا تُؤْجَرُوا *

২৫৫৯. হারুন ইব্‌ন সাঈদ (র)- - - - মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে নিষেধ করে দেই যাতে তোমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ কর এবং তোমরা সওয়াব পাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন, তোমরা সুপারিশ কর তাহলে তোমরাও সওয়াব পাবে।

اَلْاِخْتِيَالُ فِى الصَّدَقَةِ

সাদাকায় বীরত্ব প্রকাশ করা প্রসঙ্গে

٢٥٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحٰرِثِ التَّيْمِىُّ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الْغَيْرَةُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِى يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ رِيْبَةٍ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِى يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِى يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلَاءُ فِى الْبَاطِلِ *

২৫৬০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন কিছু আত্মসম্মানবোধ আছে যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন, আবার এমনও কিছু আত্মসম্মানবোধ আছে যা আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। অনুরূপ এমন কিছু বীরত্ব আছে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং এমনও কিছু বীরত্ব আছে যা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হল সন্দেহ ও বদনামের স্থানের আত্মসম্মানবোধ। আর আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় আত্মসম্মান বোধ হল সন্দেহ ও বদনামের স্থান ব্যতীত অন্যস্থানের সম্মানবোধ। আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় বীরত্ব হল জিহাদের সময় এবং দান করার সময় বীরত্ব করা। আর আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় বীরত্ব হল অন্যায় কার্যে বীরত্ব করা।[১]

٢٥٦١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوْا فِى غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ *

---

১. হাদিসটির মর্ম হলঃ ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কার্যে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে শরীয়ত অনুমোদিত কার্যাবলীতে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন, অনুরূপভাবে বীরত্বের সাথে জিহাদ করা এবং সাদাকা দেওয়ার সময় ধন সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে বীরত্বের সাথে দান করা আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে বীরত্ব প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট অপছন্দীয়।

২৫৬১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গর্ব ও অপব্যয় না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।

بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতিতে দান করলে রক্ষণাবেক্ষণকারীর সওয়াব প্রসঙ্গে

٢٥٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ *

২৫৬২. আবদুল্লাহ্ ইবনুল হায়ছাম (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য ঐ দেয়াল সমতুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। তিনি আরো বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত রক্ষণাবেক্ষণকারী যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে সেও দু'জন দানকারীর একজন।

بَابُ الْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে দানকারী

٢٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ
كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ *

২৫৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দাতার ন্যায় আর নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দাতার ন্যায়।

الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

দানকৃত বস্তুর খোঁটা (গঞ্জনা) দেওয়া

٢٥٦٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى *

২৫৬৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সালিম-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়্যূছ (নিজ স্ত্রীর পাপাচারে যে ঘৃণাবোধ করে না।) আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না--পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি (যে মদ্যপ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে) এবং দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি (দান করার পর যে দানের উল্লেখ করে গঞ্জনা দেয়।)

٢٥٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ *

২৫৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকাবে না, তাদের সাথে কোন কথাও বলবেন না, তাদের আত্মশুদ্ধিও করানে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৎসংশ্লিষ্ট আয়াত পাঠ করলেন। তখন আবূ যর (রা) বললেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বললেন, (এরাও) যারা পায়ের গিরার নীচে (পায়ের উঁচু হাড়) কাপড় পরিধান করে, মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রয় করে এবং দানকৃত বস্তুর খোঁটা দেয়।

٢٥٦٦. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

২৫৬৬. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হল) দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রয়কারী।

بَابُ رَدِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষুককে ফেরত দেয়া

٢٥٦٧. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ فِي حَدِيثِ هَرُونَ مُحْرَقٍ *

২৫৬৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন বুজাইদ আনসারী (র)-এর দাদী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দাও যদিও তা খুরই হোক না কেন। আর হারূন (র)-এর হাদীসে রয়েছে পোড়া খুর। (অর্থাৎ ভিক্ষুককে খালি হাতে না ফিরায়ে যৎকিঞ্চিত হলেও দাও।)

بَابُ مَنْ يَسْأَلُ وَلَا يُعْطِي

অনুচ্ছেদ ঃ সওয়াল করা সত্ত্বেও না দেওয়া

٢٥٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ *

২৫৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - বাহ্‌য্ ইব্‌ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় মুনীবের কাছে এসে তার উদ্বৃত্ত বস্তু চায় অথচ তাকে তা দেওয়া না হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিরাট সাপ ডাকা হবে যা তার না দেওয়া উদ্বৃত্ত বস্তু জিহ্বা দ্বারা চাটতে থাকবে।

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কিছু চায়

٢٥٦٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ *

২৫৬৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে দিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনা করে তাকে সাহায্য দাও আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর ইহসান করে তার প্রতিদান দিয়ে দাও। অগত্যা যদি দিতে নাই পার তাহলে তার জন্য দু'আ কর যে পর্যন্ত না তোমরা মনে কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।

مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রশ্ন করে

٢٥٧٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ هِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَلاَّ آتِيَكَ وَلاَ آتِيَ دِيْنَكَ وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِيَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلاَمِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلاَمِ قَالَ أَنْ تَقُوْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلٰى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيْرَانِ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلاً أَوْيُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ ‍•

২৫৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - বাহ্‌য্ ইব্‌ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে আমার উভয় হস্তের অঙ্গুলীসমূহের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসব না এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। এখন আমি এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা এবং তদীয় রাসূলের শিখানো শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) আপনার কছে জানতে চাই আল্লাহ তাআলা আপনাকে কি সহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন, আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তুমি বলবে যে, আমি স্বীয় চেহারা আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং শিরক পরিত্যাগ করলাম। এবং তুমি সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানের পাত্র; তারা ভাইয়ের ন্যায় একে অন্যের সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবূল করবেন না যতক্ষণ না তারা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে এসে যায়।

مَنْ يَسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَيُعْطِي بِهِ

আল্লাহ্ তা'আলার নামে যাচ্ঞা করার পরও না দেওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الْقَارِظِيِّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْيُقْتَلَ وَاُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهِ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ وَاُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَيُعْطِىْ بِهِ *

২৫৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? আমরা বললাম, কেন নয়? নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ সে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদও তোমাদেরকে দেব কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দিন। তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে কোন গুহায় থাকে, সেখানে সে সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং অসৎ লোকদের থেকে দূরে সরে থাকে। তোমাদেরকে কি সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবহিত করুন। তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে কেউ আল্লাহ্ তাআলার নামে সাহায্য চায় কিন্তু সে তাকে সাহায্য করে না।

ثَوَابُ مَنْ يُعْطِيْ

দাতার সওয়াব প্রসঙ্গে

٢٥٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَيَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْا اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يَفْتَحَ اللّٰهُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ *

২৫৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন

তারা হল ঃ কোন ব্যক্তি কিছু সংখ্যক লোকের কাছে এসে আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু সাহায্য চায়। সে তার এবং তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায় না। তারা তাকে কিছু না দিয়েই ফিরিয়ে দেয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তার পিছু পিছু যায় এবং তাকে এমন গোপনে সাহায্য করে যে, তার সাহায্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং সাহায্য গ্রহীতা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। আর এক দল লোক যারা রাত্রে সফর করছিল যখন নিদ্রা তাদের কাছে সমুদয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হয়ে গেল তখন তারা অবতরণ করল এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। অতঃপর জেগে গেল এবং আমার কাছে (আল্লাহর কাছে) অনুনয়-বিনয় করে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগল এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগল। আর আমার আর এক ব্যক্তি জিহাদে কোন বাহিনীর সাথে ছিল, তারা শত্রুর মুখোমুখী হয়ে পরাজয়বরণ করল। কিন্তু সে সাহসের সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয়ে গেল অথবা আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করলেন। আর যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন তারা হল, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী অভাবী এবং অত্যাচারী ধনী।

تَفْسِيْرُ الْمِسْكِيْنِ

মিসকীনের ব্যাখ্যা

٢٥٧٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ لَايَسْاَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا *

২৫৭৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটা দু'টো খেজুর এবং এক দু' লোকমা খাদ্যের জন্য যারা ঘুরে ফেরে তারা মিসকীন নয় বরং মিসকীন হল যে নিজকে সওয়াল (ভিক্ষা) থেকে বিরত রাখে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে তিলাওয়াত করে নিও ঃ

= لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا = ১.

٢٥٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ قَالَ الَّذِىْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَايُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْاَلَ النَّاسَ *

২৫৭৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন ঘুরা-ফিরাকারী ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে এক দু'লোকমা খাদ্য এবং একটা দু'টা খেজুরের জন্য ঘুরে ফেরে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার এমন

১. সূরা ঃ বাকারা পারা ঃ ২/২৭৩ অর্থ ঃ তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাঞ্চা করে না।

সম্পত্তি নেই যা তাকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং তার দারিদ্র্য আঁচ করা যায় না। ফলে তাকে সাদাকাও দেওয়া হয় না আর সে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় না যাতে লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

٢٥٧٥. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَايَجِدُ غِنًى وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ *

২৫৭৫. নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরয়েরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মিসকীন সে ব্যক্তি নয় যে, এক লোকমা বা দু'লোকমার এবং একটা-দু'টা খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফেরে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার কোন সহায়-সম্বলও নেই আর লোকেরাও তার অবস্থা জানে না যে, তাকে সাহায্য করবে।

٢٥٧٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ *

২৫৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন বুজায়দ (রা)-এর দাদী উম্মে বুজায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়আত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন যে, কখনো কোন মিসকীন আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু আমার কাছে তাকে দেওয়ার মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন যে, তুমি যদি তাকে দেওয়ার মত একটি ঝলসানো খুর ব্যতীত আর কিছুই না পাও তবে তাকে তাই দাও।

اَلْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ

অহংকারী ফকীর

٢٥٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ *

২৫৭৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী ফকীর এবং মিথ্যাবাদী নেতা।

٢٥٧٨. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْاِمَامُ الْجَائِرُ ★

২৫৭৮. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, চার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন – শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী ফকীর, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক।

فَضْلُ السَّاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ

বিধবার জন্য উপার্জনকারীর ফযীলত

٢٥٧٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِبْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ★

২৫৭৯. আমর ইব্ন মানসূর (র)- - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিধবা এবং মিসকীনদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির ন্যায়।

اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ

হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য দান করা

٢٥٨٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِي نُعَيْمٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَى صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا تُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لاَتَاَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ

عَزَّ وَجَلَّ اِنْ عَصَيْتُهُ اَيَامَنُنِى عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَتَاْمَنُوْنِى ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَاْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِى قَتْلِه يَرَوْنَ اَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ ضِئْضِىءِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ *

২৫৮০. হান্নাদ ইব্নুস্ সারি (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আলী (রা) ইয়ামেনে অবস্থানকালীন মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেগুলো চারজন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দিলেন ঃ আকরা' ইব্ন হাবিস হানযালী, উওয়ায়না ইব্ন বদর ফাযারী, আলকামা ইব্ন উলাছা আমিরী পরবর্তীতে কিলাবী, এবং যায়দ ত্বায়ী (রা) পরবর্তীতে নারহানী। তখন কুরায়শ বংশের লোকজন রাগান্বিত হয়ে গেলেন। রাবী অন্যত্র বলেছেন – কুরায়শের সর্দারগণ রাগান্বিত হলেন। তারা বললেন যে, আপনি নাজ্দের সর্দারদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন যে, আমি এরকম করেছি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য, এমন সময় ঘন শ্মশ্রু, উন্নত চোয়াল, কোটেরাগত চক্ষু, উচুঁ ললাট এবং মুণ্ডিত মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বলল যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করেন। তিনি বললেন যে, যদি আমিই আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হই তাহলে আর কে আল্লাহ্ তা'আলার বাধ্য হবে? আল্লাহ তাআলা আমাকে পৃথিবীতে বিশ্বস্ত করে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছ না? অতঃপর সে ব্যক্তি চলে গেল এবং উপস্থিত লোকদের থেকে একজন তাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। লোকের ধারণা যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, এই ব্যক্তির ঔরসে এমন কিছু লোক জন্মগ্রহণ করতে পারে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমা পূজারীদেরেকে ছেড়ে দেবে। তারা ইসলাম থেকে এরকমভাবে দূরে সরে যাবে, যে রকম তীর কামান থেকে দূরে সরে যায়। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করতাম, যে রকমভাবে 'আদ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।

اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ

পাওনা আদায়ের যামিনদার ব্যক্তিকে দান করা

٢٥٨١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى كِنَانَةُ ابْنُ نُعَيْمٍ ح وَاَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ هٰرُوْنَ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فِيْهَا فَقَالَ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَتَحِلُّ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَاَلَ فِيْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ *

২৫৮১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) এবং আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম। তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং এব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি হল, যে সমাজের কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়েছে এবং এব্যাপারে অন্য কারো সাহায্য চায়, এবং ঐ সাহায্য দ্বারা উহা আদায় করে দেয়। এরপর সে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকে।

٢٥٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ أَقِمْ يَاقَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَلَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاقَبِيْصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْسِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْسِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَى هٰذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا *

২৫৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন নাদর (র) ---- কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনের পাওনা আদায় করে যামিন হয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন যে, হে কাবীসা! তুমি আমার কাছে সাদাকার কোন মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর; আসলেই আমি তোমাকে দিয়ে দেব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে কাবীসা! সাদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয় ঃ যে কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়, তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ। যাতে সে নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। যার উপর কোন বিপদ নিপতিত হয় এবং তার ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত হয়ে যায় এবং এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তাহলে তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। হে কাবীসা! এ তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। অন্য কেউ যদি সাহায্য নিয়ে খায় তাহলে সে হারাম খায়।

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে সাহায্য করা

٢٥٨٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي

كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَايُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ يَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَاشَانُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَاَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ اَشَاهِدُ السَّائِلِ اِنَّهُ لاَيَاْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اَكَلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا اَكَلَتْ حَتَّى اِذَا اُمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اُسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ اِنْ اَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَاِنَّ الَّذِي يَاْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২৫৮৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর বসলেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তিনি বললেন, আমার পরবর্তীকালে তোমাদের অর্জিত পার্থিব ধন-দৌলতের আধিক্যে আমি আশংকিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, সে বিপর্যয়ের পরে কি আবার শান্তি আসবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাকে (প্রশ্নকারীকে) বলা হল যে, তোমার কি হল তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলতে চাইলে আর তোমার সাথে কথা বললেন না? রাবী বলেন, আমরা দেখলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। যখন ওহী অবতীর্ণ হয়ে গেল তিনি ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, প্রশ্নকারী কি উপস্থিত আছে ? নিশ্চয়ই সে বিপর্যয়ের পর শান্তি আসবে না। কেননা দেখ, বসন্ত ঋতুতে ঘাস জন্মায় এবং তা মরেও যায় অথবা মরার পর্যায়ে এসে যায় অথচ ঘাস একটি উত্তম বস্তু কিন্তু কোন চতুষ্পদ জন্তু যখন তা অপরিমিত ভক্ষণ করে তখন বদহজমীর দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় বা মরেই যায় কিন্তু কোন তৃণভোজি জন্তু যখন তা ভক্ষণ করে তখন তার পেট ভরে যায় আর সে সূর্যের আলোতে বসে পড়ে, অতঃপর প্রশ্রাব করে এবং চড়ে বেড়ায়। অনুরূপভাবে এ সমস্ত মাল মুসলমানদের জন্য কত উত্তম উৎকৃষ্ট এবং উপকারী সাথী যদি তার থেকে ইয়াতীম মিসকীন এবং মুসাফিরকে দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে যেন আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না আর এ ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াবে।

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْاَقَارِبِ

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

٢٥٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ الرَّائِحِ عَنْ

سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ *

২৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সালমান ইব্ন আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসকীনকে দান করার মধ্যে শুধু সাদাকার সওয়াব রয়েছে আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে দু'টি সওয়াব রয়েছে দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।

٢٥٨٥. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحٰرِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ اَيَسَعُنِى اَنْ اَضَعَ صَدَقَتِى فِيْكَ وَفِى بَنِى اَخٍ لِى يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَلِى عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْاَلُ عَمَّا اَسْاَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذٰلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ زَيْنَبُ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَيْنَبُ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ *

২৫৮৫. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ তোমরা সাদাকা কর যদিও তা অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ্ দরিদ্র ছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সাদাকা আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে দেওয়ার অবকাশ আমার আছে কি? আব্দুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ তুমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম, এসে দেখলাম তাঁর দরজার সামনে যয়নব নাম্নী একজন আনসারী মহিলা দণ্ডায়মান। আমি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছি তিনি সে ব্যাপারেই প্রশ্ন করছেন। আমাদের কাছে বিলাল (রা) আসলেন, আমরা তাঁকে বললাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবে না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কারা? বিলাল (রা) বললেন, যয়নব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন্ যয়নব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব এবং আনসারী যয়নব। বললেন, হ্যাঁ ; তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব এবং দান করার সওয়াব।

اَلْمَسْاَلَةُ

ভিক্ষা করা

٢٥٨٦. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ

عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ *

২৫৮৬. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো এক বোঝা কাষ্ঠ নিজ পিঠে বহন করে আনা এবং বিক্রি করা কারো কাছে ভিক্ষে চাওয়ার চেয়ে উত্তম। চাই সে ভিক্ষা দিক বা না দিক।

٢٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ حَتّٰى يَاتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ *

২৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায় কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উত্থিত করা হবে যে, তার চেহারায় গোশতের কোন টুকরাই থাকবে না।

٢٥٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَاَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى اُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَافِى الْمَسْئَلَةِ مَامَشٰى اَحَدٌ اِلٰى اَحَدٍ يَسْاَلُهُ شَيْئًا *

২৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন উছমান (র) - - - - আয়িয ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে নবী ﷺ তাকে ভিক্ষা দিলেন। যখন সে দরজার চৌকাটে পা রেখে প্রস্থান করছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তোমরা ভিক্ষার অপকারিতা সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কখনো কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়ার জন্য যেতে না।

سُؤَالُ الصَّالِحِيْنَ

নেককার লোকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া

٢٥٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ مَخْشِىٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِىِّ اَنَّ الْفِرَاسِىَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَبُدَّ فَاسْاَلِ الصَّالِحِيْنَ *

২৫৮৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি ভিক্ষা চাইব ? তিনি বললেন, না। অগত্যা যদি চাইতেই হয় তবে নেককার লোকদের কাছে চাইবে।

الاِسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

ভিক্ষা থেকে দূরে থাকা

٢٥٩٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ *

২৫৯০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাদেরকে ভিক্ষা দিলেন। অতঃপর আবার চাইলে আবারও দিলেন এমনিভাবে তাঁর কাছে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার কাছে কোন কিছু থেকে থাকলে তোমাদেরকে নিশ্চয় দিতাম। এখন আমার কাছে আর দেওয়ার মত কিছুই নেই। যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে দূরে থাকতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দূরেই রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দেন। কাউকে ধৈর্য থেকে উত্তম কোন জিনিস দান করা হয়নি।

٢٥٩١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ *

২৫৯১. আলী ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কারো স্বীয় রশি দ্বারা কাঠ কেটে পিঠে বহন করে আনা তার জন্য এর চেয়ে উত্তম, যে আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তির কাছে এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে হয়তো ভিক্ষা দেবে নয়তো দেবে না।

فَضْلُ مَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

কারো কাছে কোন কিছু ভিক্ষা না চাওয়ার ফযীলত

٢٥٩٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيَى هٰهُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا *

২৫৯২. আমের ইব্‌ন আলী (র) - - - - সওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে একটি কথার প্রতিশ্রুতি দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে, ইয়াহইয়া (র) এখানে এমন এক বাক্য রয়েছে যার অর্থ মানুষের কাছে কোন কিছু না চাওয়া।

٢٥٩٣. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ هٰرُوْنَ ابْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ذَوِي الْحِجَا بِاللّٰهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلَانٍ فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيْشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ سُحْتٌ *

২৫৯৩. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। যে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে সাহায্য চেয়ে স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে পারবে, অতঃপর সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। যে কারো পাওনার যামিন হয়েছে। সে সাহায্য চেয়ে সে পাওনা আদায় করে দেবে, পাওনা আদায় করে দেওয়ার পর আর সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার সমাজের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, অমুকের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ হবে, তাহলে সে সাহায্য চেয়ে স্বীয় প্রয়োজন মিটাবে। অতঃপর সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। এরা ছাড়া অন্য কেউ যদি সাহায্য চায় তাহলে তা তার জন্য হারাম হবে।

حَدُّ الْغِنٰى

স্বচ্ছলতার সীমা

٢٥٩٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ خُمُوْشًا أَوْ كُدُوْحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاذَا يُغْنِيْهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ

زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ *

২৫৯৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এই পরিমাণ মাল আছে যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে মুখে ক্ষত অবস্থায় উত্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল যে, কতটুকু মাল দ্বারা প্রয়োজন মিটে যায়? তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহামে বা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

بَابُ الْاِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহায্য চাইতে গিয়ে পীড়াপীড়ি করা

٢٥٩٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ *

২৫৯৫. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহায্য চাইতে গিয়ে পীড়াপীড়ি করবে না আর তোমাদের কেউ আমার কাছে এমন জিনিস চাইবে না যা আমি অপছন্দনীয় মনে করি, তাহলে আমি তাকে যা দেব আল্লাহ্ তাআলা তাতে বরকত দেবেন।

مَنِ الْمُلْحِفُ؟

কে পীড়াপীড়িকারী ?

٢٥٩٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ *

২৫৯৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে সেই পীড়াপীড়িকারী।

٢٥٩٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ أُوْقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوْتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوْقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ *

২৫৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুর রহমান (র)-এর পিতা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন যে, আমার আম্মা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালে আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং বসে গেলাম। তিনি আমার কাছে মুখ করে বললেন যে, যে ব্যক্তি স্বচ্ছলতা চায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া হতে বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উহা হতে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকতে চায় আল্লাহ্ তাআলা তাকে অল্পে তুষ্ট রাখেন। আর যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে তাহলে সে পীড়াপীড়ি করল। আমি মনে মনে বললাম যে, আমার ইয়াকূতা নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো চল্লিশ দিরহাম থেকেও বেশী হবে, তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর কাছে কিছুই চাইলাম না।

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عَدْلُهَا

যার নিকট দিরহাম নেই কিন্তু তার সমপরিমাণ মূল্যের মাল আছে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে

٢٥٩٨. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ اَنْبَانَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي اَسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِي بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِي اَهْلِي اذْهَبْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَاكُلُهُ فَذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْاَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَاَجِدُ مَااُعْطِيْكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِي اِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ اَنْ لاَاَجِدَ مَااُعْطِيْهِ مَنْ سَاَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَاَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ اُوْقِيَّةٍ وَالْاُوْقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْاَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫৯৮. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার স্ত্রী বকীউল গারকাদ নামক স্থানে আসলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বলল যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে থেকে কিছু নিয়ে আস, আমরা খাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম, তখন তাঁর সামনে এমন একজন লোক পেলাম, যে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। তখন সে ব্যক্তি মনক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাচ্ছিল এবং বলছিল যে, আমার বয়সের কসম ! আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার কাছে তাকে দেওয়ার মত কিছুই না থাকার কারণে সে আমার উপর মনক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম বা তার সমপরিমাণ মূল্যের কোন বস্তু থাকে তবে সে যেন পীড়াপীড়ি করল। আসাদী ব্যক্তি মনে মনে বলল যে, আমার উষ্ট্রীর মূল্য চল্লিশ দিরহাম থেকেও বেশী হবে। এক উকিয়া হল চল্লিশ দিরহাম। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং কোন সাহায্য চাইলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু যব এবং শুষ্ক

আঙ্গুর (কিশমিশ) আসলে তিনি তা থেকে আমাদের মধ্যে কিছু বন্টন করে দিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে দিলেন।

٢٥٩٩. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَلِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ *

২৫৯৯. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয় এবং সক্ষম ও সবল ব্যক্তির জন্যও নয়।

مَسْأَلَةِ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٠٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمَا وَلاَحَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ *

২৬০০. আমর ইব্ন আলী এবং মুহাম্মদ মুছান্না - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আদী (র) বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন লোক তাঁকে বলেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে সাদাকা হতে কিছু সাহায্য চাইলেন। তিনি তাদের পানে তাকিয়ে দেখলেন যে, তারা উভয়েই সক্ষম ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে দেব, কিন্তু স্বচ্ছল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এতে কোন অংশ নেই।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাওয়া

٢٦٠١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَاسُلْطَانٍ أَوْشَيْئًا لاَيَجِدُ مِنْهُ بُدًّا *

২৬০১. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাহায্য চাওয়া এমন একটি ক্ষত যদ্দ্বারা মানুষ স্বীয় চেহারাকে বিকৃত করে দেয়। তাই যার ইচ্ছা হয় সে চেহারাকে ক্ষতযুক্ত করুক, আর যার ইচ্ছা হয় সে না করুক। তবে হ্যাঁ;

কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত দরকার।

مَسَالَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لاَبُدَّلَهُ مِنْهُ

অত্যাবশ্যকীয় জিনিস চাওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٠٢. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلاَّ اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِي اَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ *

২৬০২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সাহায্য চাওয়া এমন একটি ক্ষত যা দ্বারা মানুষ স্বীয় চেহারাকে বিকৃত করে দেয়। তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু চাইতে পারে।

٢٦٠٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০৩. আবদুল জাব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে আবারও সাহায্য চাইলে তিনি আবার আমাকে সাহয্যে করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরপর বললেন, হে হাকীম ! এ সমস্ত ধন-সম্পদ মনমুগ্ধকর বটে তবে যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয়, আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে কোন বরকত দেওয়া হয় না, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।

٢٦٠٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। তাঁর কাছে আবারও কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে কিছু সাহায্য করলেন। পুনরায় সাহায্য চাইলে আমাকে সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ উত্তম এবং উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি সেগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি তা লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।

٢٦٠٥. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَكِيمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ حَتّٰى أُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ *

২৬০৫. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারও সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো মনোমুগ্ধকর। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয়, আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন, আপনার কাছে চাওয়ার পরে আমি জীবিত থাকাকালীন আর কারো কাছে কিছুই চাইব না।

مَنْ أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যাকে কোন ধন-সম্পদ দান করেন তার প্রসঙ্গে

٢٦٠٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْرِي عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا أَعْطَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ

২৬০৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। তাঁর কাছে আবারও কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে কিছু সাহায্য করলেন। পুনরায় সাহায্য চাইলে আমাকে সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ উত্তম এবং উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি সেগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি তা লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।

٢٦٠٥. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَايَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاأَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ حَتّٰى أُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ *

২৬০৫. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারও সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো মনোমুগ্ধকর। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয়, আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন, আপনার কাছে চাওয়ার পরে আমি জীবিত থাকাকালীন আর কারো কাছে কিছুই চাইব না।

مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ তাআলা যাকে কোন ধন-সম্পদ দান করেন তার প্রসঙ্গে

٢٦٠٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَلِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْرِي عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَاأَعْطَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ *

২৬০৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন সাঈদী মালিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমাকে সাদাকা আদায়কারী রূপে নিযুক্ত করলেন। যখন আমি সাদাকা আদায় করে নিলাম এবং সেগুলো উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে দিয়ে দিলাম, তিনি আমাকে কাজের বিনিময় দিতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি এ কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছ থেকে নেব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি নিয়ে নাও। যেহেতু আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সাদাকা উসূল করতাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তোমার মতই বলতাম। কিন্তু তিনি আমাকে বলতেন যে, চাওয়া ব্যতীত আমি তোমাকে কিছু দিলে সেটা নিয়ে নেবে এবং খাবে ও সাদাকা করে দেবে।

٢٦٠٧. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّعْدِيِّ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَعْمَلُ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُعْطٰى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلاَ تَقْبَلُهَا قَالَ اَجَلْ اِنَّ لِي اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّي اَرَدْتُ الَّذِي اَرَدْتَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْمَالَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّي وَاِنَّهُ اَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ مَا آتَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ وَلاَاِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৭. সাঈদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ মাখযূমী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার সিরিয়া থেকে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁকে বললেন যে, আমি শুনেছি যে, তুমি মুসলমানদের কোন কাজ করলে তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেওয়া হলে তা তুমি নাকি গ্রহণ কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার অগণিত ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে এবং আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমার ইচ্ছা আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি যা মনস্থ করেছ আমিও তাই মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিতেন, আমি তাঁকে বলতাম ঃ যে ব্যক্তি আমার থেকেও বেশী মুখাপেক্ষী আপনি এই মাল তাকেই দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু মাল দিলে আমি তাঁকে বললাম, এই মাল যে আমার থেকে বেশী অভাবী আপনি তাকেই দিন। তিনি বললেন, তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল আল্লাহ তোমাকে দেন তা গ্রহণ

করে নেবে এবং ইচ্ছা করলে তা তোমার কাছে রেখে দেবে নয়তো সাদাকা করে দেবে। আর যেগুলো তোমাকে দেওয়া হয় না তুমি সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

٢٦٠٨. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِيْ اَفْرَاسٌ وَاَعْبُدٌ وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُّ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ٭

২৬০৮. কাছীর ইব্‌ন উবায়দা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদী (র) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একবার উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে গেলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর না ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম যে, আমার অগণিত ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার কাজগুলো মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, তুমি এরূপ করবে না। কেননা তুমি যে রকম চাচ্ছ আমিও সে রকম চাইতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমি বলতাম যে, আপনি ইহা আমার থেকে বেশী অভাবীদেরকে দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন যে, তুমি এগুলো নিয়ে নাও। ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা সাদাকা করে দাও। তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তা তুমি নিয়ে যাও। কোন মাল এভাবে তোমার হস্তগত না হলে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

٢٦٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ فَقُلْتُ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُّ الَّذِيْ اَرَدْتَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاً فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৯. আমর ইব্‌ন মানসূর এবং ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাদী (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে আসলেন। উমর (র) তাঁকে বললেন, আমি শুনতে পেলাম যে, তুমি নাকি মানুষের কাজে নিয়োজিত থাক এবং তার বিনিময় দেওয়া হলে তুমি তা অপছন্দ কর? তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি ?' আমি বললাম, আমার অগণিত ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় রয়েছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার কাজগুলো মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি এরূপ করবে না। তুমি যে রকম ইচ্ছা করছ আমিও সে রকমই ইচ্ছা করতাম। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিতেন আর আমি বলতাম যে, আপনি এটা আমার চেয়েও বেশী অভাবীদের দিয়ে দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু মাল দিলে আমি তাকে বললাম যে, আপনি ইহা আমার চেয়েও বেশী অভাবীদেরকে দিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এটা নিয়ে নাও ; ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা সাদাকা করে দাও। আর যে মাল তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত হস্তগত হয়, তুমি তা নিয়ে নেবে অন্যাথায় তার পেছনে পড়বে না।

٢٦١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّي حَتّٰى اَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاً فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬১০. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিনিময় দিতেন আর আমি বলতাম, আপনি ইহা আমার চেয়েও বেশী অভাবীদেরকে দিয়ে দিন। এরপর তিনি আমাকে কিছু বিনিময় দিলে আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি এটা আমার চেয়েও কোন অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি এটা নাও, ইচ্ছা করলে নিজের কাজে ব্যয় কর নতুবা সাদাকা করে দাও। আর তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত কোন মাল যদি তোমার হস্তগত হয় তাহলে তুমি তা নিয়ে নেবে, অন্যথায় তুমি মালের পেছনে পড়বে না।

بَابُ اِسْتِعْمَالِ آلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বংশধরগণকে সাদাকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করা প্রসঙ্গে

٢٦١١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحٰرِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحٰرِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحٰرِثِ وَالْفَضْلُ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِئْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلاَ لَهُ اسْتَعْمِلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاَتٰى عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ اَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ *

২৬১১. আমর ইব্‌ন সাওয়্যাদ (র) - - - - আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রবীআ ইব্‌ন হারিছ (রা) তাঁকে এবং ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) -কে বললেন যে, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যান এবং তাঁকে বলুন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদেরকে সাদাকা উসূল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করুন। আমরা এই অবস্থায় থাকাকালীন হযরত আলী (রা) আসলেন এবং আমাদেরকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের কাউকেও সাদাকা উসূল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না। আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, তখন আমি এবং ফজল (রা) চলে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি আমাদেরকে বললেন যে, সাদাকা লোকজনের ধন-সম্পত্তির ময়লা। তাই ইহা মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাগিনেয় নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবেই পরিগণিত

٢٦١٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِاَبِي اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ اَسَمِعْتَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالَ نَعَمْ *

২৬১২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ইয়াস (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম– আপনি কি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভাগিনেয় নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসাবে পরিগণিত ? তখন আবূ ইয়াস (র) বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

٢٦١٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, ভাগিনেয় নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

بَابٌ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত গোলাম নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত

٢٦١٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূল করার জন্য নিযুক্ত করলেন। তখন আবূ রাফি (রা) তাঁর অনুসরণ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, সাদাকা আমাদের জন্য বৈধ নয়। আর কারো আযাদকৃত গোলাম তার পরিবারের সদস্য হিসেবেই পরিগণিত।

اَلصَّدَقَةُ لاَتَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

সাদাকা নবী ﷺ-এর জন্য বৈধ নয়

٢٦١٥. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَىْءٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ *

২৬১৫. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - বাহ্‌য্ (রা)-এর দাদা (হাযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ-কে কোন হাদিয়া পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা হাদিয়া না সাদাকা? সাদাকা বলা হলে তিনি তা খেতেন না আর হাদিয়া বলা হলে তিনি হস্ত প্রসারিত করতেন (খেতেন)।

إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

সাদাকা হস্তান্তর করা প্রসঙ্গে

٢٦١٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

২৬১৬. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা)-কে খরিদ করে মুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁর মালিকেরা তাঁর মীরাছ প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একথা জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে কিনে মুক্ত করে দাও। কেননা, মুক্তিদাতাই মীরাছের হকদার। আর মুক্তি দিয়ে তাকে এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু গোশ্‌ত আনা হলে তাঁকে বলা হল যে, ইহা বারীরা (রা)-এর সাদাকা হিসাবে প্রাপ্ত গোশ্‌ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, "ইহা তার জন্য সাদাকা আর আমার জন্য হাদিয়া।" তার স্বামীও মুক্তিপ্রাপ্ত ছিল।

شِرَاءُ الصَّدَقَةِ

সাদাকা ক্রয় করা প্রসঙ্গে

٢٦١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ وَاَرَدْتُ اَنْ اَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ *

২৬১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি একবার আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটাকে (যত্ন না নিয়ে) ধ্বংস করে দেওয়ার উপক্রম করলে আমি তার কাছ থেকে ওটা কিনে নিতে মনস্থ করলাম। আমার মনে হল যে, সে তা সস্তা দামেই বিক্রয় করে দেবে। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি সেটা খরিদ করো না যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামেও দিয়ে দেয়। যেহেতু সাদাকা ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তি স্বীয় বমি আহারকারী কুকুরের সমতুল্য।

٢٦١٨. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى اَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَاٰهَا تُبَاعُ فَاَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَعْرِضْ فِى صَدَقَتِكَ *

২৬১৮. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। অতঃপর তিনি তা বিক্রয় হতে দেখে ক্রয় করতে চাইলেন (এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরামর্শ চাইলে) তিনি বললেন, তুমি স্বীয় সাদাকা ফিরিয়ে নিও না।

٢٦١٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ

وَجَلٌ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ٭

২৬১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) একবার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিলেন। তারপর তা বিক্রয় হতে দেখে ক্রয় করতে চাইলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন যে, তুমি স্বীয় সাদাকাকৃত ঘোড়া কিনতে যেও না।

٢٦٢٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ اَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ٭

২৬২০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ (রা)-কে আঙ্গুরের পরিমাপ করে শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) দ্বারা তার যাকাত আদায় করতে বললেন, যেরূপ খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা আদায় করা হয়।

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি

بَابُ وَجُوْبُ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া

٢٦٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ.

২৬২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা কি প্রতি বছরের জন্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উত্তর দেওয়া থেকে চুপ রইলেন। লোকটি তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করলো। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ, তা হলে অবশ্যই তা প্রতি বছরের জন্য ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়েই যেতো, তাহলে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আমি যা বলি তা বলতে দাও, প্রশ্ন করে সহজ কাজকে জটিল করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা সঠিক প্রশ্ন

করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন করো। আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ করো।

٢٦٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ كُلَّ عَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذًا لَاتَسْمَعُوْنَ وَلَا تُطِيْعُوْنَ وَلٰكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ *

২৬২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আকরা ইব্‌ন হাবিস তামীমী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা কি প্রতি বছরের জন্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ রইলেন। তারপর বললেন ঃ আমি যদি বলতাম, হ্যাঁ, তবে তা ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা তা শুনতেও না এবং মানতেও না। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, হজ্জ একবারই ফরয।

وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ

উমরাহ্ ওয়াজিব হওয়া

٢٦٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَوبْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَايَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ *

২৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ রুযাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ লোক, হজ্জ ও উমরাহ্ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই এবং বাহনে আরোহণেরও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় কর।

فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

হজ্জে মাবরূরের ফযীলত

٢٦٢٤. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ

لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا *

২৬২৪. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফার বাসরী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হজ্জে মাবরূরের জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদান নেই। আর এক উমরাহ্ অন্য উমরাহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়।

٢٦٢٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سَوَاءٌ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَابَيْنَهُمَا *

২৬২৫. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضْلُ الْحَجِّ

হজ্জের ফযীলত

٢٦٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ *

২৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনা। সে বললো ঃ এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ হজ্জে মাবরূর।[১]

٢٦٢٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ *

২৬২৭. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মাছরূদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ; গাযী, হাজী ও উমরাহ্ আদায়কারী।

٢٦٢٨. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ

১. যে হজ্জের মধ্যে পাপ সংঘটিত হয় না। মতান্তরে যে হজ্জ আল্লাহ্‌র নিকট কবূল হয়, তাকে হজ্জে মাবরূর বলে।

هِلاَلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْاَةِ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ★

২৬২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক, দুর্বল এবং নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরাহ্ করা।

٢٦٢٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ★

২৬২৯. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়স মারওয়াযী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের (বায়তুল্লাহ্‌র) হজ্জ করলো, অশ্লীল কথা বললো না এবং কোন পাপ করলো না সে সদ্যজাত শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٦٣٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَاِنِّىْ لاَاَرٰى عَمَلاً فِى الْقُرْاٰنِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لاَوَلٰكِنْ اَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ★

২৬৩০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা বিন্ত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করবো না ? আমি কুরআনে জিহাদ অপেক্ষা উত্তম কোন আমলই দেখছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, বরং অতি উত্তম জিহাদ হলো বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অর্থাৎ হজ্জে মাবরূর।

فَضْلُ الْعُمْرَةِ

উমরাহ্‌র ফযীলত

٢٦٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ★

২৬৩১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক উমরাহ্ অন্য উমরাহ্ পর্যন্ত কাফ্‌ফারা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী পাপের। আর হজ্জে মাবরূর এর বিনিময় জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জের পর উমরাহ্ এবং উমরাহ্র পর হজ্জ করার ফযীলত

٢٦٣٢. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ *

২৬৩২. আবূ দাউদ (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ সমাপনের পর উমরা এবং উমরাহ্র পর হজ্জ করবে, কেননা তা অভাব অনটন ও পাপকে দূর করে দেয় যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে।

٢٦٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةِ *

২৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ সমাপনের পর উমরাহ্ এবং উমরাহ্র পর হজ্জ আদায় করবে, কেননা তা অভাব ও পাপ এরূপ দূর করে দেয়, যেরূপ হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর হজ্জে মাবরূরের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِى نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ

হজ্জ মান্নতকারী মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা

٢٦٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوْهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوْا اللّٰهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ *

২৬৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা হজ্জ মান্নত করেছিল, কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করলো (হজ্জ করতে পারলো না)। এরপর তার ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকতো তুমি কি তা আদায় করতে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে, আল্লাহ্র হকও আদায় কর; কেননা তা আদায় করার অধিক উপযুক্ত।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা

٢٦٣٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَتِ امْرَاَةُ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ اَنْ يَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ اَفَيُجْزِئُ عَنْ اُمِّهَا اَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا اَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ اُمِّهَا ٭

২৬৩৫. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - মূসা ইব্‌ন সালামা হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, সিনান ইব্‌ন সালামা জুহানী (রা)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার মাতা হজ্জ না করেই ইনতিকাল করেছেন। তার মাতার পক্ষ থেকে সে হজ্জ করলে তা যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যদি তার কোন দেনা থাকতো আর তার পক্ষ হতে সে আদায় করতো, তা হলে কি তার মাতার পক্ষ থেকে তা আদায় হতো না ? অতএব সে যেন তার মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।

٢٦٣٦. اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اَبِيْهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّي عَنْ اَبِيْكِ ٭

২৬৩৬. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যে, তিনি হজ্জ না করে ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

اَلْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

বাহনে স্থির থাকতে অসমর্থ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করা

٢٦٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرِيضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ٭

২৬৩৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছ'আম গোত্রের একজন মহিলা মুযদালিফায় সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতার অতি

বৃদ্ধাবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٢٦٣٨. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ *

২৬৩৮. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ্ মাখযূমী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَلْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى لاَيَسْتَطِيْعُ

অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে উমরাহ্ করা

٢٦٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ *

২৬৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ রাযীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, হজ্জ ও উমরাহ্ করার মত ক্ষমতা নেই এবং আরোহণেরও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ এবং উমরাহ্ আদায় কর।

تَشْبِيْهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায়ের উপমা

٢٦٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنَّ اَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَسْتَطِيْعُ الرُّكُوْبَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِىءُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ اَنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اَكُنْتَ تَقْضِيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৪০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বাহনের উপর আরোহণে অসমর্থ অথচ তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হজ্জ আদায় করলে তিনি দায়মুক্ত হবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তার বড় ছেলে ? সে

বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি বলো, যদি তার উপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

٢٦٤١. اَخْبَرَنَا اَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى اَبِيْكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ *

২৬৪১. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম নাসায়ী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন, অথচ তিনি হজ্জ করেন নি। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি বলো– যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা আদায় করে দিতে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র হক আদায় করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

٢٦٤٢. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ اَبِى اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُوْتَ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ *

২৬৪২. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তিনি একজন অতি বৃদ্ধ লোক। তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। যদি তাকে জোরপূর্বক (হজ্জ করতে) নিয়ে যাই, তবে ভয় হয় যে, তার মৃত্যু ঘটবে। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তবে তুমি তা আদায় করলে তার পক্ষ হতে কি তা আদায় হতো ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ অতএব তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করো।

حَجُّ الْمَرْاَةِ عَنِ الرَّجُلِ

পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ

٢٦٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ اِمْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ *

২৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা এক সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো। তখন ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর ঐ মহিলাও তার দিকে তাকাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন ঐ মহিলাটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। এঘটনাটি ঘটেছিল বিদায় হজ্জের দিন।

٢٦٤٤. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ اُسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اَنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ فَاَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَاَةً حَسْنَاءَ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ *

২৬৪৪. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বিদায় হজ্জের দিন ফাতওয়া চাইলো। তখন ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাহনে তাঁর পেছনে আরোহী ছিলেন। সে মহিলা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ করলে তা কি আদায় হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ। ফযল ইব্‌ন আব্বাস ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর ঐ মহিলাটি ছিল সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলেরে ধরে তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْاَةِ

নারীর পক্ষ হতে পুরুষের হজ্জ

٢٦٤٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّي عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَاِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَاِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ اَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اُمِّكَ *

২৬৪৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা অতি বৃদ্ধা, তাকে বাহনের উপর উঠালে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, জোরপূর্বক তাকে উঠালে আশংকা হচ্ছে, এ কারণে তার মৃত্যু হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বলতো ! যদি তোমার মাতার ঋণ থাকতো, তা হলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে না ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

مَايَسْتَحِبُّ اَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ اَكْبَرَ وَلَدِهِ

কারো পক্ষ হতে তার বড় ছেলের হজ্জ করা মুস্তাহাব

٢٦٤٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِ اَبِيْكَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৪৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার বড় ছেলে, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

اَلْحَجُّ بِالصَّغِيْرِ

শিশু সন্তান সহ হজ্জ করা

٢٦٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ *

২৬৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে তুলে ধরে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সওয়াব তোমারই।

٢٦٤٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ

كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ٭

২৬৪৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশু সন্তানকে বের করে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সওয়াব তোমার জন্য।

٢٦٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ٭

২৬৪৯. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর দিকে এক মহিলা একটি শিশু সন্তানকে উঁচু করে ধরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সওয়াব তোমার জন্য।

٢٦٥٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوا مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ٭

২৬৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ করে ফেরার পথে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন একদল লোকের সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কারা ? তারা বললো ঃ আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনারা কারা ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ ইনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। রাবী বললেন ঃ এমন সময় একজন মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশুকে বের করে জিজ্ঞাসা করলো ঃ এর জন্য কি হজ্জ আছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সওয়াব তোমার।

٢٦٥١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَخِي رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّبِامْرَاَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ٭

২৬৫১. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাটি ছিল হাওদার মধ্যে এবং তার সাথে একটি শিশু ছিল। তখন সে শিশুটিকে দেখিয়ে বললো ঃ এর জন্য কি হজ্জ আছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার জন্য।

اَلْوَقْتُ الَّذِى خَرَجَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْحَجِّ

নবী ﷺ -এর মদীনা হতে হজ্জের জন্য বের হওয়ার সময়

٢٦٥٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَانُرَى اِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى اِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اَنْ يَحِلَّ *

২৬৫২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যুল্‌কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হয়েছিলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যায়।

اَلْمَوَاقِيْتُ مِيْقَاتُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

মদীনাবাসীদের মীকাত

٢٦٥٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ *

২৬৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনাবাসীরা ইহ্‌রাম বাঁধবে 'যুলহুলাইফা' থেকে, আর সিরিয়াবাসীগণ 'জুহ্‌ফা' নামক স্থান থেকে, নজদবাসীগণ 'কারন' নামক স্থান হতে। আমরা নিকট বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আর ইয়ামানবাসীগণ তাল্‌বিয়া পাঠ করবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيْقَاتُ اَهْلِ الشَّامِ

সিরিয়াবাসীদের মীকাত

٢٦٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِى

الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَيْنَ تَامُرُنَا اَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৬৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ স্থান থেকে আমাদেরকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনাবাসীগণ ইহ্‌রাম বাঁধবে 'যুলহুলায়ফা' থেকে। আর সিরিয়াবাসীগণ 'জুহ্‌ফা' থেকে আর নজদবাসীগণ 'কারন' থেকে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ কোন কোন সাহাবীর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীগণ 'ইয়ালামলাম' থেকে তালবিয়া পাঠ করবে। ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন ঃ একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জানতে পারিনি।

مِيْقَاتُ اَهْلِ مِصْرَ

মিশরবাসীদের মীকাত

٢٦٥٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى عَنْ اَفْلَحَ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ *

২৬৫৫. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়ফা' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন এবং সিরিয়া ও মিশরবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতি ইরক' কে আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে।

مِيْقَاتُ اَهْلِ الْيَمَنِ

ইয়ামানবাসীদের মীকাত

٢٦٥٦. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ اَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتّٰى يَاْتِيَ ذٰلِكَ عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ *

২৬৫৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল্‌হুলায়ফা' সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা' নজদবাসীদের জন্য 'কারন', আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এই সকল মীকাত তো ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের জন্য আর ঐ সকল লোকের জন্যও যারা অন্য স্থানের বাসিন্দা, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যে ব্যক্তির পরিবার মীকাতের মধ্যে রয়েছে, তারা যে স্থান হতে ইচ্ছা করে আর এ বিধান মক্কাবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য।

مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

নজদবাসীদের মীকাত

٢٦٥٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৭. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনাবাসীগণ তালবিয়া পাঠ করবে 'যুলহুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসীগণ 'জুহ্‌ফা' থেকে, নজদবাসীগণ 'কারন' থেকে। আর আমি শুনিনি, কিন্তু আমাকে কেউ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আর ইয়ামানবাসীগণ তালবিয়া পাঠ করবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

ইরাকীদের মীকাত

٢٦٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্মার মাওসিলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিশরবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতি ইরক' নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

যাদের পরিবার মীকাতের মধ্যে বসবাস করে

٢٦٥٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتّٰى يَبْلُغَ ذٰلِكَ اَهْلَ مَكَّةَ *

২৬৫৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা' সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা' নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ সকল মীকাত উল্লিখিত দেশের অধিবাসীদের জন্য এবং ঐ সকল লোকের জন্যও যারা হজ্জ ও উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ সকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর এছাড়া যারা যে স্থান হতে আরম্ভ করে; এমনকি মক্কাবাসীদের জন্যও ইহা।

٢٦٦٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا *

২৬৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ সকল স্থান ঐ সকল লোকদের জন্য এবং ঐ লোকদের জন্যও যারা এ সকল স্থান দিয়ে হজ্জ ও উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে আগমন করবে। ঐ সকল স্থানের অধিবাসী ব্যতীত যারা হজ্জ ও উমরাহ্‌র ইচ্ছা করে, তারা নিজ নিজ স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীরাও তালবিয়া পাঠ করবে নিজ নিজ স্থান থেকে।[১]

اَلتَّعْرِيْسُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ

যুল্‌-হুলায়ফায় রাত্রিযাপন

٢٦٦١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلّٰى فِىْ مَسْجِدِهَا *

১. এটা কেবল হজ্জের ইহ্‌রামের বেলায় প্রযোজ্য। উমরাহ্‌র ইহ্‌রামের জন্য মক্কাবাসীদেরও নিকটবর্তী মীকাতে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

২৬৬১. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম মাছরুদ (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল হুলায়ফার বায়দা নামক স্থানে রাত্রি যাপন এবং সেখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

٢٦٦٢. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ اُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءِ مُبَارَكَةٍ *

২৬৬২. আব্দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন যুলহুলায়ফার মুআররাস নামক স্থানে ছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট ওহী আসলো এবং তাঁকে বলা হলো ঃ আপনি বরকতপূর্ণ উপত্যকায় আছেন।

٢٦٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا *

২৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল হুলায়ফার ময়দানে উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন।

اَلْبَيْدَاءُ

বায়দা

٢٦٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৬৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়দা নামক স্থানে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বাহনে সওয়ার হয়ে বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং জোহরের সালাত আদায় করে হজ্জ ও উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

اَلْغُسْلُ لِلْاِهْلَالِ

ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গোসল করা

٢٦٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ

قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ اَبُو بَكْرٍ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتُهِلَّ *

২৬৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা) বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীককে বায়দায় প্রসব করেন। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সংবাদ জানালে তিনি বলেন ঃ তাকে বল, যেন সে গোসল করে, এরপর ইহ্‌রাম বাঁধে।

٢٦٦٦. اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي بَكْرٍ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَاَتُهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِي بَكْرٍ فَاَتَى اَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ اِلَّا اَنَّهَا لَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ *

২৬৬৬. আহমদ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম নাসায়ী (র) - - - - আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তাঁর সাথে তার সহধর্মিণী আসমা বিন্‌ত উমায়স খাছআমীয়্যাও ছিলেন। যখন তাঁরা যুলহুলায়ফায় ছিলেন, তখন আসমা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে প্রসব করেন। আবূ বকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকরকে বলেন ঃ তাকে গোসল করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে আদেশ করুন। এরপর অন্যান্য লোক যা করে সেও তা করবে কিন্তু সে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের গোসল করা

٢٦٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ رَاْسَهُ فَاَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَى اَبِي اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اَرْسَلَنِي اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُو اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاْطَاَهُ

حَتّٰى بَدَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِانْسَانٍ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

২৬৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ে আবওয়া নামক স্থানে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস বললেন : মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইবে, আর মিসওয়ার বললেন ঃ সে মাথা ধুইবে না। এরপর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি তাঁকে পেলাম, তিনি কূপের পার্শ্বে দুটি কাঠের মধ্যস্থলে গোসল করছিলেন। আর তিনি ছিলেন এক কাপড়ের পর্দার আড়ালে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম ঃ কিরূপে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আমার কথা শুনে আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। তিনি একজন লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন, তারপর দু'হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন, পরে উভয় হাতকে একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে নিলেন, তারপর তিনি বললেন ঃ এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে গোসল করতে দেখেছি।

اَلنَّهْىُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ

٢٦٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ بِوَرْسٍ *

২৬৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মুহ্‌রিমকে যা'ফরান ও ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٦٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَاالْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَاثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا لِمَنْ لَايَجِدُ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

২৬৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ে আবওয়া নামক স্থানে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস বললেন ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইবে, আর মিসওয়ার বললেন ঃ সে মাথা ধুইবে না। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি তাঁকে পেলাম, তিনি কূপের পার্শ্বে দুটি কাঠের মধ্যস্থলে গোসল করছিলেন। আর তিনি ছিলেন এক কাপড়ের পর্দার আড়ালে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম ঃ কিরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আমার কথা শুনে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। তিনি একজন লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন, তারপর দু'হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন, পরে উভয় হাতকে একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে নিলেন, তারপর তিনি বললেন ঃ এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গোসল করতে দেখেছি।

اَلنَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ

٢٦٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ بِوَرْسٍ *

২৬৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিমকে যা'ফরান ও ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٦٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَالْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কিরূপে কাপড় পরিধান করবে। তিনি বলেছিলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করবে না জামা, বুরনুস[১], পাজামা, পাগড়ী এবং ঐ সকল কাপড়, যা যাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রং করা হয়েছে। আরও পরিধান করবে না মোজা। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যার জুতা না থাকে। যদি জুতা না পায় তাহলে নিম্ন পর্যন্ত মোজা কেটে তা পরিধান করবে।

اَلْجُبَّةُ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিধান করা

٢٦٧٠. اَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقُوْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِى قُبَّةٍ فَاَتَاهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ اِلَيَّ عُمَرُ اَنْ تَعَالَ فَاَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ اَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَقُوْلُ فِى رَجُلٍ قَدْ اَحْرَمَ فِى جُبَّةٍ اِذْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَغِطُّ لِذٰلِكَ فَسُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِى سَاَلَنِي اٰنِفًا فَاُتِىَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ اَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَاَمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْرَامًا قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْرَامًا مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوحِ بْنِ حَبِيْبٍ وَلاَ اَحْسِبُهُ مَحْفُوْظًا وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ *

২৬৭০. নূহ ইব্‌ন হাবীব কওমাসী (র) - - - - ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেতাম ! এরপরে এক সময় আমরা জিয়িররানা নামক স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট ওহী আসলে উমর (রা) আমার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এদিকে এসো, আমি তাঁবুর ভিতরে আমার মাথা ঢুকালাম, এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক আগমন করলো। সে উমরাহ্‌র জন্য জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছিল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছে ? হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। এজন্য নবী ﷺ নাক ডাকতে শুরু করলেন। তারপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন ঃ একটু পূর্বে যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, সে কোথায় ? সে লোকটিকে আনা হলে তিনি বললেন ঃ জুব্বা খুলে ফেল, আর সুগন্ধি ধুয়ে ফেল, তারপর নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধো। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ পরে ঐ ব্যক্তি নতুন ইহ্‌রাম বাঁধলো। নূহ ইব্‌ন হাবীব ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বলেছেন বলে আমি জানি না। আর তাকে মাহ্‌ফুজ বলেও মনে করি না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

---

১. বুরনুস হলো টুপির মত এক রকমের পোষাক, যা মেয়েরা ব্যবহার করে।

اَلنَّهِيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيْصِ الْمُحْرِمِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য জামা পরিধান নিষিদ্ধ

٢٦٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ ٭

২৬৭১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি বস্ত্র পরিধান করবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জামা, পাগড়ি, পায়জামা, বুরনুস, মোজা তোমরা পরিধান করবে না। তবে যদি কেউ জুতা না পায়, তাহলে সে মোজা পরিধান করতে পারবে; আর সে যেন তা গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেবে। আর তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় এমন কাপড় পরিধান করবে না, যাতে যা'ফরান অথবা ওয়ারস লেগেছে।

اَلنَّهِيُ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلَ فِي الْاِحْرَامِ

ইহ্রাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ

٢٦٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَتَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً اُخْرَى الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ لاَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَزَعْفَرَانٌ ٭

২৬৭২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমরা যখন ইহ্রাম অবস্থায় থাকি তখন আমরা কোন্ কোন কাপড় পরিধান করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা জামা পরিধান করবে না। 'আমর আরো বললেন, তোমরা জামা-পাগড়ী, পায়জামা পরিধান করবে না এবং মোজা, ওড়না কিন্তু যদি তোমাদের কারো জুতা না থাকে, তাহলে তা গ্রন্থির নীচ থেকে কেটে নেবে। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান-এর রং লেগেছে।

اَلرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لاَيَجِدُ الْاِزَارَ

যে ব্যক্তি তহবন্দ না পায় তার জন্য পায়জামা পরিধানের অনুমতি

٢٢٦٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لاَيَجِدُ الْاِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لاَيَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ *

২৬৭৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছি যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তিদের মধ্যে যে তহ্‌বন্দ না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করতে পারে।

٢٦٧٤. اَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *

২৬৭৪. আইয়ূব ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয্‌যান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তহ্‌বন্দ না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরতে পারে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ

মুহ্‌রিম নারীর জন্য নেকাব পরিধান নিষিদ্ধ

٢٦٧٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَاْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ *

২৬৭৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌রাম অবস্থায় আমাদেরকে কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ী এবং বুরনুস পরবে না, আর মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কারো জুতা না থাকে, তবে সে পায়ের গ্রন্থির নিম্ন পর্যন্ত মোজা পরিধান করতে পারে। আর যে কাপড়ে যা'ফরান বা ওয়ারস রং লেগেছে ঐ সকল কাপড় তোমরা পরিধান করবে না, আর মুহ্‌রিম নারী নিকাব পরিধান করবে না আর হাত মোজাও পরিধান করবে না।

اَلنَّهِيُ عَنْ لَبْسِ الْبَرَانِسَ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রামে বুরনুস পরা নিষিদ্ধ

٢٦٧٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ *

২৬৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুহরিম ব্যক্তি কি কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না, আর মোজা পরবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করবে, যা পায়ের গ্রন্থির নীচ থেকে কেটে নেবে। আর ওয়ারস ও যা'ফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করবে না।

٢٦٧٧. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَانَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমরা ইহরাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে, তাহলে সে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত মোজা পরিধান করবে, আর যে কাপড়ে যা'ফরান কিংবা ওয়ারস-এর রং লেগেছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না।

اَلنَّهِيُ عَنْ لَبْسِ الْعِمَامَةِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ

٢٦٧٨. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ

وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَتَجِدَ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৭৮. আবুল আশআছ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা আর বুরনুস পরিধান করবে না। আর মোজাও পরিধান করবে না, কিন্তু যদি জুতা না পাও, তবে পরতে পার। যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচে পর্যন্ত মোজা পরতে পার।

٢٦٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ نِعَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ اَوْمَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৯. আবুল আশআছ আহমদ ইব্‌ন মিকদাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো ? তিনি বললেন ঃ জামা, পাগড়ী, বুরনুস, পায়জামা পরিধান করো না আর মোজাও পরিধান করো না, কিন্তু যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত এক জোড়া মোজা পরতে পার। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যা ওয়ারস্ ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান লেগেছে।

اَلنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ

٢٦٨٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَلْبَسُوْا فِى الْاِحْرَامِ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ *

২৬৮০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায়, জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস এবং মোজা পরিধান করবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ لِمَنْ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ

জুতা না থাকলে ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরার অনুমতি

٢٦٨١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْ

وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَتَجِدَ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৭৮. আবুল আশআছ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা আর বুরনুস পরিধান করবে না। আর মোজাও পরিধান করবে না, কিন্তু যদি জুতা না পাও, তবে পরতে পার। যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচে পর্যন্ত মোজা পরতে পার।

٢٦٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَا
وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ نِعَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَعْبَ
وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ اَوْمَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৯. আবুল আশআছ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র) - - - - ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি ...

وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَتَجِدَ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৭৮. আবুল আশআছ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা আর বুরনুস পরিধান করবে না। আর মোজাও পরিধান করবে না, কিন্তু যদি জুতা না পাও, তবে পরতে পার। যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচে পর্যন্ত মোজা পরতে পার।

٢٦٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ نِعَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ اَوْمَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৯. আবুল আশআছ আহমদ ইব্‌ন মিকদাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো ? তিনি বললেন ঃ জামা, পাগড়ী, বুরনুস, পায়জামা পরিধান করো না আর মোজাও পরিধান করো না, কিন্তু যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত এক জোড়া মোজা পরতে পার। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যা ওয়ারস্ ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান লেগেছে।

اَلنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ

٢٦٨٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَلْبَسُوْا فِى الْاِحْرَامِ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ *

২৬৮০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায়, জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস এবং মোজা পরিধান করবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ لِمَنْ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ

জুতা না থাকলে ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরার অনুমতি

٢٦٨١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَانَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ

زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَاِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন মুহরিমের তহবন্দ না থাকে, তখন সে পায়জামা পরতে পারে, আর যখন জুতা না থাকে, তখন মোজা পরতে পারে। কিন্তু সে যেন গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

قَطْعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত মোজা কাটা

٢٦٨٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন মুহ্‌রিম ব্যক্তি জুতা নাপায় তখন সে মোজা পরতে পারে এবং তা যেন নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

اَلنَّهْيُ عَنْ اَنْ تَلْبِسَ الْمُحْرِمَةُ الْقَفَازَيْنِ

মুহ্‌রিম মহিলার জন্য হাত মোজা পরা নিষিদ্ধ

٢٦٨٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ *

২৬৮৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহ্‌রাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা জামা, পায়জামা, মোজা পরিধান করবে না। অবশ্য ঐ ব্যক্তি, যার জুতা নেই, সে মোজা পরতে পারবে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত। আর পরিধান করবে না কোন কাপড়, যাতে যা'ফরান ও ওয়ারস লেগেছে। আর মুহ্‌রিম মহিলা নেকাব পরিধান করবে না, আর হাত মোজাও ব্যবহার করবে না।

اَلتَّلْبِيْدُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রামের সময় তাল্‌বীদ করা[১]

٢٦٨٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اُخْتِهِ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَاْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ *

২৬৮৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম ঃ ইহ্‌রাম ছেড়ে হালাল হয়ে গেছে অথচ আপনি উমরার ইহ্‌রাম ছাড়েন নি। তিনি বললেন ঃ আমি আমার মাথায় লাবাদা ব্যবহার করেছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় কালাদা বেঁধেছি। আমি এখন ইহ্‌রাম ছাড়বো না, আমি হজ্জ শেষ করে ইহ্‌রাম ছাড়বো।

٢٦٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا *

২৬৮৫. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তালবীদ করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করেছেন।

اِبَاحَةُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধির বৈধতা

٢٦٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ اِحْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يُحِلَّ بِيَدَىَّ *

২৬৮৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁর ইহ্‌রামের সময় আমি তাঁর গায়ে নিজ হাতে সুগন্ধি লাগিয়েছি। আর যখন তিনি ইহ্‌রাম খুলছিলেন, তাঁর ইহ্‌রাম খোলার পূর্বে আমার নিজ হাতে সুগন্ধি মাখিয়েছি।

٢٦٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্

১. মুহরিম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকলে চুলে যাতে ধূলাবালি প্রবেশ না করে এবং চুলে যাতে উঁকুন না হয়, সে উদ্দেশ্যে চুলে তেল বা গাম জাতীয় জিনিষ ব্যবহার করাকে তাল্‌বীদ বলা হয়।

ﷺ -কে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং তাঁর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করার পূর্বে ইহ্‌রাম খোলার জন্যও।

٢٦٨٨. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ *

২৬৮৮. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইবন জা'ফর নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গায়ে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য এবং তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি। তাঁর ইহ্‌রাম খোলার জন্যও যখন তিনি ইহ্‌রাম খুললেন।

٢٦٨٩. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَارَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৯. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ্ মাখযূমী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য ইহ্‌রামের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং তাঁর ইহ্‌রাম খোলার জন্যও, যামারা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের পূর্বে।

٢٦٩٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْلَالِهِ وَطَيَّبْتُهُ لِاِحْرَامِهِ طِيْبًا لَايُشْبِهُ طِيْبَكُمْ هٰذَا تَعْنِى لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ *

২৬৯০. ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ উমায়র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর হালাল হওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগিয়েছি আর আমি তাঁকে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যা তোমাদের সুগন্ধির অনুরূপ নয়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার স্থায়িত্ব ছিল না।

٢٦٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بِاَطْيَبِ الطِّيْبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلِّهِ *

২৬৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উছমান ইব্‌ন উরওয়া (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কোন্ প্রকারের সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন ঃ সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি তাঁর ইহ্‌রামের সময় এবং হালাল হওয়ার সময়।

٢٦٩٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ *

২৬৯২. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ওয়াযীর ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুরভিত করতাম তাঁর ইহ্‌রামের সময়, উত্তম সুগন্ধি দ্বারা যা আমরা যোগাড় করতে পারতাম।

٢٦٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْنَ يُرِيْدُ اَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ *

২৬৯৩. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর হালাল হওয়ার সময়, ইহ্‌রাম-এর সময়, আর যখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের ইচ্ছা করতেন, যা আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

٢٦٩٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ *

২৬৯৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে, আর কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করার পূর্বে এমন সুগন্ধি, যাতে কস্তুরী মিশ্রিত ছিল।

٢٦٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ يَعْنِي الْعَدَنِيَّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَانَا اِسْحٰقُ يَعْنِي الْاَزْرَقَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَبِيْصَ طِيْبِ الْمِسْكِ فِيْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৬৯৫. আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)-- - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যেন আমি এমনও দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি, যখন তিনি ছিলেন মুহরিম, আহ্‌মদ ইব্‌ন নাসর (র) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর দীপ্তি ছিল।

٢٦٩٦. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৬. মাহ্মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার মধ্যস্থলে সুগন্ধির দীপ্তি ছিল, অথচ তিনি মুহরিম ছিলেন।

مَوْضِعِ الطِّيْبِ

সুগন্ধির স্থান

٢٦٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি। অথচ তিনি মুহ্‌রিম।

٢٦٩٨. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৮. মাহ্মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুলের মূলে সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছিলাম ; অথচ তিনি ছিলেন মুহ্‌রিম।

٢٦٩٩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৯. হুমায়দ ইব্‌ন মাসা'আদা (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার মধ্যস্থিত সুগন্ধির দীপ্তি, অথচ তিনি মুহ্‌রিম।

٢٧٠٠. أَخْبَرَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৭০০. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায়।

٢٧٠١. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ *

২৭০১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার মধ্যস্থিত সুগন্ধির দীপ্তি দেখছি, আর তখন তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলেন।

٢٧٠٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هَنَّادٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ *

২৭০২. কুতায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন উত্তম যে সুগন্ধি পেতেন, তা ব্যবহার করতেন, এমনকি আমি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় এর দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٣. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ *

২৭০৩. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রামের পূর্বে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম, যা আমি পেতাম। এমনকি তাঁর দাড়িতে এবং মাথায় আমি সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٤. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৪. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার মধ্যস্থলে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য তিন দিন পরেও দেখতে পেতাম।

٢٧٠٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَى

وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ فَقَالَ لِاَنْ اَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيْبًا *

২৭০৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) - - - - ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এ থেকে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। সকাল বেলায়ও এর সুগন্ধি তাঁর থেকে ছড়িয়ে পড়তো।

٢٧٠٧. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لِاَنْ اُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَحُ طِيْبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا *

২৭০৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা অপেক্ষা আমার কাছে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা জানালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগিয়েছি ; আর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তারপর তিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

اَلزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের জন্য যা'ফরান ব্যবহার

٢٧٠٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

২৭০৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষের জন্য যা'ফরান ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٢٧٠٩. اَخْبَرَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ *

২৭০৯. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِىْ لِلرِّجَالِ *

২৭১০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, হাম্মাদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ পুরুষদের জন্য।

فِى الْخَلُوْقِ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের জন্য খালুক ব্যবহার

٢٧١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوْقٍ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا اَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاكُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ قَالَ كُنْتُ اَتَّقِىْ هٰذَا وَاَغْسِلُهُ فَقَالَ مَاكُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِىْ عُمْرَتِكَ *

২৭১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়ালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো আর সে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছিল। তার গায়ে কয়েক টুকরা কাপড় ছিল। আর সে খালুক[১] মেখেছিল। সে ব্যক্তি বলেন ঃ আমি উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছি, এখন আমি কি করবো? নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার হজ্জে কি করতে? সে ব্যক্তি বললো ঃ আমি ইহা পরিত্যাগ করতাম এবং ধুয়ে ফেলতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার হজ্জে যা করতে তোমার উমরাহ্‌তেও তাই কর।

٢٧١٢. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ

১. যা'ফরান ইত্যাদি দিয়ে তৈরী মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্য।

بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَاَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ اَنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ *

২৭১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন জি'য়িররানায় ছিলেন। তাঁর গায়ে একটি জুব্বা ছিল, আর মাথা এবং দাড়িতে সুফরা সুগন্ধি লাগান ছিল। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি উমরাহ্র ইহ্রাম বেঁধেছি– আর আমার অবস্থা আপনি যেরূপ দেখছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল, আর তোমার শরীর হতে সুফরা সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। আর তুমি হজ্জে যা করতে তা-ই উমরাহ্য়ও কর।

اَلْكُحْلُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের সুরমা ব্যবহার

٢٧١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ اِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ اَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ *

২৭১৩. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম সম্বন্ধে বলেছেন ঃ যখন সে তার চোখে এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করে, তখন সে যেন ইলুয়া[১] দ্বারা উভয় স্থানে পালিশ করে।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلْمُحْرِمِ

মুহ্রিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ্

٢٧١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا وَاِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا اَسْتَفْتِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ اَمَرَنِيْ بِهِ اَبِيْ ﷺ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ اَنَا اَمَرْتُهَا *

---

১. এক প্রকার গাছের রস।

২৭১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা জাবির (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার যে মনোভাব পরে দেখা দিয়েছে, যদি পূর্বে হতো, তা হলে আমি কুরবানীর জন্তু নিয়ে আসতাম না এবং আগে উমরার কাজ সম্পাদন করতাম। অতএব যার কাছে কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন হজ্জের ইহ্‌রাম ত্যাগ করে নতুনভাবে উমরার কাজ আদায় করে। আলী (রা) ইয়ামান হতে কুরবানীর পশু নিয়ে আগমন করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন। হঠাৎ দেখা গেল, ফাতিমা (রা) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছে এবং সুরমা লাগিয়েছে। তখন ফাতিমা (রা) বললেন ঃ আমার পিতা আমাকে এর আদেশ করেছেন। শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ফাতিমা সত্যই বলেছে, ফাতিমা সত্যই বলেছে, ফাতিমা সত্যই বলেছে। আমি তাকে আদেশ করেছি।

تَخْمِيْرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

মুহরিমের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা

٢٧١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বাহন থেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও, এবং তাকে এমন দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে, যেন তার মাথা এবং চেহারা বাইরে থাকে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

٢٧١٦. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْدَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৬. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তখন নবী ﷺ(সাহাবাদেরকে) বললেন ঃ তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল করাও এবং তার কাপড়েরই তাকে কাফন দাও। আর মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকবে না, কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

إِفْرَادُ الْحَجِّ

হজ্জে ইফরাদ

٢٧١٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ *

২৭১৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেন।

٢٧١٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ *

২৭১৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন।

٢٧١٩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ *

২৭১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুলকা'দা মাস শেষে যুলহিজ্জার চাঁদ দেখার জন্য বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে চায়, সে যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। আর যে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধতে চায়,সে যেন উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধে।

٢٧٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ *

২৭২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হয়েছিলাম, তখন হজ্জ ছাড়া আমাদের আর কোন ধারণা ছিল না।

اَلْقِرَانُ

হজ্জে কিরান

٢٧٢١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ ابْنُ

مَعْبَدٍ كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ ابْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هٰذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ يَاهَنْتَاهُ إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هٰذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ *

২৭২১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুবাই ইব্ন মা'বাদ বলেছেন ঃ আমি একজন খ্রিস্টান বেদুঈন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমি জিহাদের জন্য লালায়িত ছিলাম। দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরাহ্ ফরয হয়েছে। আমি আমার গোত্রের হুরায়ম নামক ব্যক্তির কাছে আসলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ এ দু'টিকে একত্রে আদায় কর। এরপর যে জন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তা যবাহ্ কর। আমি উভয়ের ইহ্রাম বাঁধলাম। যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন সালমান ইব্ন রবীআ এবং যায়দ ইব্ন সূহান এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখনও আমি হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করছি। তাদের একজন অন্য জনকে বললো ঃ এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল নয়। পরে আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি জিহাদ করতে উদগ্রীব। আর আমি দেখছি যে, হজ্জ ও উমরা আমার উপর ফরয। আমি হুরায়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্র নিকট এসে বললাম ঃ আমার উপর হজ্জ ও উমরাহ্ ফরয হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন ঃ হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রে আদায় কর। তারপর যে জন্তু তোমার জন্য সহজলভ্য হয় তা যবাহ্ কর। আমি উভয়ের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধলাম। যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন সালমান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সূহান-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাদের একজন অপরজনকে বললো ঃ এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক অবহিত নয়। তখন উমর (রা) বললেন ঃ তুমি তোমার নবী ﷺ -এর সুন্নত পালন করেছ।

٢٧٢٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الصُّبَيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلاَّ قَوْلَهُ يَاهَنْتَاهُ *

২৭২২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুবাই আমাদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি পূর্ব হাদীসের মত বর্ণনা করে বললেন ঃ আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম– "ইয়া হান্নাহ্" শব্দ ব্যতীত।

٢٧٢٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ اَبُوْ وَائِلٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًا فَاَسْلَمَ فَاَقْبَلَ فِى اَوَّلِ مَاحَجَّ فَلَبّٰى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيْعًا فَهُوَ كَذٰلِكَ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَّ عَلٰى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لَاَنْتَ اَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هٰذَا فَقَالَ الصُّبَىُّ فَلَمْ يَزَلْ فِى نَفْسِى حَتّٰى لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ قَالَ شَقِيْقٌ وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ اِلَى الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا اِلَيْهِ مِرَارًا اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ *

২৭২৩. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) ও ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - ইরাক অধিবাসী এক ব্যক্তি যাকে শাকীক ইব্ন সালামা আবূ ওয়ায়িল বলা হয়, তিনি বর্ণনা করেন, সুবাই ইব্ন মা'বাদ নামক বনী তাগলিবের এক ব্যক্তি ছিল খ্রীস্টান, যে ইসলাম গ্রহণ করলো। সে প্রথম হজ্জ করতে গিয়ে হজ্জ এবং উমরাহ্ উভয়ের তাল্বিয়া পাঠ করলো। এভাবে হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের তালবিয়া তালবিয়া পড়তে পড়তে সে সালমান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহানের নিকট গেল। তখন তাদের একজন বললেন ঃ তুমি তোমার এই উট হতে অজ্ঞ। সুবাই বলেন ঃ আমার অন্তরের এই কথা নিয়ে আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে দেখা করলাম, তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার নবীর সুন্নতের হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো। শাকীক (র) বলেন ঃ আমি এবং মসরূক ইব্ন আজদা সুবাই ইব্ন মা'বাদের নিকট একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বারবার বলতাম।

٢٧٢٤. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًا يُلَبِّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ اَلَمْ تَكُنْ تُنْهٰى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمْ اَدَعْ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْلِكَ *

২৭২৪. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি উছমান (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি তখন আলী (রা)-কে হজ্জ এবং উমরাহ্র তালবিয়া পাঠ করতে শুনতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কি এরূপ করতে নিষেধ করা হয়নি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ দুয়ের জন্য একসাথে তাল্বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অতএব আমি তোমার কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নত পরিত্যাগ করবো না।

٢٧٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ

حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ اَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ اَتَفْعَلُهَا وَاَنَا اَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ اَكُنْ لاَدَعَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ *

২৭২৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মারওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, উছমান (রা) হজ্জে তামাত্তু এবং কোন ব্যক্তির হজ্জ ও উমরাহ্ একত্র করতে নিষেধ করেন। তখন আলী (রা) এক সঙ্গে বলেন ঃ লাব্বায়কা। তখন উছমান (রা) বললেন ঃ আমি "বি হাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন" নিষেধ করা সত্ত্বেও কি তুমি তা করছো ? আলী (রা) বললেন ঃ কোন লোকের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারি না।

٢٧٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ *

২৭২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - নযর শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٢٧. اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ حِيْنَ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِكَ قَالَ فَاِنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ ﷺ لِاَصْحَابِهِ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلٰكِنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ *

২৭২৭. মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে ইয়ামানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। যখন তিনি তথা হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন আলী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ কিরূপ করেছ ? আমি বলি ঃ আমি আপনার ইহ্‌রামের মত ইহ্‌রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ আমি কুরবানীর জন্তু নিয়ে এসেছি এবং হজ্জে কিরানের নিয়্যত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি কোন কাজে অগ্রসর হলে তা থেকে পিছপা হই না। আমার অবস্থা যদি এরূপ না হতো তাহলে তোমরা যা করেছ আমিও তা করতাম। কিন্তু আমি কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে এসেছি এবং হজ্জে কিরানের নিয়্যত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি কোন কাজে অগ্রসর হলে তা থেকে পিছপা হই না। আমার অবস্থা যদি এরূপ না হতো, তাহলে তোমরা যা করেছ আমিও তা করতাম। কিন্তু আমি কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে এসেছি এবং কিরানের ইহ্‌রাম বেঁধেছি।

٢٧٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ

هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُوْلُ قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُوُفِّىَ قَبْلَ اَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ الْقُرْاٰنُ بِتَحْرِيْمِهِ *

২৭২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রে সমাধা করেন। তারপর এ ধরনের হজ্জ হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এবং এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করার পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

٢٧٢٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ *

২৭২৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরাহ্ একসাথে আদায় করেন। তারপর এ সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং নবী ﷺ-ও এর থেকে নিষেধ করেন নি। এক ব্যক্তি তার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٢٧٣٠. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ هٰذَا اَحَدُهُمْ لاَبَاْسَ بِهِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِى عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ لاَبَاْسَ بِهِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِى عَنِ الزُّهْرِىِّ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ *

২৭৩০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ দাউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছি।

٢٧٣١. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيٰى وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ح وَاَنْبَاَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ وَيَحْيٰى بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *

২৭৩১. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান।

٢٧٣٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّى بِهِمَا *

২৭৩২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ দুয়ের জন্য তালবিয়া পড়তে শুনেছি।

٢٧٣٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ قَالَ اَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُلَبِّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيْعًا فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيْتُ اَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَنَسٌ مَاتَعُدُّوْنَا الاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا *

২৭৩৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা) থেকে বলতে শুনেছি। নবী ﷺ-কে হজ্জ ও উমরাহ্‌র একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর কথা ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। এরপর আমি আনাসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ইব্‌ন উমরের এই উক্তি তার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, ইব্‌ন উমর কি আমাদেরকে বালক মনে করেন ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান। অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের তালবিয়া একত্রে পড়তে শুনেছি।

اَلتَّمَتُّعُ

হজ্জে তামাত্তু[১]

٢٧٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رضـ) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَيَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا

১. এখানে তামাত্তু দ্বারা হজ্জে তামাত্তু-এর পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি বরং অভিধানিক অর্থ অর্থাৎ লাভবান হওয়া বা উপকৃত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একই ইহ্‌রামে উমরাহ্ ও হজ্জের কাজ সমাধা করে লাভবান হওয়া অর্থে তামাত্তু শব্দ ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য সাহাবাদের নিকট তামাত্তু দ্বারা কিরানও বুঝা যেত।

وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لْيُهْدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ *

২৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জের উমরাহ্ ও হজ্জ একত্রে পর্যায়ক্রমে আদায় করে তামাত্তু করেন। আর তিনি যুল হুলায়ফায় তাঁর সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন এবং তা পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দিনে হজ্জের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধলেন তারপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আর অন্যান্য লোক তাঁর সাথে পর্যায়ক্রমে উমরাহ্ ও হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলো। লোকদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিল তারা তো কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিল। আর তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল যারা কুরবানীর পশু নিয়ে আসেনি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু পাঠিয়েছে, সে যেন হজ্জ আদায় করা পর্যন্ত তার জন্য যা হারাম করা হয়েছে তদ্দ্বারা ইহ্‌রাম ভঙ্গ না করে। আর যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু পাঠায়নি, সে যেন কা'বার তওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথার চুল ছাঁটে এবং ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে। তারপর সে যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং কুরবানীর জন্তু পাঠায়। আর যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু পাঠাতে সমর্থ না হয়, সে যেন হজ্জের মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে, এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর সাতদিন সিয়াম পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করলেন, সর্বপ্রথম তওয়াফ করলেন এবং রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করলেন, তারপর তিনি সাত তওয়াফের তিন তওয়াফে রমল করলেন এবং চার তওয়াফে হাঁটলেন। তওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র নিকট মকামে ইব্‌রাহীমে দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তথা হতে সাফা পাহাড়ে আগমন করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাতবার সাঈ করলেন। পরে হজ্জ আদায় করার পূর্বে যা তাঁর জন্য হারাম ছিল, তার কোনটি করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি। এরপর কুরবানীর দিন পশু কুরবানী করলেন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর জন্য যা হারাম ছিল তার প্রত্যেকটি দ্বারা তিনি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলেন। পরে লোকদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিল বা নিয়ে এসেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করলেন তদ্রূপ করলো।

٢٧٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ

عَلِيٌّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ
أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ قَالَ بَلَى *

২৭৩৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালা (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আলী ইব্‌ন উছমান (রা) হজ্জ সমাপ্ত করলেন, আমরা যখন কোন রাস্তায় ছিলাম, তখন উছমান (রা) তামাত্তু করতে নিষেধ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন ঃ যখন তোমরা তাকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখ তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর। পরে আলী (রা) এবং তাঁর অনুসারীগণ উমরার তালবিয়া পড়লেন। আর উছমান তাদেরকে নিষেধ করেন নি। আলী (রা) বললেন ঃ আমাকে কি খবর দেয়া হয়নি যে, আপনি তামাত্তু করতে নিষেধ করেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন আলী (রা) তাকে বললেন ঃ আপনি কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু করেছেন ? তিনি বললনে ঃ হ্যাঁ।

٢٧٣٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى
فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ
صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ *

২৭৩৬. কুতায়বা (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সকে মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের হজ্জের বছর বলতে শুনেছেন ঃ তারা হজ্জ পর্যন্ত উমরাহ্ দ্বারা তামাত্তু করার ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। দাহ্‌হাক বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশের ব্যাপারে অজ্ঞ, সে ব্যতীত কেউই এরূপ করতে পারে না।" সা'দ বলেন ঃ "হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি যা বললে তা অত্যন্ত মন্দ।" তখন দাহ্‌হাক (রা) বললেন ঃ "উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।" সা'দ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন। আর আমরাও তাঁর সাথে এরূপ করেছি।"

٢٧٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ
رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ
عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا
بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ *

২৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি

হজ্জ-ই-তামাত্তু-এর ফতোয়া দিতেন। তাকে এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি এ ধরনের ফতোয়া দান থেকে বিরত থাকুন। কেননা আপনি জানেন না আমীরুল মুমিনীন হজ্জের আহকামে কি নতুন আবিষ্কার করেছেন। পরে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে উমর (রা) বলেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে জানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন। কিন্তু লোক আরাকে[১] স্ত্রীসহবাস করে হজ্জে গমন করবে, আর তাদের মাথা থেকে পানি পড়তে থাকবে, তা আমার পছন্দনীয় নয়।

٢٧٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبِى قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى الْعُمْرَةَ فِى الْحَجِّ *

২৭৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাদেরকে তামাত্তু থেকে নিষেধ করছি। অথচ তা আল্লাহ্‌র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জের আগে উমরাহ্ করেছেন।

٢٧٣٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَعَلِمْتَ اَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِىُّ ﷺ *

২৭৩৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুয়াবিয়া (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি জানেন কি, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটেছিলাম ? তিনি বললেন ঃ না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুয়াবিয়া (রা) লোকদেরকে তামাত্তু করতে নিষেধ করেন, অথচ নবী ﷺ তামাত্তু করেছেন।

٢٧٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتْنِى وَغَسَلَتْ رَاْسِى فَكُنْتُ اُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ فِى اِمَارَةِ اَبِى بَكْرٍ وَاِمَارَةِ عُمَرَ وَاِنِّى لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ اِذْ جَاءَنِىْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى شَاْنِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ

---

১. আরাফাতের নিকটবর্তী স্থানে একটি গাছের নাম 'আরাক'।

الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوْا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاهٰذَا الَّذِىْ اَحْدَثْتَ فِى شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَاِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْىَ *

২৭৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি বাতহায় ছিলেন। তিনি বলেন ঃ কিসের তালবিয়া পাঠ করেছ ? আমি বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার তালবিয়া পাঠ করেছেন, আমিও তার তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর পশু পাঠিয়েছ ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি প্রথমে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ কর, তারপর ইহ্‌রাম ভঙ্গ কর। আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করলাম এরপর আমার বংশের একজন মহিলার নিকট গেলাম, সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে ও মাথা ধুইয়ে দিল। আমি লোকদেরকে আবূ বকর ও উমরের খেলাফতের সময় এই ফতোয়াই দিতাম। আমি এক হজ্জের মওসুমে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন কথা বলছেন, তা কি তুমি জান না ? আমি বললাম ঃ হে লোকসকল ! আমি যাকে কোন ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মুমিনীন শীঘ্রই আসছেন, তাঁর অনুসরণ কর। যখন তিনি আগমন করলেন, তখন আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! হজ্জের ব্যাপারে আপনি কি নূতনত্ব প্রবর্তন করেছেন ? তিনি বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কাজ করবো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ এবং উমরাহ্ আদায় কর।" আর আমরা আমাদের নবী ﷺ -এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করবো। তিনি কুরবানী করার পূর্বে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি।

٢٧٤١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيْهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ *

২৭৪১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু করেছেন এবং তাঁর সাথে আমরাও তামাত্তু করেছি। এ ব্যাপারে কেউ তার মত ব্যক্ত করেছেন।

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْاِهْلَالِ

তাল্‌বিয়া পাঠের সময় বিসমিল্লাহ্ পরিত্যাগ করা

٢٧٤٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ

أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَثَ
بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي حَاجٍّ هٰذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ
كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ
مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ
تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَانَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ *

২৭৪২. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে তাঁকে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় নয় বৎসর অবস্থান করেন। তারপর জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ দেয়া হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বৎসর হজ্জ করতে যাবেন। এ সংবাদে মদীনায় বহু লোকের সমাগম হলো। সকলেই কামনা করছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ সমাপন করবেন এবং তিনি যা করেন তা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে মদীনা থেকে বের হন। আর আমরাও তাঁর সাথে বের হই। জাবির (রা) বলেন ঃ এসময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যেই ছিলেন। তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তিনি এর মর্ম অনুধাবন করতেন। তিনি তদনুযায়ী যা করতেন, আমরাও তা করতাম। আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলাম।

٢٧٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لَانَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا
كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَحِضْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ
كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ *

২৭৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সফরে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি ঋতুবতী হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসলেন আর আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ইহা এমন বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদমের কন্যা সন্তানদের উপর নির্ধারিত করেছেন। তুমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের যে সকল কাজ করে তুমিও তা করতে থাক।

اَلْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

মুহরিম ব্যক্তির নিয়্যত ব্যতীত হজ্জ আদায় করা

٢٧٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُو مُوْسَى اَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَحِلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً فَفَلَتْ رَاْسِي فَجَعَلْتُ اُفْتِي النَّاسَ بِذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ خِلاَفَةُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا مُوْسَى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ قَالَ اَبُوْ مُوْسَى يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّ اَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ *

২৭৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রা) বলেছেন ঃ আমি ইয়ামান থেকে আসলাম। তখন নবী ﷺ বাতহায় ছিলেন, এখানেই তিনি হজ্জ আদায় করেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি কি হজ্জ করেছ ? আমি বলি ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কিরূপ নিয়ত করেছ ? তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ "আমি নবী ﷺ-এর নিয়তে নিয়ত করলাম। তিনি বলেন ঃ তাহলে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ কর এবং সাফা মারওয়ার সাঈ কর এবং ইহ্‌রাম ভঙ্গ কর। আমি তা-ই করলাম। তারপর আমি এক মহিলার নিকট আসলাম, সে আমার মাথা থেকে উকুন বের করলো, এরপর আমি লোকদেরকে এরূপ ফতোয়া দিতে লাগলাম, এমনকি উমর (রা)-এর খেলাফতকালেও। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আবূ মূসা ! তোমার এরূপ ফতোয়া দেয়া থেকে তুমি বিরত থাক। কেননা তুমি জান না তোমার পর আমীরুল মুমিনীন হজ্জের আহ্‌কামে কি নতুন বিধান দিয়েছেন। আবূ মূসা বললেন ঃ হে লোকসকল ! আমি যাকে ফতোয়া দিয়েছি, সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা আমীরুল মুমিনীন তোমাদের নিকট আগমন করছেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। উমর (রা) বলেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে কাজ করবো। তিনি আমাদেরকে হজ্জের আহকাম পূর্ণ করতে আদেশ করেছেন। আর আমরা নবী ﷺ -এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করবো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতেন না, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যবেহ-এর স্থানে পৌছে যেতো।

٢٧٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَمَعِىَ الْهَدْىُ قَالَ فَلَا تَحِلَّ *

২৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন ঃ আলী (রা) ইয়ামন থেকে আগমন করলেন কুরবানীর জন্তু নিয়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু এনেছিলেন। তিনি আলী (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কিসের নিয়্যত করেছ? তিনি বললেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্! আমি নিয়্যত করছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার নিয়্যত করেছেন। আর আমার সাথে রয়েছে কুরবানীর পশু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করো না।

٢٧٤٦. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِىٌّ مِنْ
سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا
كَمَا اَنْتَ قَالَ وَاَهْدَى عَلِىٌّ لَهُ هَدْيًا *

২৭৪৬. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আলী (রা) তাঁর উপর ন্যস্ত কাজ সমাপ্ত করে আগমন করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে আলী (রা)! তুমি কিরূপ নিয়্যত করেছ? তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ যেরূপ নিয়্যত করেছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি কুরবানীর জন্তু সংগ্রহ কর এবং মুহরিম অবস্থায় থাক, যেমন তুমি আছ। রাবী বলেন ঃ আলী (রা) তাঁর নিজের জন্য একটি কুরবানীর জন্তু সংগ্রহ করলেন।

٢٧٤٧. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا
يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ حِيْنَ اَمَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ
فَاَصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقِىَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلِىٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ
بِنَضُوْحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِىْ مَا لَكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَاَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ
اَهْلَلْتُ بِاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهْلَلْتَ
قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ *

২৭৪৭. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - - জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম, যখন নবী ﷺ তাকে ইয়ামনে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁর সাথে আমি কিছু মুদ্রা পেলাম। যখন আলী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। তখন আলী (রা) বললেন ঃ আমি ফিরে

ফাতিমা (রা)-কে পেলাম। সে তার ঘরকে নাদূহ [১] সুগন্ধি দ্বারা সুরভিত করে রেখেছে। আমি তার নিকট থেকে দূরে রইলাম। সে আমাকে বললো ঃ আপনার কি হলো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার সাহাবীগণকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার আদেশ করেছেন, এবং তাঁরা ইহ্রাম ভঙ্গ করেছেন। আলী (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিয়্যতে নিয়্যত করেছি। তিনি বলেন ঃ তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি করেছ ? আমি বললাম ঃ আমি আপনার নিয়্যতে নিয়্যত করেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তো কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং হজ্জে কিরান করেছি।

اِذَا اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

উমরাহ্র ইহ্রাম দ্বারা হজ্জ করা যায় কিনা ?

٢٧٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاَنَا اَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلَّا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

২৭৪৮. কুতায়বা (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) হজ্জের ইচ্ছা করছিলেন। যে বৎসর হাজ্জাজ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিল। তাঁকে বলা হলো যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে তারা তোমাকে হজ্জ থেকে বিরত রাখবে। তিনি বললেন ঃ "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" যদি অবস্থা তা-ই হয়, তা হলে আমি তা-ই করবো– যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে,আমি আমার উপর উমরাহ্ ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর তিনি বের হলেন। পরে যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন ঃ হজ্জ এবং উমরাহ্র অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরাহ্র সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। আর তিনি একটি কুরবানীর পশু এনেছিলেন। তিনি তা কুদায়া নামক স্থান থেকে ক্রয় করেছিলেন। তারপর তিনি হজ্জ এবং উমরাহ্র উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে চলে গেলেন। পরে তিনি মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। এর অতিরিক্ত তিনি কিছু করেন নি। কুরবানীও করলেন না। মাথা মুণ্ডালেন না, চুলও কাটলেন না এবং যে সকল বস্তু হারাম ছিল, তার কোনটি দ্বারা ইহ্রাম ভঙ্গ করলেন না।

---

১. নাদূহ এক প্রকার সুগন্ধি, যার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন উপস্থিত হলো, তারপর তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন। পরে দেখা গেল, তিনি প্রথম তাওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরাহ্র তাওয়াফ পূর্ণ করলেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছেন।

كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

কিরূপে তাল্বিয়া পড়তে হয় ?

٢٧٤٩. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِيْ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ٭

২৭৪৯. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালিম (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাল্বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফায় দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন তিনি যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকট উটনীর উপর আরোহণ করতেন, তখন তিনি ঐ সকল বাক্য দিয়ে তাল্বিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٥٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَاَبَا بَكْرٍ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ٭

২৭৫০. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

٢٧٥١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ٭

২৭৫১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

٢٧٥٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ *

২৭৫২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল ঃ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ইব্‌ন উমর (রা) তাতে আরও বাড়িয়ে বলেছেন ঃ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

٢٧٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ *

২৭৫৩. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর তালবিয়া ছিল ঃ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

٢٧٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَاَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ اِلاَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلاً *

২৭৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর তালবিয়ার মধ্যে ছিল ঃ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ আবূ আবদুর রহমান বলেন ঃ আবদুল আযীয ব্যতীত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফজল থেকে অন্য কেউ ইহা বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া তাঁর থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْاِهْلاَلِ

উঁচু স্বরে তালবিয়া পড়া

٢٧٥٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِي

بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ اَصْحَابَكَ اَنْ يَرْفَعُوا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ *

২৭৫৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - খাল্লাদ ইব্‌ন সায়িব তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আপনার সাহাবীগণকে বলে দিন, তারা যেন উঁচু স্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

اَلْعَمَلُ فِي الْاِهْلاَلِ

তালবিয়ায় যা করা হয়

٢٧٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ *

২৭৫৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পর তালবিয়া পড়া আরম্ভ করতেন।

٢٧٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৭৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়দা নামক স্থানে জোহরের সালাত আদায় করে সওয়ার হলেন এবং বায়দা পাহাড়ে আরোহণ করেন আর হজ্জ ও উমরাহ্‌র তালবিয়া পাঠ করলেন। জোহরের সালাত আদায়ের পর।

٢٧٥٨. اَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِيْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى اَتَى الْبَيْدَاءَ *

২৭৫৮. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে বলেন ঃ যখন তিনি যুলহুলায়ফায় আগমন করেন, তখন তিনি সালাত আদায় করেন এবং বায়দায় আসা পর্যন্ত নীরব থাকেন।

٢٧٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ بَيْدَاءُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ *

২৭৫৯. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন ঃ ইহা তোমাদের ঐ বায়দা যার ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা বলছো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে তালবিয়া পড়া আরম্ভ করেন নি।

٢٧٦٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةً ٭

২৭৬০. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যুলহুলায়ফায় তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং সওয়ারীতে যখন স্থির উপবিষ্ট হতেন তখন তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছি।

٢٧٦١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ٭

২৭৬১. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় সওয়ারীতে স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ اِسْحٰقَ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تُهِلُّ اِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهِلُّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ ٭

২৭৭৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমি আপনাকে দেখলাম যে, আপনি যখন আপনার উটনীর উপর স্থির হয়ে বসেন, তখন তালবিয়া পাঠ করেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় উটনীর উপর স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

اِهْلَالُ النُّفَسَاءِ

নিফাসগ্রস্তা মহিলার তালবিয়া পাঠ

٢٧٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

২৭৫৯. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন ঃ ইহা তোমাদের ঐ বায়দা যার ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা বলছো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে তালবিয়া পড়া আরম্ভ করেন নি।

٢٧٦٠. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً *

২৭৬০. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যুলহুলায়ফায় তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং সওয়ারীতে যখন স্থির উপবিষ্ট হতেন তখন তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছি।

٢٧٦١. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ *

২৭৬১. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় সওয়ারীতে স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحٰقَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ *

২৭৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমি আপনাকে দেখলাম যে, আপনি যখন আপনার উটনীর উপর স্থির হয়ে বসেন, তখন তালবিয়া পাঠ করেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় উটনীর উপর স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

إِهْلَالِ النُّفَسَاءُ

নিফাসগ্রস্তা মহিলার তালবিয়া পাঠ

٢٧٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ يَقْدِرُ اَنْ يَأْتِىَ رَاكِبًا اَوْ رَاجِلاً اِلاَّ قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوْا مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ ثُمَّ اَهِلِّى فَفَعَلَتْ مُخْتَصَرٌ *

২৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মদীনায়) নয় বছর অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেন নি। তারপর তিনি লোকদেরকে হজ্জের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ফলে যে সওয়ার হয়ে অথবা পদব্রজে আসার ক্ষমতা রাখতো, এমন কেউ আসতে বাকী রইলো না। তারা মিলিত হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জে শরীক হওয়ার জন্য। এমনিভাবে সকলে যুলহুলায়ফায় উপস্থিত হলো। সেখানে আসমা বিন্ত উমায়স-এর গর্ভে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ভূমিষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পাঠালে তিনি বলেন ঃ গোসল করে একখানা কাপড় বেঁধে নাও, তারপর তালবিয়া পাঠ কর, তিনি তা-ই করেন। (সংক্ষিপ্ত)

٢٧٦٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ اَبِي بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلُّ *

২৭৬৪. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসমা বিন্ত উমায়স-এর গর্ভে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ভূমিষ্ট হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে ঐ অবস্থায় কি করতে হবে ? তখন তিনি তাকে গোসল করতে এবং একখানা কাপড় বেঁধে নিয়ে তালবিয়া পড়তে আদেশ করেন।

فِى الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

উমরাহ্র তালবিয়া পাঠকারিণী যদি ঋতুবতী হয় এবং হজ্জ ফউত হওয়ার আশংকা করে

٢٧٦٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَاَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ عَرَكَتْ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ اَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ اَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِى فَقَالَ مَاشَأْنُكِ فَقَالَتْ

شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ●

২৭৬৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে গমন করলাম, আর আয়েশা (রা) গেলেন উমরাহ্‌র তালবিয়া পড়তে পড়তে। আমরা যখন সরিফ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন আয়েশা (রা) ঋতুমতী হলেন. তারপর যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম, আমরা কা'বা শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা এবং মারওয়ার সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে। রাবী বলেন– আমরা আরয করলাম ঃ কোন বস্তু হালাল হবে ? তিনি বললেন ঃ সকল কিছুই হালাল হবে। (যা ইহ্‌রামে কারণে হারাম হয়েছিল)। পরে আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং আমাদের কাপড় পরিধান করলাম অথচ আমাদের ও আরাফার মধ্যে চার রাতেরই ব্যবধান ছিল। তারপর আমরা ৮ই যিল্‌হজ্জের দিন তালবিয়া পাঠ করলাম। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন তখন দেখলেন তিনি কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমার অবস্থা হলো আমার ঋতু আরম্ভ হয়েছে, লোকজন তো ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেছে অথচ আমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করিনি আর আমি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফও করিনি। এখন লোকজন তো হজ্জ আদায়ের জন্য যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইহা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের নিয়ত কর। তারপর তিনি তা-ই করলেন এবং বিভিন্ন অবস্থান স্থলে অবস্থান করলেন। এরপর যখন তিনি পবিত্র হলেন। তখন বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এখন তুমি তোমার হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলে ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মনে হয় যেন আমি বাতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করিনি, অথচ হজ্জ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবদুর রহমান ! তাকে নিয়ে যাও এবং তানঈম হতে উমরাহ্ করাও। আর ইহা ছিল মুহাস্‌সবের রাত্রি।[১]

٢٧٦٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَايَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১. মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবস্থানের রাত্রি।

فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَرْسَلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ٭

২৭৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরাহ্‌র তালবিয়া পড়লাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জন্তু রয়েছে, সে যেন উমরাহ্‌র সাথে হজ্জেরও নিয়্যত করে এবং এ দুয়ের কাজ সমাধা করার পূর্বে যেন ইহ্‌রাম ভঙ্গ না করে, তারপর আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। ফলে আমি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা ও মারওয়ার সা'ঈও না। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুলের বেনী খুলে ফেল, মাথার চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের নিয়্যত কর। উমরাহ্‌র নিয়্যত ছেড়ে দাও,তখন আমি তাই করলাম। যখন হজ্জ শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে তানঈম পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরাহ্ করলাম। তিনি বললেন ঃ ইহাই তোমার উমরাহ্‌র স্থান। অতএব যারা উমরাহ্‌র নিয়্যত করেছিলেন, তারা কা'বার তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করলেন। পরে তারা ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলেন। তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য অন্য এক তওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরাহ্‌র একত্রে নিয়্যত করেছিলেন তারা একই তওয়াফ করলেন (ফরয হিসেবে)।

اَلْاِشْتِرَاطُ فِى الْحَجِّ

হজ্জে শর্ত করা

٢٧٦٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ اَرَادَتِ الْحَجَّ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٭

২৭৬৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুবা'আ (রা) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন, যেন তিনি শর্ত করে নেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশে তা-ই করলেন।

كَيْفَ يَقُوْلُ اِذَا اشْتَرَطَ

শর্ত করার সময় কি বলবে ?

٢٧٦٨. اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثَهُ يَعْنِي عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِي لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَاِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ *

২৭৬৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ দুবা'আ বিন্‌ত যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। এখন আমি কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَاِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ "লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, আমার ইহ্‌রাম খোলার স্থান ঐটি যেখানে আমাকে আটকে দিলে।" কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তা-ই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছ।

٢٧٦٩. اَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي امْرَاَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّي اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَاْمُرُنِي اَنْ اُهِلَّ قَالَ اَهِلِّي وَاشْتَرِطِي اَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي *

২৭৬৯. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুবা'আ বিন্‌ত যুবায়র রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি সন্তান সম্ভবা মহিলা অথচ আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। অতএব, আমাকে কি বলে ইহ্‌রাম করতে আদেশ করেন ? তিনি বলেন ঃ তুমি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় শর্ত করে বলবে ঃ যেখানে (হে আল্লাহ্‌) আমাকে বাধা দেবেন, সেখানে আমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করবো।

٢٧٧٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي شَاكِيَةٌ وَاِنِّي اُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي اَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ اِسْحٰقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُو عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ *

২৭৭০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুবা'আ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে দুবা'আ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি অসুস্থ অথচ আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি হজ্জে যাবে এবং শর্ত করবে যে, (হে আল্লাহ্) আপনি আমাকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেখানে আমি ইহ্রাম ভঙ্গ করবো।

مَايَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ اِشْتَرَطَ

যাকে হজ্জে বাধা দান করা হয়েছে অথচ সে শর্ত করেনি

٢٧٧١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِىْ وَيَصُوْمُ اِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا *

২৭৭১. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ও হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্ন উমর (রা) হজ্জে শর্ত করা অস্বীকার করে বলতেন ঃ তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? যদি তোমাদের কেউ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হয়, যে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে। তারপর সর্বপ্রকার (ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে) হালাল হয়ে যাবে, এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ করবে ও কুরবানীর জন্তু যবাহ্ করবে। আর যদি কুরবানী না করতে পারে, তবে সিয়াম পালন করবে।

٢٧٧٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ اِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَاِنْ حَبَسَ اَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَاْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَحْلِقْ اَوْ يُقَصِّرْ ثُمَّ لْيَحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৭৭২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হজ্জে শর্ত করতে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জন্য কি তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? তিনি শর্ত করতেন না, যদি তোমাদের কারও সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তবে সে যেন বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে। তারপর মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল কাটে এবং হালাল হয়ে যায়। আর পর বৎসর তার জন্য হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে।

اِشْعَارُ الْهَدْيِ

কুরবানীর পশুর ইশ'আর [১] করা

٢٧٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَنْبَانَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرٌ *

২৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা এবং ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মিসওয়ার ইব্‌ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তাঁর ১৪০০ শত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। যখন তাঁরা যুলহুলায়ফা পৌঁছলেন, তখন তিনি কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা পরালেন এবং ইশ্‌আর করলেন এবং উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধলেন। (সংক্ষিপ্ত)

٢٧٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ *

২৭৭৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটের ইশআর করেন।

اَىُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ

পশুর কোন্‌দিকে ইশ্‌আর করা হবে ?

٢٧٧٥. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَاَشْعَرَهَا *

২৭৭৫. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটের ডান দিকে ইশ্‌আর করেন এবং রক্ত মুছে ফেলেন, আর এভাবে তার ইশ্‌আর করেন।

بَابُ سَلْتِ الدَّمِ عَنِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা

---

১. উটের কুঁজের একপাশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা, যাতে তা কুরবানীর পশু বলে চিহ্নিত হয়।

٢٧٧٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ *

২৭৭৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় পৌছলেন, তখন তিনি আদেশ করলেন তাঁর উটকে ইশ্‌আর করতে। তারপর তাঁর উটের কুঁজের ডানদিকে ইশ্‌আর করা হলো, তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং তার গলায় দু'খানা জুতার কিলাদা বা মালা লাগালেন। আর যখন সেটি তাঁকে নিয়ে বায়দায় পৌছলেন, তখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

فَتْلُ الْقَلاَئِدِ

কিলাদা পাকান

٢٧٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৭৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর জন্তু পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহরিম যা বর্জন করে তার কিছুই বর্জন করতেন না।

٢٧٧٨. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ *

২৭৭৮. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা পাকাতাম। তিনি কিলাদা পাঠিয়ে দিতেন। কুরবানীর জন্তু কুরবানীর স্থানে পৌছার পূর্বে তিনি ঐ সমস্ত কাজই করতেন, যা একজন হালাল ব্যক্তি করে থাকে।

٢٧٧٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيْمُ وَلاَيُحْرِمُ *

২৭৭৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা পাকাতাম। তারপরও তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন, ইহ্‌রাম বাঁধতেন না।

٢٧٨٠. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم *

২৭৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ যয়ীফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি তাঁর কুরবানীর জন্তুকে তা পরিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। পরে তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন এবং মুহরিম যা পরিহার করে, তার কিছুই পরিহার করতেন না।

٢٧٨١. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله ﷺ ثم يمكث حلالا *

২৭৮১. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ জা'ফারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর বকরীর জন্য আমি যে কিলাদা প্রস্তুত করতাম, তা আমার এখনও মনে আছে। তারপর তিনি হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

ما يفتل منه القلائد

কিলাদা তৈরীর উপকরণ

٢٧٨٢. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله *

২৭৮২. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এ সকল কিলাদা তৈরী করতাম– তুলা দ্বারা, যা আমার নিকট থাকতো। তারপর নবী ﷺ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করতেন। এরপর তিনি সে সকল কাজ করতেন। যা একজন হালাল ব্যক্তি তার পরিবারে করে থাকে। আর যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে করে থাকে।

تقليد الهدي

কুরবানীর পশুকে কিলাদা পরান

٢٧٨٣. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر *

২৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষের কি হলো, তারা তো উমরাহ্ করে হালাল হয়ে গেছে, আর আপনি তো উমরাহ্ আদায় করার পর হালাল হলেন না ? তিনি বললেন ঃ আমি মাথার চুল জমাট করেছি এবং আমার কুরবানীর পশুকে কিলাদা পরায়েছি। অতএব আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হবো না।

٢٧٨٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِيَّ ﷺ لَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَدْىَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبَّى وَاَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ ‎*

২৭৮৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় গমন করেন, তখন কুরবানীর পশুর কুঁজের ডান দিকে ইশ্‌আর করেন। তারপর তা থেকে রক্ত মুছে ফেলেন, আর তাকে দু'খানা জুতার কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর তাঁর উটনীর উপর আরোহণ করেন। যখন উটনী তাঁকে নিয়ে বায়দায় পৌছলো। তখন তিনি তালবীয়া পাঠ করে জোহরের সময় ইহ্‌রামের দু'আ পড়ে ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন।

تَقْلِيْدُ الْاِبِلِ

উটকে কিলাদা পরান

٢٧٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا اِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَاَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا ‎*

২৭৮৫. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর উটের কিলাদা পাকিয়েছি। তারপর তিনি তাকে কিলাদা পরালেন এবং তাকে ইশ্‌আর করলেন এবং তাকে বায়তুল্লাহ্ অভিমুখী করে কিলাদাসহ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অবস্থান করলেন অথচ যেসকল বস্তু তাঁর জন্য হালাল ছিল, তা তার কোনটাই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

٢٧٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ ‎*

২৭৮৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর উটের কিলাদা পাকিয়েছি। অথচ তিনি ইহ্‌রাম বাঁধেন নি এবং কোন কাপড়ও পরিত্যাগ করেন নি।

تَقْلِيْدُ الْغَنَمِ

বকরীকে কিলাদা পরান

٢٧٨٧. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا *

২৭৮৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুরবানীর পশুর (বকরীর) কিলাদা পাকাতাম।

٢٧٨٨. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ *

২৭৮৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বকরীকে কুরবানীর পশু হিসেবে পাঠাতেন।

٢٧٨٩. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْدٰى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَّدَهَا *

২৭৮৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বকরীকে কুরবানীর পশুরূপে পাঠালেন, এবং তিনি তাকে কিলাদা পরালেন।

٢٧٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ *

২৭৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুরবানীর পশুর (বকরীর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম হতেন না।

٢٧٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ *

২৭৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুরবানীর পশুর (বকরীর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম হতেন না।

٢٧٩٢. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَاَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَلاَلاً لَمْ يَحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ ٭

২৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাদা (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর বকরীর কিলাদা পরিয়ে দিতাম। আর তিনি তা হালাল অবস্থায় পাঠিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি কোন কিছু বর্জন করতেন না।

تَقْلِيْدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ

কুরবানীর জন্তুকে দু'টি জুতার কিলাদা পরান

٢٧٩٣. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَاَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ ٭

২৭৯৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় পদার্পণ করলেন, তখন কুরবানীর জন্তুর কুঁজের ডানদিকে ইশ্‌আর করলেন। তারপর তা থেকে রক্ত মুছে ফেললেন পরে তাকে দু'টি জুতার কিলাদা পরালেন। তারপর তিনি তাঁর উটনীতে আরোহণ করলেন। যখন তা তাঁকে নিয়ে বায়দায় পৌঁছলেন, তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। তিনি জোহরের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং হজ্জের তালবীয়া পাঠ করলেন।

هَلْ يَحْرِمُ اِذَا قَلَّدَ

যখন কিলাদা পরায়, তখনই কি ইহ্‌রাম বাঁধতে হয় ?

٢٧٩٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا كَانُوا حَاضِرِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ اَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ٭

২৭৯৪. কুতায়বা (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা (সাহাবীগণ (রা) এমন ছিলেন যে, যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত থাকতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিতেন। সে সময় যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধতেন, আর যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধতেন না।

هَلْ يُوْجِبُ تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ اِحْرَامًا

কুরবানীর জন্তুকে কিলাদা পরালে কি ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব হয় ?

٢٧٩٥. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ اَبِىْ فَلاَ يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا اَحَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَتّٰى يَنْحَرَ الْهَدْىَ *

২৭৯৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার নিজের হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকাতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বহস্তে তা জন্তুর গায়ে পরিয়ে দিতেন। তা আমার আব্বার সাথে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর জন্তু যবাহ না করা পর্যন্ত ঐসকল কোন বিষয়ই পরিত্যাগ করতেন না, যা তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছিলেন।

٢٧٩٦. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৯৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা প্রস্তুত করে দিতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম ব্যক্তি যা পরিত্যাগ করে থাকে, ঐরূপ কোন বস্তু পরিত্যাগ করতেন না।

٢٧٩٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا وَلاَ نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ اِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ *

২৭৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা তৈরী করতাম, তারপর তিনি কিছুই পরিত্যাগ করতেন না। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ) আর আমি কোন হাজীকে জানি না যে, তাকে হালাল করে দেয় বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ ব্যতীত।১

٢٧٩٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَخْرُجُ بِالْهَدْىِ مُقَلَّدًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُقِيْمٌ مَايَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ *

১. তওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত হাজীদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ হালাল নয়।

২৭৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা তৈরী করতাম। আর ঐ জন্তু কিলাদা পরান অবস্থায় বের করা হতো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনও মদীনায় অবস্থান করতেন, এবং তাঁর সহধর্মিণীদের সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٧٩٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيْمُ فِيْنَا حَلاَلاً *

২৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার স্মরণ আছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তু বকরীর কিলাদা তৈরী করে দিতাম। তারপর তিনি তা পাঠিয়ে দিতেন। এরপর তিনি আমাদের মধ্যে হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

سَوْقِ الْهَدْيِ

কুরবানীর জন্তু হাঁকিয়ে নেওয়া

٢٨٠٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِيْ حَجِّهِ *

২৮০০. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি জাবিরকে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর হজ্জের সময় কুরবানীর জন্তু হাঁকিয়ে নিয়েছেন।

رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ

কুরবানীর উটে আরোহণ করা

٢٨٠١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ اَوْ فِي الثَّالِثَةِ *

২৮০১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলছে। তিনি বললেনঃ এতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ-তো কুরবানীর উট। তিনি দ্বিতীয়বারে বা তৃতীয়বারে তাকে বললেনঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি উহাতে আরোহণ কর।

٢٨٠٢. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ٭

২৮০২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ এতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বললো ঃ এ-তো কুরবানীর উট। তিনি আবার বললেন ঃ এতে আরোহণ কর। তিনি চতুর্থবারে বললেন ঃ তুমি এতে আরোহণ কর। দুর্ভোগ তোমার জন্য।

رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ

যার চলতে কষ্ট হয়, তার জন্য কুরবানীর উটে আরোহণ

٢٨٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً ٭

২৮০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ পথ চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন ঃ এতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বললো ঃ এ-তো কুরবানীর উট। তিনি আবার বললেন ঃ কুরবানীর উট হলেও তুমি এতে আরোহণ কর।

رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوْفِ

কুরবানীর জন্তুর উপর বিবেচনার সাথে আরোহণ করা

٢٨٠٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَسْاَلُ عَنْ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا ٭

২৮০৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে কুরবানীর জন্তুর উপর আরোহণ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুনি ; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এতে বিবেচনার সাথে আরোহণ কর। যখন তুমি এর মুখাপেক্ষী হও এবং অন্য একটি সওয়ারী না পাও।

اِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ

যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু পাঠায়নি তার জন্য হজ্জের পরিবর্তে উমরাহ্ করা বৈধ

٢٨٠٥. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نُرَى اِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ اَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ اَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِيْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّيْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا *

২৮০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আর হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, পরে যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যে কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে আসেনি, সে যেন হালাল হয়ে যায়। ফলে, যে কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে আসেনি সে হালাল হয়ে গেল। আর তাঁর সহধর্মিণীগণও কুরবানীর জন্তু সাথে আনেন নি; তাঁরাও হালাল হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি ঋতুবতী হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলাম না। এরপর যখন মুহাসসাব নামক স্থানে রাত্রি যাপনের সময় হলো, তখন আমি,বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অন্যান্য লোক তো এক হজ্জ ও এক উমরাহ্‌সহ প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি শুধু এক হজ্জ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি আমাদের মক্কা আগমনের রাত্রে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করনি ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তান্‌ঈম চলে যাও এবং উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করে আস। এরপর তোমার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার স্থান হবে অমুক অমুক জায়গা।

٢٨٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَانُرَى اِلَّا اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ اَنْ يُقِيْمَ عَلَى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ اَنْ يَحِلَّ *

২৮০৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন ; যার সাথে কুরবানীর জন্তু রয়েছে, সে যেন তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়।

٢٨٠٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَحِلُّوْا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا نَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الاَّ خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ فَنَرُوْحَ اِلَى مِنًى وَمَذَاكِيْرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِىِّ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِى الَّذِىْ قُلْتُمْ وَاِنِّى لاَبَرُّكُمْ وَاَتْقَاكُمْ وَلَوْلاَ الْهَدْىُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ عُمْرَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَوْ لِلاَبَدِ قَالَ هِىَ لِلاَبَدِ *

২৮০৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম করেছিলাম, তার সাথে আর কোন কিছুর নিয়ত ছিল না। যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ ভোরে আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন ঃ তোমরা হালাল হয়ে যাও, আর একে উমরাহ্ করে ফেল। (অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যতের ইহ্‌রামকে উমরাহ্‌র নিয়্যতে পরিবর্তিত করে ফেল।) আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট এ খবর পৌছলো যে, আমরা বলছি, আমাদের আরাফার মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমাদেরকে তিনি হালাল হতে আদেশ করলেন ? তাহলে কি আমরা এমন অবস্থায় মিনায় উপস্থিত হবো, যখন আমাদের বীর্য নির্গত হতে থাকবে ? নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা যা বলেছ তা আমার নিকট পৌছেছে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে অধিক নেককার এবং পরহেযগার। যদি কুরবানীর জন্তু না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। আমি পরে যা বুঝতে পেরেছি, তা যদি পূর্বে বুঝতাম, তাহলে কুরবানীর জন্তু সাথে আনতাম না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ইত্যবসরে আলী (রা) ইয়ামন থেকে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ ? তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ যার ইহ্‌রাম বেঁধেছেন তার। তিনি বললেন ঃ তাহলে কুরবানীর জন্তুসহ ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'সুম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি বলেন ? আমাদের এ উমরাহ্ কি এ বৎসরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? তিনি বললেন ঃ চিরদিনের জন্য।

٢٨٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ عُمْرَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا اَمْ لاَبَدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ لاَبَدٍ *

২৮০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'শম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কি অভিমত, আমাদের এ উমরাহ্ কি এ বৎসরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইহা চিরদিনের জন্য।

٢٨٠٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا اَلَنَا خَاصَّةً اَمْ لاَبَدٍ قَالَ بَلْ لاَبَدٍ *

২৮০৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সুরাকা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে তামাত্তু করলেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও তামাত্তু করলাম, পরে আমরা বললাম ঃ ইহা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না চিরদিনের জন্য ? তিনি বললেন ঃ চিরদিনের জন্য।

٢٨١٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةً ٭

২৮১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হজ্জ পরিত্যাগ করার কি বিধান কি শুধু আমাদের জন্য, না সকল লোকের জন্য ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ বরং শুধু আমাদের জন্য।

٢٨١١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَيَّاشٌ الْعَامِرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً ٭

২৮১১. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জে তামাত্তু সম্বন্ধে বলেন ঃ এর অনুমতি শুধু আমাদের জন্যই দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ হজ্জ পরিত্যাগ করে উমরাহ্ করার অনুমতি শুধু আমাদের জন্য ছিল।)

٢٨١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ ٭

২৮১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জে তামাত্তু সম্বন্ধে বলেন ঃ ইহা তোমাদের জন্য নয়। ইহা পরিত্যাগ করার অনুমতি শুধু আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের জন্য।

٢٨١٣. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا ٭

২৮১৩. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হজ্জ তামাত্তু আমাদের জন্য ঐচ্ছিক ছিল।

٢٨١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ

هَمَمْتُ اَنْ اَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَوْكَانَ اَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذٰلِكَ قَالَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً *

২৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবূ শা'ছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় আমি ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইবরাহীম তায়মীর সাথে ছিলাম। আমি বললাম ঃ আমি ইচ্ছা করেছি এ বৎসর হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রে করবো। তখন ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার পিতা হলে এর ইচ্ছা করতেন না। তিনি বললেন ঃ ইবরাহীম তায়মী তাঁর পিতার সূত্রে আবূ যর (রা) থেকে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ হজ্জে তামাত্তু তো আমাদের জন্য খাস ছিল।

٢٨١٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ وُهَيْبِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ اَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ *

২৮১৫. আবদুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোক মনে করতো পৃথিবীতে হজ্জের মাসে উমরাহ্ করা গুরুতর পাপ। তারা মুহররম মাসকে সফর মাস হিসেবে গণ্য করতো। এবং তারা বলতো ঃ اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخْ صَفَرْ اَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ 'যখন উটের পীঠে ক্ষত শুকিয়ে যায়, উটের পশম বৃদ্ধি পায় এবং সফর অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাসানুযায়ী) মুহাররম অতিবাহিত হয়।' অথবা বলতো ঃ সফর মাস এসে যায়, তখন উমরাহ্ হালাল হয়ে যায়, যে উমরাহ্ করতে চায় তার জন্য। তারপর নবী ﷺ এবং তার সাহাবীগণ যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখে ভোরে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তারা যেন হজ্জকে উমরাহ্য় পরিবর্তিত করে ফেলে। ইহা তাদের নিকট কষ্টকর মনে হলো, তাঁরা প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোনটি হালাল ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ হালাল সবই।

٢٨١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَاَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ اَنْ يَحِلَّ وَكَانَ فِيْمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاَحَلَّا *

২৮১৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধলেন, আর তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন, যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না, তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যেন তারা হালাল হয়ে যায়। আর যাদের

সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না, তাদের মধ্যে ছিলেন তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ এবং অন্য এক ব্যক্তি। অতএব, তাঁরা উভয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

٢٨١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ *

২৮১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এই উমরাহ্ আমরা উপভোগ করলাম, অতএব যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন সর্বোতভাবে হালাল হয়ে যায়। এভাবে উমরাহ্‌র নিয়্যত হজ্জের নিয়্যতের মধ্যে শামিল হলো।

مَايَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ اَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে শিকার ভক্ষণ করা বৈধ

٢٨١٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ ثُمَّ سَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَاَدْرَكُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৮১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি মক্কায় কোন এক রাস্তায় পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন মুহরিম সঙ্গিসহ পেছনে রয়ে গেলেন, আর তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। এমন সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তিনি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তাকে চাবুক মারতে বললেন ঃ কিন্তু তারা অস্বীকার করলেন। পরে তিনি তাঁদেরকে তীর ছুঁড়তে বললেন, তারা তা-ও অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি নিজে গাধার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেন এবং তা শিকার করলেন। তা থেকে নবী ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী খেলেন। আর কেউ কেউ খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পেয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ ইহা তো খাদ্য বিশেষ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে খাওয়ালেন।

٢٨١٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ

فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৮১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুয়ায ইব্‌ন আবদুর রহমান তায়মী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমরা তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলাম আর আমরা সকলে ছিলাম মুহ্‌রিম। তাঁকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হলো। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। আমাদের মধ্যে কেউ তা আহার করলো আর কেউ তা আহার করলো না। ইত্যবসরে তাল্‌হা (রা) নিদ্রা থেকে জাগলেন। যারা তা খেয়েছিলেন, তিনিও তাদের অনুসারী হলেন এবং বললেন ঃ আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আহার করেছি।

٢٨٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيْدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيْرٌ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَأْنُكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِيْ ظِلٍّ وَفِيْهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُرِيْبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ *

২৮২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - বাহ্‌যী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তাঁরা রওহা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন আহত অবস্থায় একটি জংলী গাধা দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ এটা ছেড়ে দাও, হয়তো তার মালিক এসে পড়বে। তারপর তার মালিক বাহ্‌যী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই গাধার ব্যাপারটি আপনাদের হাতে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে আদেশ করলে তিনি তা সাথীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তারপর যখন তিনি রুয়াইসাহ্ ও আরজ এর মধ্যবর্তী উসাইয়াহ্ নামক স্থানে পৌছলেন, তখন দেখা গেল একটি হরিণ ছায়ায় শায়িত রয়েছে, তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ আছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যে ব্যক্তি তাঁর নিকট দণ্ডায়মান ছিল, কোন ব্যক্তি যেন তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তাকে উত্যক্ত না করে।

مَايَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিমের জন্য যে শিকার আহার করা অবৈধ

٢٨٢١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِي وَجْهِي قَالَ أَمَا أَنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ *

২৮২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবওয়ায় অথবা ওয়াদ্দানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি জংলী গাধা হাদিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ফেরত দেন। এতে আমার চেহারার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি যেহেতু মুহরিম, সেজন্য তা তোমাকে ফেরত দিয়েছি।

٢٨٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ لاَنَأْكُلُ الصَّيْدَ *

২৮২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কায় আগমনকালে যখন ওয়াদ্দানে পৌঁছলেন, তখন একটি জংলী গাধা দেখলেন। (যা তাঁকে সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছাম কর্তৃক হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে।) তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন ঃ আমরা মুহরিম, আমরা শিকার আহার করি না।

٢٨٢٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَاعَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ *

২৮২৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে বললেন ঃ আপনি কি জানেন যে, নবী ﷺ -কে তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা জন্তুর এক অংশ হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর তিনি তা গ্রহণ করেন নি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٢٨٢٤. أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ

أَخْبَرَنِى عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ اِنَّا لاَنَأْكُلُ اِنَّا حُرُمٌ *

২৮২৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) আগমন করলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি কিরূপে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, জনৈক ব্যক্তি শিকারের গোশ্‌ত তাঁকে হাদিয়া দিয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমরা তা ভক্ষণ করি না, কেননা, আমরা মুহরিম।

٢٨٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ *

২৮২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জংলী গাধার একটি পা হাদিয়া দিলেন যার থেকে রক্ত পড়ছিল, আর তখন তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন।

٢٨٢٦. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدَى لِلنَّبِىِّ ﷺ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ *

২৮২৬. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ মা'নী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) নবী ﷺ-কে একটি গাধা হাদিয়া দিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম। তিনি তা নিকট তা ফেরত দিলেন।

اِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلاَلُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ اَيَأْكُلُهُ اَمْ لاَ

মুহরিম ব্যক্তির হাসি দেখে যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকারের সন্ধান পায় এবং তা হত্যা করে তাহলে সে তা আহার করবে কিনা ?

٢٨٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَا

اَنَا مَعَ اَصْحَابِىْ ضَحِكَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِى فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُرَفِّعُ فَرَسِىْ شَاْوًا وَاَسِيْرُ شَاْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِى مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ *

২৮২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুদায়বিয়ার বছর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাহাবীগণ ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আর তিনি ইহ্‌রাম বাঁধলেন না। আমি তাঁর সাহাবীগণের সাথে ছিলাম এমন সময় তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, একটি জংলী গাধা। আমি তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলাম। বর্শা নিক্ষেপ করতে আমি তাঁদের সাহায্য কামনা করলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা তার গোশ্‌ত খেলাম। আমরা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালাশে ঘোড়াকে অতি দ্রুত হাঁকালাম। মধ্যরাত্রে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ছেড়ে এসেছ ? সে বললো ঃ সুকিয়া নামক স্থানে তাঁকে শায়িত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। পরে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার সাহাবীবৃন্দ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তারা আপনার থেকে পেছনে থাকার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় করছে। অতএব আপনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করুন। তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি একটি জংলী গাধা ধরে ফেলেছি। আর তার কিছু অংশ আমার নিকট আছে। তিনি কাফেলাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা তা আহার কর, অথচ তারা তখন মুহরিম ছিল।

٢٨٢٨. اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَاَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِىْ فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَاَطْعَمْتُ اَصْحَابِىْ مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْبَاْتُهُ اَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ كُلُوْهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ *

২৮২৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাদালা ইব্‌ন নাসায়ী (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা তাঁর নিকট বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি ব্যতীত

সকলেই উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করেছিলেন। আমি একটি জংলী গাধা শিকার করলাম, এবং তা থেকে আমার সাথীদেরকে খাওয়ালাম, অথচ তাঁরা ছিলেন মুহরিম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম যে, এর উদ্বৃত্ত গোশ্‌ত আমাদের নিকট রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খাও। অথচ তারা সকলেই মুহরিম ছিলেন।

اِذَا اَشَارَ الْمُحْرِمُ اِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلاَلُ

যখন মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখিয়ে দেয়, আর হালাল ব্যক্তি তা শিকার করে

٢٨٢٩ . اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ كَانُوا فِى مَسِيْرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَرَاَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ وَاَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِى فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَاَصَبْتُهُ فَاَكَلُوا مِنْهُ فَاَشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ اَشَرْتُمْ اَوْ اَعَنْتُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا *

২৮২৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্‌কে তার পিতা আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, কয়েকজন সাহাবী এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন, আর কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন না। তিনি বলেন ঃ আমি একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে বর্শা ধারণ করলাম এবং তাঁদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তারপর আমি তাঁদের একজনের নিকট থেকে একটি তীর কেড়ে নিয়ে ঐ গাধাকে আক্রমণ করলাম এবং তাকে ধরে ফেললাম। তারা সকলেই তা খেলেন এবং ভয় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে ইঙ্গিত অথবা সাহায্য করেছিলে ? তাঁরা বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে খাও।

٢٨٣٠ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَمْرُو بْنُ اَبِى عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ *

২৮৩০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হালাল, যদি তোমরা তা শিকার না কর অথবা তোমাদের আদেশে শিকার করা না হয়। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ আমর ইব্‌ন আবূ আমর হাদীসে তত নির্ভরযোগ্য নন, যদিও মালিক (র) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مَايَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ

মুহরিম যে সকল জন্তু হত্যা করতে পারে, দংশনকারী কুকুর হত্যা করা, মারা

٢٨٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَاْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করায় মুহরিমের কোন পাপ নেই। তা হলো- কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ

সাপ মারা

٢٨٣٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَاْرَةُ وَالْحِدَاَةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি পাঁচ প্রকার জন্তু হত্যা করতে পারে ঃ সাপ, ইঁদুর, চিল, ঐ কাক- যার পেটে বা পিঠে শুভ্রতা রয়েছে এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْفَاْرَةِ

ইঁদুর মারা

٢٨٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ فِى قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِ لِلْمُحْرِمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْفَاْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ *

২৮৩৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে মুহ্‌রিমকে অনুমতি দিয়েছেন। তা হলো- কাক, চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর এবং বিচ্ছু।

قَتْلُ الْوَزَغِ

গিরগিটি মারা

٢٨٣٤. اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ امْرَاَةً دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَاهٰذَا فَقَالَتْ لِهٰذِهِ الْوَزَغِ لِاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ اِلَّا يُطْفِئُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا هٰذِهِ الدَّابَّةُ فَاَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ اِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَافِيْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ *

২৮৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, তাঁর হাতে একটি ছড়ি রয়েছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইহা কি ? তিনি বললেন ঃ ইহা গিরগিটি মারার জন্য। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাণীই ইবরাহীম (আ)-এর আগুন নির্বাপিত করতে চেষ্টা করেছিল, তবে এ জীবটি ব্যতীত। অতএব, তিনি একে হত্যা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তিনি ঘরের সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। তবে পিঠে সাদা দুই দাগ বিশিষ্ট এবং ছোট লেজ বিশিষ্ট সাপ ছাড়া। কেননা, এই দুই প্রকারের সাপ চোখ অন্ধ করে দেয় এবং স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটায়।

قَتْلُ الْعَقْرَبِ

বিচ্ছু মারা

٢٨٣٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَاجُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ فِيْ قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ *

২৮৩৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ আবূ কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার জন্তুকে ইহ্‌রাম অবস্থায় মারলে কোন পাপ হবে না। সেগুলো হলো– চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর, বিচ্ছু এবং কাক।

قَتْلُ الْحِدَاَةِ

চিল মারা

٢٨٣٦. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ

٢٨٤٤. اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৪. শুয়াইব ইব্‌ন শুয়াইব ইব্‌ন ইসহাক ও সাফওয়ান ইব্‌ন আমর হিমসী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম।

اَلنَّهْىُ عَنْ ذٰلِكَ

এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٢٨٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيَخْطُبُ وَلاَيُنْكِحُ *

২৮৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্‌ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুহ্‌রিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দেবে না।

٢٨٤٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ اَوْ يُنْكِحَ اَوْ يَخْطُبَ *

২৮৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবান ইব্‌ন উসমান (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহ্‌রিমকে বিবাহ করতে, বিবাহ দিতে, বা বিবাহের পয়গাম পাঠাতে নিষেধ করেছেন।

٢٨٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْاَلُهُ اَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ اَبَانُ اِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيَخْطُبُ *

২৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - নুবায়হ্ ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার (র) আবান ইব্‌ন উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠান যে, মুহ্‌রিম কি বিবাহ করতে পারে? আবান বলেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুহ্‌রিম না বিবাহ করবে, না বিবাহের পয়গাম পাঠাবে।

الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের শিংগা লাগান

٢٨٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

٢٨٤٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

٢٨٥٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

আর সনদের অন্য ধারায় আমর ইব্‌ন দীনার বলেন ঃ আমাকে তাউস (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ

মুহ্‌রিম ব্যক্তি রোগের কারণে শিংগা লাগান

٢٨٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ *

২৮৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পায়ে যে ব্যথা ছিল, তার জন্য তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

মুহ্‌রিমের পায়ের উপরিভাগে শিংগা লাগান

٢٨٥٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ *

২৮৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পা মুবারকের পিঠে যে ব্যথা ছিল, তার জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় তিনি শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

মুহ্‌রিমের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগান

٢٨٥٣. أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ *

২৮৫৩. হিলাল ইব্‌ন বিশ্‌র (র) - - - - আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার পথে 'লাহ্‌ইয়ে জামাল' নামক স্থানে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

মুহ্‌রিমের মাথায় উকুন উপদ্রব করলে

٢٨٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوِ انْسُكْ شَاةً أَيَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ *

২৮৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - কা'ব্ ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তখন তার মাথায় উকুন কষ্ট দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মাথা মুণ্ডন করতে আদেশ করলেন এবং বললেন ঃ তিন দিন রোযা রাখ অথবা

ছয়জন মিসকীনকে দুই দুই মুদ করে খাওয়াও অথবা একটি বকরী কুরবানী কর। এর যে কোন একটি আদায় করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

٢٨٥٥. اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ اَبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَانِيْ وَاَنَا اَطْبُخُ قِدْرًا لِاَصْحَابِيْ فَمَسَّ رَأْسِيْ بِاَصْبَعِهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ *

২৮৫৫. আহমদ ইব্ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ইহ্‌রাম বাঁধার পর আমার মাথায় উকুন বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমার নিকট আগমন করলেন। তখন আমি আমার সাথীদের জন্য রান্না করতে ছিলাম। তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা আমার মাথা স্পর্শ করে বললেন : উঠ, ইহা মুণ্ডন করে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে সাদকা দাও।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ اِذَا مَاتَ

মুহরিম মারা গেলে তাঁকে কুল পাতা দিয়ে গোসল দেয়া

٢٨٥٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا اَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَتُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৬. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর সাথে ছিল। তাকে তার উটনী পৃষ্ঠ হতে ফেলে দেয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। আর সে ছিল মুহরিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও। আর তাকে তার দু'খানা কাপড় দ্বারা কাফন দাও, তার গায়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার উত্থান হবে।

فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

মুহরিম ইন্তিকাল করলে তাকে কতখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হবে ?

٢٨٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ فَاُوْقِصَ ذُكِرَ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ عَلَى اِثْرِهِ خَارِجًا رَأْسُهُ قَالَ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَجَاءَ بِالْحَدِيْثِ كَمَا كَانَ يَجِيْءُ بِهِ اِلاَّ انَّهُ قَالَ وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ٭

২৮৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহ্‌রিম ব্যক্তি উট থেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। নবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন ঃ তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড় দিয়েই তাকে কাফন দাও। এরপর তিনি বলেন ঃ তার মাথা কাফনের বাইরে থাকবে। আর তার গায়ে খুশবু লাগাবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে উঠবে। শু'বা (রা) বলেন ঃ আমি দশ বৎসর পর তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ হাদীস বর্ণনা করলেন, যেমন পূর্বে তিনি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাতে তিনি (অতিরিক্ত) বললেন ; তার চেহারা এবং মাথা ঢাকবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিম ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তার গায়ে সুগন্ধি লাগান নিষেধ

٢٨٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاَقْعَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ٭

২৮৫৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি আরাফায় রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন ঃ তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও, তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

٢٨٥٩. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ٭

২৮৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে তার উটনী পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করলো। তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর নিকট আনা হলে

তিনি বললেন ঃ তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও, তার মাথা ঢেকো না এবং তার গায়ে সুগন্ধি লাগিও না। কেননা, তালবিয়া পড়তে পড়তে তার হাশর হবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يُخَمِّرَ وَجْهَ الْمُحْرِمِ وَرَأْسَهُ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিমের মাথা এবং চেহারা ঢাকার নিষেধাজ্ঞা

٢٨٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَاِنَّهُ يَقُوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিল। তার উট তাকে ফেলে দিলে সে ইনতিকাল করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং দুই কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে, আর তার চেহারা ও মাথা ঢাকা যাবে না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَخْمِيْرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

মৃত মুহ্‌রিমের মাথা ঢাকা নিষেধ

٢٨٦١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاَلْبِسُوْهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّيْ *

২৮৬১. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ আমর ইব্‌ন দীনার আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র তাকে খবর দিয়েছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ এক মুহ্‌রিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আগমন করছিল। সে তার উটের উপর থেকে পড়ে আঘাত পেয়ে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে কুল পাতার পানিতে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুইখানা দিয়ে তাকে কাফন দাও ; আর তার মাথা ঢেকো না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে আসবে।

فِيْمَنْ اُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

যে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়

٢٨٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَإِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى *

২৮৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - নাফি' (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) (শত্রু) সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর শহীদ হওয়ার পূর্বে তারা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে এই মর্মে আলাপ করলেন যে, এ বৎসর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশংকা করি যে, আপনার এবং বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে শত্রু প্রতিবন্ধক হবে। তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। তখন কাফির কুরায়শরা বায়তুল্লাহ্‌র নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশু যবাহ্ করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন এবং বললেন যে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইন্‌শা আল্লাহ্ উমরাহ্ আদায় করবো। চল, যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাওয়াফ করবো। আর যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যখন ছিলাম তখন তিনি যা করেছেন, আমিও এখন তা করবো। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং বললেন : উভয়ের অর্থাৎ হজ্জ ও উমরাহ্‌র অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার উমরাহ্‌র সাথে হজ্জকে ওয়াজিব করে নিয়েছি। তিনি তা থেকে হালাল হলেন না। কুরবানীর দিন হালাল হলেন এবং কুরবানী করলেন।

٢٨٦٣. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ *

২৮৬৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা বসরী (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি খোঁড়া হয়ে গেল, অথবা তার পা ভেঙ্গে গেল, সে হালাল হয়ে গেল। তার উপর অন্য এক হজ্জ ফরয হলো। আমি ইব্‌ন আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন : তিনি সত্যই বলেছেন।

٢٨٦٤. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرٰى وَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৮৬৪. শু'আয়ব ইব্‌ন ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমর নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে খোঁড়া হয়েছে, অথবা যার পা ভেঙ্গেছে, সে হালাল হয়ে গেছে, তার উপর অন্য এক হজ্জ ফরয হবে। আমি ইব্‌ন আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন ঃ তিনি সত্যই বলেছেন। আর শু'আয়ব (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন ঃ পরবর্তী বৎসর তাঁর উপর হজ্জ করা ওয়াজিব হবে।

دُخُوْلِ مَكَّةَ

মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٥. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِيْ طُوًى يَبِيْتُ بِهِ حَتّٰى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الصُّبْحِ حِيْنَ يَقْدَمُ اِلٰى مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيْظَةٍ *

২৮৬৫. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) বলেন ঃ নাফি' (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করতেন, তখন যীতূয়া নামক স্থানে অবতরণ করতেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত আদায়ের এই স্থানটি ছিল শক্ত মাটির উঁচু টিলার ওপর। তথায় যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এস্থানটি সেই মসজিদের ছিল না ; বরং এর নীচে উঁচু শক্ত টিলার উপর ছিল।

دُخُوْلِ مَكَّةَ لَيْلاً

রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٦. اَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُزَاحِمُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حِيْنَ مَشٰى

مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِى بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيْقَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ سَرِفَ *

২৮৬৬. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে উমরাহ্‌র নিয়তে জি'য়িররানা থেকে হেঁটে বের হলেন, জি'য়িররানাতেই তাঁর ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করেছেন। সূর্য ঢলার পর তিনি জি'য়িররানা থেকে সারিফ উপত্যকার দিকে গমন করলেন, এমনকি তিনি সারিফ থেকে মদীনার রাস্তার সঙ্গমস্থলে গেলেন।

٢٨٦٧. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اُسَيْدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً كَأَنَّهُ سَبِيْكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ اَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ *

২৮৬৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জি'য়িররানা থেকে রাতে বের হলেন, তখন তাঁকে স্বচ্ছ রৌপ্যের মত মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি উমরাহ্ আদায় করলেন, তারপর সেখানেই ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করেছেন।

مِنْ اَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

কোন্ স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করবে ;

٢٨٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِىْ بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى *

২৮৬৮. 'আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছানিয়াতুল উল্‌ইয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা বাত্‌হার নিকট অবস্থিত। আর তিনি ছানিয়্যাতুস্ সুফ্‌লা নামক স্থান দিয়ে বের হন।

دُخُوْلُ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ

পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ

٢٨٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ *

২৮৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পতাকা ছিল সাদা রঙয়ের।

دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ

٢٨٧٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ *

২৮৭০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ ইব্ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর।[১]

٢٨٧١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ *

২৮৭১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ফাদালা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ তাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল।

٢٨٧٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ *

২৮৭২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর মাথায় কাল বর্ণের পাগড়ি ছিল।

الْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ

নবী ﷺ-এর মক্কায় প্রবেশের সময়

٢٨٧٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلُّوا *

২৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন মু'আম্মার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখে ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন। তখন তাঁরা হজ্জের তাল্বিয়া পাঠ করছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে ইহ্রাম ভঙ্গ করতে আদেশ দেন।

---

১. হানাফী মযহাবে ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়িয নয়। আলোচ্য হাদীসের জবাবে হানাফীদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছিল। কারণ, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আমার জন্য দিনের কিয়দংশে ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছে।"

২৮٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ *

২৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখ রাত গত হওয়ার পর প্রবেশ করেন এবং তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি বাত্‌হা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করে বলেন ঃ যার ইচ্ছা হয় একে উমরাহ্‌য় পরিণত করার, সে তা করতে পারে।

٢٨٧٥. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

২৮৭৫. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ তারিখের রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন।

اِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ

ইমামের সামনে দিয়ে হারামে কবিতা পাঠ করা ও হাঁটা-চলা করা

٢٨٧٦. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ　　الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ　　وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ *

২৮৭৬. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উমরাতুল কাযায় মক্কায় প্রবেশ করেন, আর তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা এই কবিতা পাঠ করতে করতে তাঁর সামনে হাঁটছিলেন ঃ

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ　　الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অর্থ ঃ হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে তোমাদেরকে আঘাত করবো। এমন আঘাত, যা মাথা স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তারপর তাঁকে উমর (রা) বললেন ঃ হে ইব্‌ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। এই কবিতা কাফিরদের অন্তরে তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।

حُرْمَةُ مَكَّةَ

মক্কার পবিত্রতা

٢٨٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ هٰذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِلاَّ الْاِذْخِرَ ٭

২৮৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ এই শহর, একে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির দিনেই সম্মানিত করেছেন। অতএব তা আল্লাহ্‌র সম্মান দ্বারাই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সম্মানিত, তার কাঁটাও তোলা যাবে না, সেখানে শিকার করা যাবে না, আর সেখানে কোন দ্রব্য পতিত থাকলে কেউ তা উঠাবে না, অবশ্য তার কথা স্বতন্ত্র, যে সে দ্রব্যের কথা প্রচার করবে। আর তার ঘাস কাটা যাবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয্‌খির নামক ঘাস ব্যতীত ? তারপর তিনি এমন শব্দ উল্লেখ করলেন, যার অর্থ ইয্‌খির ব্যতীত।

تَحْرِيْمُ الْقِتَالِ فِيْهِ

মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ হারাম

٢٨٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيْهِ الْقِتَالُ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَاُحِلَّ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ٭

২৮৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

মক্কা বিজয়ের দিন বললেন ঃ নিশ্চয় এই শহর পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা একে পবিত্র করেছেন। আমার পূর্বে তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করা কারো জন্য বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিয়দংশে তা বৈধ করা হয়েছে। অতএব তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রকরণে পবিত্র ও সম্মানিত।

٢٨٧٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِى أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدُ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *

২৮৭৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আমর ইব্‌ন সাঈদ (র)-কে বলেছিলেন, যখন 'আমর মক্কার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন ঃ হে আমীর! শুনুন, আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন ঃ যা আমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করেছে, আমার অন্তর যা সংরক্ষণ করেছে, আর যখন তিনি তা বলেছিলেন তখন আমার চক্ষুদ্বয় তা দেখেছে। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করেন, তারপর বলেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ই সম্মান দান করেছেন তাকে কোন লোক সম্মানিত করেনি, আর এমন কোন মুসলমানের জন্য সেখানে রক্তপাত বৈধ নয়, যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। আর সেখানের কোন বৃক্ষ কর্তন করবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেখানে যুদ্ধ করার দরুন যদি কেউ বৈধ মনে করে, তবে তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দান করেছিলেন ; তাদেরকে অনুমতি দান করেননি। তিনি ﷺ বলেন ঃ আমাকে দিনের কিংদংশে অনুমতি দান করা হয়েছিল। তারপর তার সম্মান আজ ফিরে এসেছে, যেমন গতকাল তা সম্মানিত ছিল। অতএব, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এ সংবাদ পৌছে দেয়।

حُرْمَةُ الْحَرَمِ

হারাম শরীফের পবিত্রতা

٢٨٨٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى سُحَيْمٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ *

২৮৮০. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - যুহ্‌রী (র) বলেন ঃ সুহায়ম (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক সৈন্যদল এই কা'বা শরীফে যুদ্ধ করতে আসবে, তাদেরকে বায়দা নামক স্থানে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

٢٨٨١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ *

২৮৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আবূ হাতীম রাযী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সেনাবাহিনী এই কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের একদলকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

٢٨٨٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنِ الدَّالاَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا *

২৮৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ মিস্‌সীসী (র) - - - - হাফসা বিন্‌ত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই হারামের দিকে একটি সেনাদল পাঠানো হবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌছবে, তখন তাদের প্রথমাংশ এবং শেষাংশকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, আর তাদের মধ্যাংশও পরিত্রাণ পাবে না। আমি বললাম : যদি তাদের মধ্যে মুমিন লোক থাকে, তবে তাদের কি অবস্থা হবে ? তিনি বললেন : ঐ ভূখণ্ড তাদের জন্য কবর হবে।

٢٨٨٣. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ قَالَ ﷺ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلاَيَنْجُو إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ *

২৮৮৩. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - উমাইয়া ইব্‌ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ানকে বলতে শুনেছেন যে, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : এক সেনাদল এই কা'বা ঘরের স্থানে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে আসবে, তারা যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছবে, তখন তাদের মধ্যবর্তী দলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে অগ্রবর্তী দল ও পেছনের দল ডাক দেবে। এরপর তাদের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে থেকে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। ঐ

ব্যক্তি ব্যতীত, যে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেবে, তখন তাকে এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি তোমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তোমার দাদা সম্বন্ধে মিথ্যা বলনি আর আমি তোমার দাদা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হাফসার ব্যাপারে মিথ্যা বলেন নি। আর হাফসা (রা) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলেন নি।

مَا يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

হারামে যে সকল প্রাণী মারা যায়

٢٨٨٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ *

২৮৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উরওয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার কষ্টদায়ক জন্তুকে হারাম ও হারামের বাইরে উভয় স্থানে হত্যা করা যাবে, কাক, চিল, দংশনকারী কুকুর ও বিচ্ছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

হারাম শরীফে সাপ মারা

٢٨٨٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ الْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ *

২৮৮৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পাঁচ প্রকার অনিষ্টকর জন্তু হিল্ল ও হারাম উভয় স্থলে হত্যা করা যাবে। তা হলো ঃ সাপ, দংশনকারী কুকুর, চিল, ধূসর বর্ণের কাক ও ইঁদুর।

٢٨٨٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى حَتَّى نَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا *

২৮৮৬. আহমদ ও সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিনার খায়ফ নামক স্থানে ছিলাম। এমন সময় সূরা 'আলমুরসালাত' নাযিল হলো।

ইত্যবসরে একটি সাপ বের হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। আমরা তাকে হত্যার জন্য তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। এমন সময় সে তার গর্তে ঢুকে যায়।

٢٨٨٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا ٭

২৮৮৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ উবায়দা (রা)-এর পিতা জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আরাফার দিনের পূর্ববর্তী রাত্রিতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় একটি সাপ দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে মেরে ফেল। ইত্যবসরে তা একটি গর্তের ছিদ্রে প্রবেশ করলো। আমরা এক খণ্ড কাঠ ঢুকিয়ে সেই গর্তের কিয়দংশ উপড়ে ফেললাম এবং একটি খেজুর গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে তাতে ঢুকিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাদেরকেও তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

قَتْلُ الْوَزَغِ

টিকটিকি হত্যা

٢٨٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ ٭

২৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন য়াযীদ মুকরী (র) - - - - উম্মে শরীফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে টিকটিকি হত্যা করতে আদেশ করেছেন।

٢٨٨٩. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ ٭

২৮৮৯. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ টিকটিকি অনিষ্টকারী প্রাণী।

بَابُ قَتْلِ الْعَقْرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছু নিধন

٢٨٩٠. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ

صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاْةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ *

২৮৯০. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ রাক্কি কাত্তান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর উপর বিচরণকারী জন্তুদের মধ্যে পাঁচটি জন্তু অনিষ্টকর। হারাম ও হারামের বাইরে সর্বত্র তাদের হত্যা করা যাবে। সেগুলো হলো ঃ দংশনকারী কুকুর, কাক, চিল, বিচ্ছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْفَارَةِ فِى الْحَرَمِ

হারামে ইঁদুর হত্যা

٢٨٩١. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاْةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ *

২৮৯১. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিচরণকারী জন্তুদের মধ্যে পাঁচটি জন্তু অনিষ্টকর। হারামে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। সেগুলো হলো ঃ কাক, চিল, দংশনকারী কুকুর, ইঁদুর ও বিচ্ছু।

٢٨٩٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَاحَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاْةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৯২. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী-সহধর্মিণী হাফসা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যমীনে বিচরণকারী জন্তুদের মধ্যে পাঁচটি এমন জন্তু আছে যাদের হত্যাকারীর কোন পাপ নেই। তা হলো ঃ বিচ্ছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحِدَاْةِ فِى الْحَرَامِ

হারামে চিল হত্যা

٢٨٩٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاْةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا اَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ *

২৮৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অনিষ্টকারী পাঁচ প্রকার জন্তু হারাম ও হারামের বাইরে উভয় স্থানেই তাদেরকে হত্যা করা যাবে ঃ চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু, দংশনকারী কুকুর।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন ঃ আমাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, মা'আমার তা যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সালিম (র) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে এবং উরওয়া (র) হতে, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَتْلُ الْغُرَابِ فِى الْحَرَامِ

হারামে কাক হত্যা

٢٨٩٤ـ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَأَةُ *

২৮৯৪. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী জন্তু হারামে হত্যা করা যাবে। বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, দংশনকারী কুকুর এবং চিল।

اَلنَّهْىُ اَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَامِ

হারামের শিকারকে ভয় দেখানো নিষেধ

٢٨٩٥ـ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِىَ سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَيُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّبًا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِبُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ *

২৮৯৫. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এই মক্কা নগরী আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হারাম করেছেন, যমীন ও আকাশ সৃষ্টির দিন থেকে, আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল ছিল না। আর না আমার পরে হালাল হবে। দিনের কিছু সময় তা আমার

জন্য হালাল করা হয়েছিল। আর তা আমার এ সময় থেকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হারাম করা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না। তার শিকারকে ভয় দেখানো যাবে না। আর সেখানে পতিত কোন বস্তু কারও জন্য উঠানো হালাল হবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার লোকের মধ্যে প্রচার করে। তখন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও সাহসী লোক, তিনি বললেন ঃ ইয্খির নামক ঘাস ব্যতীত ? কেননা, তা আমাদের গৃহের জন্য এবং কবরের জন্য। তিনি বললেন ঃ ইয্খির ব্যতীত।

اِسْتِقْبَالِ الْحَجِّ

হাজীকে সম্বর্ধনা জানানো

٢٨٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوْيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُوْلُ :

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ   اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ   وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فِي حَرَامِ اللّٰهِ وَبَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ هٰذَا الشِّعْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَكَلاَمُهُ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ *

২৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ 'উমরাতুল কাযা' আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলে ইব্ন রাওয়াহা তাঁর সামনে বলতে লাগলেন ঃ

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ   اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ   وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অর্থ ঃ হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে তোমাদেরকে আঘাত করবো। এমন আঘাত, যা মাথা স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে ইব্ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। ঐ মহান সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার এই কবিতাগুলো তাদের জন্য বর্শার আঘাত অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক।

٢٨٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِى هَاشِمٍ قَالَ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ *

২৮৯৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন বনী হাশিমের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনি তাদের একজনকে সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নিলেন।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে হস্তদ্বয় উত্তোলন না করা

٢٨٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ اَيَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا اِلاَّ الْيَهُوْدَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ *

২৮৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুহাজির মক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ দর্শন করলে সেকি হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে ? তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয় না যে, ইয়াহুদী ব্যতীত কেউ এরূপ করে। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা তা করি নি।

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে দু'আ করা

٢٨٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِي يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا *

২৮৯৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইব্ন তারিক ইব্ন আলকামা (র) তাঁকে তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যখন ইয়ালা (রা) -এর বাড়ীর কোন স্থানে আগমন করতেন, তখন কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করতেন।

فَضْلُ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফযীলত

٢٩٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ

فِى مَسْجِدِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَاَعْلَمُ اَحَدًا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ مُوْسَى الْجُهَنِىْ وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ ٭

২৯০০. আমর ইব্‌ন আলী (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদের এক হাজার সালাত হতে উত্তম। মসজিদুল হারাম ব্যতীত। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ মূসা জুহানী (র) ব্যতীত অন্য কাউকে নাফি' (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এই হাদীস রেওয়ায়ত করেন বলে আমার জানা নেই। ইব্‌ন জুরাইজ (র) ও অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এ রেওয়ায়ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَنْبَانَا وَقَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدَ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الاَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ ٭

২৯০১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - নবী-সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের সালাত থেকে এক হাজার গুণ উত্তম, কা'বার মসজিদ ব্যতীত।

٢٩٠٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ الْاَغَرَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَ الْاَغَرُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الاَّ الْكَعْبَةَ ٭

২৯০২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ সালামা (রা) বলেছেন ঃ আমি এ হাদীস সম্পর্কে আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা কা'বা শরীফের মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশী মর্যাদা রাখে।

بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ

٢٩٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَتَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرَى تَرْكَ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ٭

২৯০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তুমি কি জান না যে, তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বার পুনঃনির্মাণ করেছিল তারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণ হতে তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছিল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি তাকে ইবরাহীমী নির্মাণের মুতাবেক পুনঃ স্থাপন করবেন না ? তিনি বললেন ঃ তা করতাম যদি তোমার সম্প্রদায় কুফরী অবস্থার নিকটবর্তী না হতো। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ যদি আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা শুনতেন, তবে আমি মনে করি, তিনি হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত দুই রুকনকে চুম্বন করা ছেড়ে দিতেন, (কিন্তু তিনি তা ছেড়ে দেননি) কারণ বায়তুল্লাহ্-এর নির্মাণ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয়নি।

٢٩٠٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَاِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ ٭

২৯০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমার সম্প্রদায়ের সময় কুফরের নিকটবর্তী না হতে তা হলে আমি কা'বা-এর বর্তমান নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মাণ করতাম এবং এর পিছন দিকে একটি দরজা রাখতাম। কুরায়শরা যখন কা'বা নির্মাণ করেছে তখন তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছে।

٢٩٠٥. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ اَنَّ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنَّ قَوْمِى وَفِى حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ ٭

২৯০৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ 'যদি আমার সম্প্রদায়' আর রাবী মুহাম্মদের বর্ণনায় রয়েছে "তোমার সম্প্রদায়" জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে আমি কা'বা-এর

নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে তাতে দু'টি দরজা করতাম। ইব্‌ন যুবায়র (রা) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন তখন তিনি তাতে দু'টি দরজা স্থাপন করলেন।

٢٩٠٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَااُخْرِجَ مِنْهُ وَاَلْزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَاِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَذٰلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَاَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَاَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِجَارَةً كَاَسْنِمَةِ الْاِبِلِ مُتَلاَحِكَةً ٭

২৯০৬. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ হে আয়েশা! যদি তোমার সম্প্রদায় জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে কা'বা সম্পর্কে আমি আদেশ করতাম এবং তার সাবেক নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে দেয়া হতো, এমতাবস্থায় তা হতে যা বাদ দেয়া হয়েছে, আমি তা পুনঃস্থাপন করতাম এবং তাকে ভূমির সাথে মিলাতাম। আর তার দুটি দরজা করতাম ; একটি পূর্বদিকে আর অপরটি পশ্চিম দিকে স্থাপিত হতো। তারা এর সঠিক নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছিল। আমি তাকে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণ কাঠামোর উপর বসাতাম। রাবী বলেন, এ কারণেই ইব্‌ন যুবায়র (রা) তার সাবেক কাঠামো ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) যখন তা ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ করেন এবং তাতে হাজরে আসওয়াদ ঢুকালেন তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি ইবরাহীমী ভিতের পাথর দেখেছি উটের কুঁজের মত পরস্পর মিলিত।

٢٩٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ٭

২৯০৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ পায়ে ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট দু'জন হাবশী লোক কা'বা ধ্বংস করবে।

دُخُوْلُ الْبَيْتِ

কা'বা ঘরে প্রবেশ করা

٢٩٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ

طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيْهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هٰهُنَا وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُمْ كَمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْبَيْتِ *

২৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকট পৌছলেন, নবী ﷺ, বিলাল এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁদের প্রবেশের পর উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ তথায় অতিবাহিত করলেন। তারপর দরজা খোলা হলো এবং নবী ﷺ বের হলেন, আর আমি সিঁড়িতে চড়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করলেন ? তারা বললেন ঃ এ স্থানে। আর আমি তাঁদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, নবী ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন ?

٢٩٠٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَاَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلاَلاً قُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ *

২৯০৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফযল ইব্‌ন আব্বাস, উসামা ইব্‌ন যায়দ, উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা এবং বিলাল (রা) তাঁরা প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে অবস্থান করলেন যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। এরপর বের হলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি সর্বপ্রথম যার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি ছিলেন বিলাল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন ঃ এই দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

مَوْضَعِ الصَّلاَةِ فِي الْبَيْتِ

কা'বার ভিতর সালাতের স্থান

٢٩١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوْجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَارِجًا فَسَاَلْتُ بِلاَلاً اَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ *

২৯১০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বের হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে আমি সংবাদ পেয়ে তথায় তাড়াতাড়ি গমন করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি তখন কা'বা ঘর থেকে বের হয়েছেন। আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তিনি দু'রাকাত সালাত আদায় করেছেন। দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

٢٩١١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ *

২৯১১. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সাইফ ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন ঃ আমি মুজাহিদ (রা)-কে ব নতে শুনেছি যে, ইব্ন উমর (রা)-এর ঘরে এসে তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেছেন। আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পেলাম, তিনি তখন বের হয়ে গিয়েছেন। আর আমি বিলালকে দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম ঃ হে বিলাল ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ কোথায় ? তিনি বললেন ঃ এই দুইস্তম্ভের মধ্যস্থলে তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হয়ে কা'বার দরজার সামনে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন।

٢٩١٢. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১২. হাজিব ইব্ন সুলায়মান মুম্বিজী (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেছেন এবং এর চতুষ্পার্শ্বে তাসবীহ্ পাঠ করেছেন এবং তকবীর বলেছেন, তিনি সালাত আদায় করেননি। তারপর বের হয়ে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ এই কিবলা।

الْحِجْرُ

হিজর বা হাতীম

٢٩١٣. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدَ مِنْ

النَّفَقَةِ مَايُقَوِّى عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ اَدْخَلْتُ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ اَذْرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ ‎*

২৯১৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কুফরের সাথে মানুষের যুগ নিকটবর্তী না হতো, আর আমার কাছে এমন সম্পদও নেই যা আমাকে শক্তি যোগায়, আর তা যদি থাকতো, তাহলে আমি হিজর হতে আরও পাঁচ হাত এতে মিলাতাম এবং এর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক প্রবেশ করতো। আর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক তা হতে বের হতো।

٢٩١٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ اُدْخُلِي الْحِجْرَ فَاِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ ‎*

২৯১৪. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ রুবাতী (র) - - - - আবদুল হামিদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) তাঁর ফুফু সফিয়া বিন্‌ত শায়বা সূত্রে বলেছেন, আমাদের কাছ আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি কা'বায় প্রবেশ করবো না ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি হিজরে প্রবেশ কর। কেননা, তা কা'বারই অংশ।

اَلصَّلاَةُ فِى الْحِجْرِ

হিজরে সালাত আদায় করা

٢٩١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ فَاُصَلِّىَ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَاَدْخَلَنِىْ الْحِجْرَ فَقَالَ اِذَا اَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَصَلِّى هٰهُنَا فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلٰكِنْ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوْا حَيْثُ بَنَوْهُ ‎*

২৯১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হতো কা'বায় প্রবেশ করে তাতে সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে প্রবেশ করিয়ে বললেন ঃ যখন তুমি কা'বায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেছ, তখন এখানে সালাত আদায় কর; কেননা এটি কা'বারই এক অংশ। কিন্তু তোমার গোত্র যখন একে নির্মাণ করে, তখন তাকে সংক্ষিপ্ত করেন।

اَلتَّكْبِيْرُ فِى نَوَاحِى الْكَعْبَةِ

কা'বার চারপাশে তকবীর বলা

٢٩١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ وَلٰكِنَّهُ كَبَّرَ فِى نَوَاحِيْهِ ٭

২৯১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় সালাত আদায় করেন নি, বরং তিনি চারপাশে তকবীর বলেছেন।

اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِى الْبَيْتِ

কা'বা শরীফের ভিতরে যিক্র এবং দু'আ করা

٢٩١٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ دَخَلَ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيْتَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَجَافَ الْبَابَ وَالْبَيْتُ اِذْ ذَاكَ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ فَمَضٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَسَاَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتّٰى اَتٰى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَسَاَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ اَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ وَالْمَسْاَلَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ ٭

২৯১৭. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। বিলাল (রা)-কে আদেশ করলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, সে সময় কা'বা ঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল। তিনি যেতে যেতে যখন কা'বা ঘরের দরজা সংলগ্ন স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে পৌছলেন, তখন আল্লাহ্র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। তারপর কা'বার প্রত্যেক স্তম্ভের কাছে গেলেন এবং সে সবের সামনে তাকবীর তাহ্লীল এবং তাসবীহ্ পাঠ করলেন। এরপর কা'বার পেছনের দিকে এসে সামনে দাঁড়ালেন, সেখানে ললাট ও গাল রাখলেন এবং আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং মুনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি বের হয়ে কা'বার দিকে মুখ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর প্রত্যাবর্তন করে বললেন ঃ এই কিব্লা, এই কিব্লা।

وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَااسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

কা'বার পেছনের দিকের সামনের অংশের উপর মুখমণ্ডল ও বক্ষ রাখা

٢٩١٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ اِلَى مَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْاَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কা'বায় প্রবেশ করলাম। তিনি বসে পড়লেন, আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন। তাকবীর বললেন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন। তারপর কা'বার সামনের অংশের দিকে ঝুঁকলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল এর উপর রাখলেন এবং উভয় হাত এর উপর রেখে তাকবীর ও তাহ্‌লীল পাঠ করে দু'আ করলেন। তিনি কা'বার প্রত্যেক স্তম্ভের সাথে এরূপ করলেন। এরপর বের হলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দরজায় এসে বললেন ঃ এ-ই কিব্‌লা। এ-ই কিব্‌লা।

مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

কা'বায় সালাতের স্থান

٢٩١٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা হতে বের হলেন এবং কা'বার সামনে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন ঃ এ-ই কিব্‌লা।

٢٩٢٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ *

২৯২০. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরম নাসাঈ (র) - - -আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং এর চারদিকে দু'আ করলেন এবং এর ভিতরে সালাত আদায় না করে বের হলেন। যখন তিনি বাইরে আসলেন, তখন দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন কা'বার সামনে।

٢٩٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَا اُنْبِئْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي *

২৯২১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে নিয়ে হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত স্তম্ভের পাশের তৃতীয় অংশে, যে স্থানটি দরজার নিকটবর্তী সেখানে দাঁড় করালেন। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ আপনি কি সংবাদ পাননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে সেখানে তথায় সালাত আদায় করলেন।

ذِكْرُ الْفَضْلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার ফযীলত

٢٩٢٢. حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ اَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَرَاكَ تَسْتَلِمُ اِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيْئَةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ *

২৯২২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আবূ আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এই দু (দু'রুক্‌নে ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন স্তম্ভ চুম্বন করতে দেখি না। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এদের স্পর্শ করা গুনাহ দূর করে দেয় এবং তাঁকে এও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সাতবার তাওয়াফ করে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।

اَلْكَلاَمُ فِي الطَّوَافِ

তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

٢٩٢٣. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُهُ اِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي اَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ *

২৯২৩. ইউসূফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কা'বার তাওয়াফ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যাকে অন্য একজন লোক তার নাকের ভিতরে ঢুকানো রশী ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নবী ﷺ নিজ হাতে তা কেটে ফেললেন, তারপর সেই ব্যক্তিকে হাত ধরে টেনে নিতে বললেন।

٢٩٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ ذَكَرَهُ فِي نَذْرٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ *

২৯২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যান, যাকে অন্য একজন লোক এমন এক বস্তুর সাহায্যে টানছে, যা সে মানত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিয়ে কেটে ফেললেন এবং বললেন ঃ ইহাই মানত।

إِبَاحَةُ الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

তাওয়াফে কথা বলার বৈধতা

٢٩٢٥. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ اللَّفْظُ لِيُوسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ *

২৯২৫. ইউসুফ (র) ও হারিছ্ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - তাউস (র) এমন এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি বলেন ঃ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করাও সালাতের ন্যায়। অতএব কথা কমই বলবে। শব্দ ইউসুফের, হানজালা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (র)-এর বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর উল্লেখ করেছেন। যেখানে অপর রাবী হাসান ইব্‌ন মুসলিম-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٩٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَقِلُّوا الْكَلاَمَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلاَةِ *

২৯২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ তোমরা তাওয়াফে কথা কম বলবে। কেননা তোমরা সালাতে রয়েছ।

اِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

সকল সময় তাওয়াফ করার বৈধতা

٢٩٢٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَاتَمْنَعُنَّ اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ *

২৯২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে বনূ আব্‌দ মানাফ ! দিন ও রাতের যে কোন সময় সালাত আদায় করতে এবং এই ঘরের তাওয়াফ করতে কাউকেও নিষেধ করবে না।

كَيْفَ طَوَافِ الْمَرِيْضِ

রুগ্ন ব্যক্তি কিরূপে তাওয়াফ করবে ?

٢٩٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ *

২৯২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললাম ঃ আমি অসুস্থ। তিনি বললেন ঃ তুমি লোকের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তারপর আমি তাওয়াফ করলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কা'বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে তিনি 'ওয়াত্‌তূর ওয়া কিতাবিম্মাসতূর' সূরা পাঠ করছিলেন।

طَوَافُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ

নারীদের সাথে পুরুষের তাওয়াফ

٢٩٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاطُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوْجِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوْفِي عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اُمِّ سَلَمَةَ *

২৯২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি বিদায় তাওয়াফ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যখন সালাত আরম্ভ হবে তখন তুমি তোমার উটের উপর থেকে লোকের পেছনে তাওয়াফ করবে। এ হাদীস 'উরওয়া (রা) উম্মে সালামা (রা) থেকে শুনেন নি।

٢٩٣٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيْضَةٌ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّيْنَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ *

২৯৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বললে– তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি মুসল্লিদের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার নিকট সূরা 'তূর' পড়ছিলেন।

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ

٢٩٣١. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ *

২৯৩১. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে কা'বার চারপাশে উটের উপর আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ করেন। এসময় তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা রোকন চুম্বন করেন।

طَوَافُ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ

হজ্জে ইফ্‌রাদের তাওয়াফ

٢٩٣٢. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৩২. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বয়ান আমাদের

নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াবরাহ্ (র) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আমি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি। এখন আমি কি তাওয়াফ করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমাকে কে নিষেধ করেছে ? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তা নিষেধ করতে। আর আপনি আমাদের নিকট তাঁর চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হজ্জের ইহ্রাম করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করতে দেখেছি।

طَوَافُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

উমরাহ্র ইহ্রাম করে তাওয়াফ করা

٢٩٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِى اَهْلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলাম, যে উমরাহ্ করতে এসে কা'বার তাওয়াফ করে, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেনি। সে কি তার পরিবারের কাছে গমন করবে ? তিনি বললেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি সাতবার তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। "আর তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ

যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরাহ্র ইহ্রাম করেছে অথচ কুরবানীর পশু সাথে আনে নি

٢٩٣٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا فَاَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَطُفْنَا اَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَحِلُّوا فَهَابَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ فَحَلَّ الْقَوْمُ حَتّٰى حَلُّوا اِلَى النِّسَاءِ وَلَمْ يَحِلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُقَصِّرْ اِلَى يَوْمِ النَّحْرِ *

২৯৩৪. আহমদ ইব্‌ন আযহার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে আমরাও বের হলাম। তিনি যুল্‌হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছার পর জোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করেন, যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের তাল্‌বিয়া পড়লেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও তাল্‌বিয়া পড়লাম। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পদার্পণ করেন, আর আমরা তাওয়াফ করলাম, তখন তিনি লোকদের হালাল হতে আদেশ করলেন। এতে তাঁরা ভীত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের বললেন ঃ যদি আমার সাথে কুরবানীর জন্তু না থাকতো, তা হলে আমিও হালাল হতাম। এরপর লোকেরা হালাল হয়ে গেলেন, এমন কি তাঁরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম থেকে হালাল হলেন না, আর তিনি কুরবানীর দিন পর্যন্ত চুলও কাটান নি।

طَوَافُ الْقَارِنِ

হজ্জে কিরানের তাওয়াফ

٢٩٣٥. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَرَانَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

২৯৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ ও উমরাহ্‌র একত্রে নিয়্যত করলেন এবং উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٩٣٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ ابْنِ مُوسَى وَاِسْمٰعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَارَ قَلِيْلاً فَخَشِيَ أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاسَبِيْلُ الْحَجِّ إِلاَّ سَبِيْلُ الْعُمْرَةِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى مِنْهَا هَدْيًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ *

২৯৩৬. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বের হলেন, যখন যুলহুলায়ফায় আগমন করলেন, তখন উমরাহ্‌র তাল্‌বিয়া পড়লেন, তিনি কিছুক্ষণ চললেন। এরপর তিনি আশংকা করলেন, কেউ হয়তো তাঁকে কা'বায় পৌছতে বাধা দিতে পারে। তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে আমি তাই করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! (পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে যা করণীয় সে ব্যাপারে) উমরাহ্ এবং হজ্জের একই নিয়ম, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী

রাখছি যে, আমি উমরাহ্‌র সাথে হজ্জেরও নিয়্যত করেছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দ নামক স্থানে পৌছলেন এবং সেখান থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করলেন। তারপর মক্কায় আগমন করলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٩٣٧. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৩৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : নবী ﷺ একবার তাওয়াফ করেন।

ذِكْرُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

হাজ্‌রে আসওয়াদ প্রসংগে

٢٩٣٨. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ *

২৯৩৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাতী পাথর।

اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

হাজ্‌রে আসওয়াদকে চুম্বন করা

٢٩٣٩. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا *

২৯৩৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফলাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : আমি আবুল কাসেম ﷺ -কে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি (চুমা দিয়ে এবং স্পর্শ করে)।

تَقْبِيلُ الْحَجَرِ

হাজ্‌রে আসওয়াদের চুম্বন করা

٢٩٤٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ اِنِّي لَأَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ *

২৯৪০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবিস ইব্‌ন রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একখণ্ড পাথর, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর তিনি এর নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন।

كَيْفَ يُقَبِّلُ

কিরূপে চুম্বন করবে ?

٢٩٤١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَاِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ وَاِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ حَجَرٌ لاَتَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَاقَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

২৯৪১. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - হান্‌যালা (র) বলেন ঃ আমি তাউসকে দেখেছি ঃ তিনি রোকনের কাছ দিয়ে যেতেন, যদি উক্ত স্থানে লোকের ভিড় লক্ষ্য করতেন, তবে চলে যেতেন, ভিড় করতেন না। আর যদি ভিড় শূণ্য পেতেন, তখন তাকে চুম্বন করতেন– তিনবার। তারপর বলতেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন ঃ আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তিনি (উমর (রা) বলতেন ঃ তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে যদি না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

كَيْفَ يَطُوْفُ اَوَّلُ مَايَقْدِمُ وَعَلَى اَىِّ شِقَّيْهِ يَأْخُذُ اِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

প্রথম এসেই কিরূপে তাওয়াফ করবে, আর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে তার কোন্ দিক থেকে আরম্ভ করবে ?

٢٩٤٢. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ

مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا *

২৯৪২. আবদুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় শুভাগমন করলেন, তখন তিনি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। এরপর এর ডান দিকে গেলেন এবং তিনবার রমল করলেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। পরে মাকামে ইবরাহীমে গমন করে বললেন ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" (২ঃ ১২৫) এরপর তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যস্থলে ছিল। তারপর তিনি দুই রাকআত সালাত আদায়ের পর বায়তুল্লাহ্‌য় গিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন, তারপর তিনি সাফার দিকে গমন করেন।

كَمْ يَسْعَى

কতবার সাঈ করবে ?

٢٩٤٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلاَثَ وَيَمْشِي الْاَرْبَعَ وَيَزْعَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

২৯৪৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তিনবার রমল করতেন এবং চারবার হাঁটতেন, আর তিনি ধারণা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

كَمْ يَمْشِي

স্বাভাবিকভাবে কতবার হেঁটে তাওয়াফ করবে ?

٢٩٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِي اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৪৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরাহ্‌য় প্রথমে এসে যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিনি তিনবার সাঈ করতেন, আর চারবার হাঁটতেন। তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করতেন।

اَلْخَبَبُ فِى الثَّلاَثَةِ مِنَ السَّبْعِ

সাত বারের মধ্যে তিনবার রমল করা

٢٩٤٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ اَوَّلَ مَايَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ *

২৯৪৫. আহমদ ইব্‌ন আমর ও সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় যান, তখন তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, এবং সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিনবার রমল করেন।

اَلرَّمَلُ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ এবং উমরাহ্য় রমল করা বা দ্রুত চলা

٢٩٤٦. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُّ فِى طَوَافِهِ حِيْنَ يَقْدَمُ فِى حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ ثَلاَثًا وَيَمْشِى اَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

২৯৪৬. মুহাম্মদ ও আবদুর রহমান (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) মক্কায় আগমন করলে, হজ্জ বা উমরাহ্য় এলে, তাঁর তাওয়াফে তিনবার রমল করতেন এবং চারবার সাধারণভাবে চলতেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

اَلرَّمَلُ مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ

হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা

٢٩٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهِ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ *

২৯৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতে দেখেছি, এমনকি তা তিনি এখানে তিন তাওয়াফ পূর্ণ করেন।

اَلْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ

যে কারণে নবী ﷺ বায়তুল্লাহ্-এর সাঈ করেন

٢٩٤٨. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوْا مِنْهَا شَرًّا فَاَطْلَعَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذٰلِكَ فَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَرْمُلُوْا وَاَنْ يَمْشُوْا مَابَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ فَقَالُوْا هٰؤُلَاءِ اَجْلَدُ مِنْ كَذَا ۞

২৯৪৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন মুশরিকরা বলতে লাগলো, মদীনার জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে, আর সেখানে তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এ সংবাদ পৌছালে তিনি সাহাবীগণকে রমল করতে আদেশ করেছেন এবং দুই রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থলে স্বাভাবিকভাবে চলতে বলেন। মুশরিকরা তখন হিজর-এর নিকট ছিল। তারা বলতে লাগলো ঃ এরা তো অমুক হতে শক্তিশালী।

٢٩٤٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اَرَاَيْتَ اِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ اَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) اجْعَلْ اَرَاَيْتَ بِالْيَمَنِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ۞

২৯৪৯. কুতায়বা (র) - - - - যুবায়র ইব্‌ন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা চুম্বন করতে দেখেছি এবং স্পর্শ করতে দেখেছি। সে লোকটি বললো ঃ আমি অত্যধিক ভিড়ের দরুন বা লোকের মধ্যে তা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম না হলে কি করবো ? তখন ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যদি এমন হয়, তবে আপনি এসব ইয়ামনে রেখে আসবেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা স্পর্শ করতে এবং চুম্বন করতে দেখেছি।

اِسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

প্রত্যেক তাওয়াফে উভয় রুকন স্পর্শ করা

٢٩٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ ۞

২৯৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রত্যেক তাওয়াফেই রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন।

٢٩٥١. اَخْبَرَنَا اُسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَسْتَلِمُ اِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ *

২৯৫১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতেন না।

مَسْحِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

উভয় রুকনে ইয়ামানীর মসেহ্ করা

٢٩٥٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ *

২৯৫২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বায়তুল্লাহ্‌র উভয় রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি।

تَرْكُ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْاُخَرَيْنِ

অন্য দু' রুকনকে [১] স্পর্শ না করা

٢٩٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ لاَتَسْتَلِمُ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ *

২৯৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমি দেখেছি, আপনি উভয় রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে স্পর্শ করেন না। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উক্ত দু' রুকন ব্যতীত অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি। (সংক্ষিপ্ত)

---

১. রুকন অর্থ পার্শ্ব– দুই প্রাচীরের সংযোগ স্থলকে রুকন বলা হয়। কা'বা ঘরে চারটি রুকন রয়েছে। (১) রুকন-ই আসওয়াদ (২) রুকন-ই ইয়ামানী (৩) রুকন-ই শামী ও (৪) রুকন-ই ইরাকী। রুকন-ই আসওয়াদকে স্পর্শ করা হয় ও চুম্বন করা হয়। দ্বিতীয় রুকনে স্পর্শ করা হয় চুমা দেওয়া হয় না, তৃতীয় ও চতুর্থ রুকনকে স্পর্শও করা হয় না, চুমাও দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রুকনে ইয়ামানী রুকন, তৃতীয় ও চতুর্থকে শামী রুকন বলা হয়।

٢٩٥٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ *

২৯৫৪. আহমদ ইব্‌ন আমর ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং এর নিকটবর্তী রুকন, যা জুমাহীদের ঘরের দিকে অবস্থিত ; তাছাড়া বায়তুল্লাহ্‌র অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

٢٩٥٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (رضـ) مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِيْ شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ *

২৯৫৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ নামক রুকনদ্বয় স্পর্শ করতে দেখেছি, তখন হতে আমি অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায় উক্ত রুকনদ্বয় স্পর্শ করতে ছাড়িনি।

٢٩٥٦. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَاتَرَكْتُ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ فِيْ رَخَاءٍ وَلاَ شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ *

২৯৫৬. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ চুম্বন করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি তাকে স্পর্শ ও চুম্বন করতে ছাড়িনি, অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায়।

اِسْتِلاَمُ الرُّكْنَيْنِ بِالْمِحْجَنِ

হাজরে আসওয়াদকে লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা

٢٩٥٧. أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ *

২৯৫৭. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)

থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ লাঠি দ্বারা স্পর্শ করেন।

اَلْاِشَارَةُ اِلَى الرُّكْنِ

হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইঙ্গিত করা

٢٩٥٨. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاِذَا انْتَهَى اِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ اِلَيْهِ *

২৯৫৮. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন, যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছতেন, তখন তার দিকে (লাঠি দিয়ে) ইঙ্গিত করতেন।

قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে (৭ ঃ ৩১)।

٢٩٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَقُوْلُ :

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ　　وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ اُحِلُّهُ

قَالَ فَنَزَلَتْ يَابَنِى اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *

২৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করতো এবং তারা বলতো ঃ

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ　　وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ اُحِلُّهُ

'আজ লজ্জাস্থানের সব কিংবা অংশ বিশেষ খোলা থাকবে (তাওয়াফের প্রয়োজনে)। অতএব, এর প্রতি নজর করা কারোর জন্য আমরা হালাল মনে করি না।' তিনি বলেন ঃ তখন আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হলো ঃ "হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (৭ ঃ ৩১)।

٢٩٦٠. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ

الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ اَلاَ لاَيَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *

২৯৬০. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীররূপে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবূ বকর (রা)-কে একটি দলে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি লোকের মধ্যে একথা প্রচার করেন যে, শুন, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না।

٢٩٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ حِيْنَ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُوْنَ قَالَ كُنَّا نُنَادِي اِنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَاَجَلُهُ اَوْ اَمَدُهُ اِلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ فَكُنْتُ اُنَادِيْ حَتَّى صَحِلَ صَوْتِيْ *

২৯৬১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ তালিব (রা) এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মক্কাবাসীদের কাছে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ আপনারা কিসের ঘোষণা দেন ? তাঁরা বলেন ঃ আমরা এ কথা ঘোষণা দেই যে, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও যে ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি রয়েছে এর সময় চার মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। যখন চার মাস অতিবাহিত হবে, তখন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আর এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করবে না। আমি এই ঘোষণা দিচ্ছিলাম। এমনকি (ঘোষণা প্রচার করতে করতে) আমার আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

اَيْنَ يُصَلِّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু'রাকআত সালাত কোথায় আদায় করবে ?

٢٩٦٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِيْنَ اَحَدٌ *

২৯৬২. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - মুত্তালিব ইবন আবূ ওয়াদা'আহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাওয়াফের সপ্তম চক্কর সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তাওয়াফ করার স্থানের

এক পার্শ্বে গমন করলেন এবং সেখানে দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর মধ্যে এবং তাওয়াফকারীদের মধ্যে কেউ ছিল না।

٢٩٦٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় এলেন এবং সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন, এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। আর বললেন ঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

اَلْقَوْلُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফ শেষে দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর কথা বলা

٢٩٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فَكَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْمَسِيْلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন, তার মধ্যে তিনি তিনবার রমল করেন, আর চারবার সাধারণভাবে চলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন এবং তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থ ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে

সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" লোকদের শুনাবার জন্য তিনি উচ্চস্বরে এরূপ পাঠ করেন। তারপর তিনি ফিরে এসে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর (সাফা-এর দিকে) গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ যা হতে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা থেকে আরম্ভ করবো। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করেন এবং এর উপর আরোহণ করেন। এ সময় কা'বা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তিনবার বলেন ঃ لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থ ঃ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, নেই তাঁর কোন শরীক, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এরপর তিনি 'আল্লাহ্ আকবার' বলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং যা তিনি নির্ধারিত ছিল তাঁর জন্য তিনি দু'আ করেন। এরপর তিনি পায়ে হেঁটে নেমে আসেন। এমন কি তাঁর পদদ্বয় বাতনে মাসিলে স্থির হলো। তারপর তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর উভয় পা উঠে যেত। পরে তিনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌছে তাতে আরোহণ করেন। এবারও বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি তিনবার বলেন ঃ لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ দু'আর পর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করলেন এবং হামদ ও সানা আদায় করলেন। এখানেও তিনি আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করেছেন সেভাবে দু'আ করেন। এভাবে তিনি তাওয়াফ সমাপ্ত করেন।

٢٩٦٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلّٰى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَابْدَؤُا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ *

২৯৬৫. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার তাওয়াফ করেন এবং তিনবার রমল করেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করেন। এরপর তিনি পড়েন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থ ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" (২ঃ১২৫) পরে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। এ সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কা'বার মধ্যে রাখেন। পরে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তা হতে বের হয়ে বললেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন।" তোমরা আরম্ভ কর ঐস্থান থেকে যার কথা আল্লাহ্ প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু' রাকআত সালাতের কিরাআত

٢٩٦٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرٍ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا *

২৯৬৬. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন দীনার আল-হিমসী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাকামে ইবরাহীমে পৌছে তিলাওয়াত করলেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তিনি সূরা-ই-ফাতেহা এবং সূরা-ই-কাফিরূন ও সূরা-ই- ইখলাস পাঠ করেন। পরে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুম্বন করেন। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে যান।

اَلشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ

যমযমের পানি পান করা

٢٩٦٧. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ وَمُغِيرَةُ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৭. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযমের পানি করেন।

اَلشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করা

٢٩٦٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন।

ذِكْرُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

যে দরজা দিয়ে লোকেরা বের হয়, সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাফার দিকে বের হওয়া

٢٩٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِىْ يُخْرَجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سُنَّةٌ ٭

২৯৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করার পর সাতবার কা'বার তাওয়াফ করেন। পরে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর যে দরজা দিয়ে লোক বের হয়, সে দরজা দিয়েই তিনি সাফার দিকে বের হন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। শু'বা (র) বলেন ঃ আইয়ূব (র) আমর ইব্ন দীনার (র) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) একে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ذِكْرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়া

٢٩٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قُلْتُ مَا اُبَالِىْ اَنْ لَا اَطُوْفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ اِنَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَايَطُوْفُوْنَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً ٭

২৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (অর্থ ঃ তাই যে কেউ কা'বা গৃহের (হজ্জ কিংবা উমরাহ্ করে) এ দু'টির মধ্যে যাতায়াত করাতে তার কোন পাপ নেই। (২ঃ ১৫৮) এ আয়াত পাঠ করে বললাম ঃ উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ না করাকে আমি মন্দ মনে করি না। তিনি বলেন ঃ তুমি যা বললে তা মন্দ কথা, জাহিলী যুগে লোকেরা এই দু' পাহাড়ের সাঈ করতো না। যখন ইসলামের যুগ এলো এবং কুরআন নাযিল হলো ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন" (২ঃ ১৫৮)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাঈ করলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সাঈ করলাম। তাই ইহা সুন্নত।

٢٩٧١. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَاللّٰهِ مَا عَلَى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لَا يَطُوْفَ بِالصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا كَانُوا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُوْنَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا *

২৯৭১. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! সাফা ও মারওয়ায় সাঈ না করলে কারও পাপ হবে না। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তুমি যা বললে, তা ভাল নয়, হে ভাগ্নে ! তুমি এই আয়াতের মর্ম যা বুঝেছ ; যদি তা-ই হতো তাহলে তো এর সাঈ না করলে কোন পাপ হবে না ঠিকই। কিন্তু এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের সম্বন্ধে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা 'মানাতে তাগিয়া' (একটি মূর্তি)-এর হজ্জ করতো। আর যে এর হজ্জ করতো, সে সাফা ও মারওয়ার সাঈ করতো না। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا তারপর রাসূলুল্লাহ্ পর্বতদ্বয়ের সাঈ করাকে শরীয়তের আহ্‌কামভুক্ত করেন। তাই কেউ পর্বতদ্বয়ের সাঈ বাদ দিতে পারবে না।

٢٩٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُوْلُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ *

২৯৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফায় গমনের ইচ্ছায় মসজিদে থেকে বের হলেন, তখন তিনি বললেন ঃ আমরা সেখান থেকে আরম্ভ করবো, যেখান থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আরম্ভ করেছেন।

٢٩٧٣. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ *

২৯৭৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফার দিকে বের হয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছেন, আমরাও সে স্থান থেকে আরম্ভ করবো। তারপর তিনি পাঠ করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

مَوْضِعُ الْقِيَامُ عَلَى الصَّفَا

সাফায় দাঁড়াবার স্থান

٢٩٧٤. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ *

২৯৭৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফায় আরোহণ করে যখন তিনি বায়তুল্লাহর প্রতি তাকান তখন তাকবীর বলেন।

اَلتَّكْبِيرُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে তাকবীর বলা

٢٩٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَيَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ *

২৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে তিনবার তাকবীর বলেন। এরপর তিনি বলেন: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি এইরূপ তিনবার বলেন, পরে দু'আ করেন। মারওয়া পাহাড়েও তিনি এইরূপ করেন।

اَلتَّهْلِيلُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে 'তাহলীল'

٢٩٧٦. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بَيْنَ ذٰلِكَ *

২৯৭৬. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেছেন: তাঁর পিতা বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন, জাবির (রা) নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে বলেছেন: তারপর নবী ﷺ সাফায় আরোহণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েন এবং এর মাঝে দু'আ করেন।

اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا

সাফার উপর যিকর এবং দু'আ করা

٢٩٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَكَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْمَسِيْلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন, এতে তিনবার রমল করেন এবং চারবার সাধারণভাবেই হেঁটে তাওয়াফ করেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন এবং পড়েন: وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এ সময় তিনি লোকদেরকে শোনাবার জন্য উচ্চকণ্ঠে পড়েন। এরপর সেখান থেকে এসে তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করেন। তারপর সাফার দিকে গমন করেন এবং বলেন: আমরা তা হতে আরম্ভ করবো, আল্লাহ্ যা হতে আরম্ভ করেছেন। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করে তার উপর আরোহণ করেন। সেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখতে পান এবং তিনি তিনবার বলেন: لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি আল্লাহ্ আকবর বলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এরপর তাঁর জন্য যা নির্ধারিত ছিল তিনি তা দিয়ে দু'আ করেন। পরে তিনি পায়ে হেঁটে নেমে এসে বাতনে মাসীলে (উপত্যকায়) এসে পৌঁছেছেন। তারপর তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর পদদ্বয় উঠে যায়। পরে তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। এখানেও বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেও তিনি তিনবার বলেন: لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলেন, এখানে তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করলেন। দু'আ করেন এবং এভাবে তিনি তাওয়াফ শেষ করেন।

اَلطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

বাহনের উপর থেকে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা

٢٩٧٨. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْاَلُوْهُ اِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ ٭

২৯৭৮. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ নবী ﷺ বিদায় হজ্জে বাহনের উপর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন যেন লোকে তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি উপরে অবস্থান করেন যেন প্রশ্নকারীগণ তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে পারেন। কেননা লোকের অনেক ভিড় ছিল।

اَلْمَشْىُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে হেঁটে চলা

٢٩٧٩. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِىْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ اِنْ اَمْشِىْ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ وَاِنْ اَسْعَى فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعَى ٭

২৯৭৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - কাসীর ইব্‌ন জুমহান (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখেছি তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে হাঁটছেন, তিনি বলেন ঃ যদি আমি হেঁটে চলি, তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি আমি দ্রুত চলি, তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দ্রুত চলতে দেখেছি।

٢٩٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ٭

২৯৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখেছি, এরপর তিনি পূর্ব হাদীসের মত উল্লেখ করেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন ঃ আর আমি তখন ছিলাম বৃদ্ধ।

اَلرَّمَلُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করা

٢٩٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلاَ أُرَاهُمْ رَمَلُوا الاَّ بِرَمَلِهِ ٭

২৯৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করতে দেখেছেন ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন একদল লোকের মধ্যে তাঁরা সকলেই রমল করেন, আমি তাঁদের সকলকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রমলের অনুকরণেই রমল করতে দেখেছি।

اَلسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা

٢٩٨٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ ٭

২৯৮২. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করেন মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য।

اَلسَّعْيُ فِيْ بَطْنِ الْمَسِيْلِ

বাতনে মাসীলে সাঈ করা

٢٩٨٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ وَيَقُوْلُ لاَيُقْطَعُ الْوَادِيُ الاَّ شَدًّا ٭

২৯৮৩. কুতায়বা (র) - - - - জনৈক মহিলা থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বাতনে মাসীলে[১] সাঈ করতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন ঃ এই উপত্যকা দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতে হয়।

مَوْضِعُ الْمَشْيِ

হেঁটে চলার স্থান

১. সাফা ও মাওয়ার মধ্যস্থলে যতটুকু জায়গায় দ্রুত চলতে হয়, সে স্থানের নাম 'বাতনে-মাসীল'। নাসাঈ পাদটিকা। –অনুবাদক

٢٩٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشٰى حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ سَعٰى حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْهُ *

২৯৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফা থেকে অবতরণ করতেন তখন হাঁটতেন, এমনকি তাঁর পদদ্বয় বাতনে ওয়াদীতে নামার পর তিনি সাঈ করে তা হতে বের হতেন।

مَوْضَعِ الرَّمَلُ

রমলের স্থান

٢٩٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ رَمَلَ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ *

২৯৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পদদ্বয় বাতনে উপত্যকায় পৌঁছলে, তখন তিনি রমল করতে করতে তা থেকে বের হয়ে যান।

٢٩٨٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ يَعْنِيْ عَنِ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِيْ رَمَلَ حَتّٰى اِذَا صَعِدَ مَشٰى *

২৯৮৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবতরণ করেন অর্থাৎ সাফা হতে। যখন তাঁর পদযুগল ওয়াদীতে অবতরণ করে, তখন তিনি রমল করেন। আর যখন তিনি উপত্যকা অতিক্রম করেন, তখন তিনি হেঁটে চলেন।

مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرْوَةِ

মারওয়ার উপর অবস্থানের স্থান

٢٩٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتَ فَقَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মারওয়ায় এসে তার উপর আরোহণ করেন, তারপর বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তিনি তিনবার বলেন ঃ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন, সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ্ বলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করেন এবং এই কাজের মাধ্যমে তিনি তাওয়াফ শেষ করেন।

اَلتَّكْبِيْرُ عَلَيْهَا

সাফা ও মারওয়ার উপর তাকবীর বলা

٢٩٨٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى الصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتّٰى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَشٰى حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعٰى حَتّٰى اِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشٰى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى قَضٰى طَوَافَهُ *

২৯৮৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফার দিকে গেলেন এবং তাতে আরোহণ করেলন। এরপর বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর তিনি মহান আল্লাহ্র তাওহীদ বর্ণনা করে তাকবীর পাঠ করলেন। তিনি বলেন ঃ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি চলতে লাগলেন যখন তাঁর পদদ্বয় উপত্যকাতে নামলো তখন সাঈ করলেন। যখন উভয় পদ উপত্যকা থেকে উপরে উঠে এলো, তখন তিনি হেঁটে মারওয়ায় আগমন করেন। এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর তাওয়াফ শেষ করেন।

كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

কিরান ও তামাত্তু হজ্জকারী সাফা ও মারওয়ায় কতবার সাঈ করবে ?

٢٩٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৮৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে একবারের বেশী সাঈ করেন নি।

أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ

উমরাহ্ আদায়কারী কোথায় চুল কাটবে ?

٢٩٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ *

২৯৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর উমরাহ্য় তাঁর চুল তীরের ফলা দিয়ে কেটেছেন মারওয়া পাহাড়ের উপরে।

٢٩٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ *

২৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মারওয়ায় নবী ﷺ -এর চুল কেটেছি বেদুঈনের তীরের ফলা দিয়ে।

كَيْفَ يُقَصِّرُ

কিরূপে চুল কাটবে ?

٢٩٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ *

২৯৯২. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুলের চারদিক থেকে কেটেছি, আমার নিকট তীরের ফলা ছিল তা দিয়ে, তাঁর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা মারওয়া সাঈ-এর পর যুলহিজ্জার দশ দিনের মধ্যে। কায়স (র) বলেন, লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর এ ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন।[১]

مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهْدَى

যে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তার কী করণীয়

٢٩٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ

---

১. কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনাতেই ইহ্রাম থেকে হালাল হয়েছিলেন। সম্ভবত মুআবিয়া (রা) কোন উমরাহ্র পর এইরূপ করেছিলেন। সময়ের বর্ণনায় ভ্রান্তি রয়েছে। হাশিয়াতুল জাদীদা। —অনুবাদক।

الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ قَالَتْ فَلَمَّا
اَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ
فَلْيَحْلِلْ *

২৯৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হজ্জের নিয়্যতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। যখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন, তখন বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, সে তার ইহ্‌রামের উপর আসবে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে হালাল হয়ে যাবে।

مَا يَفْعَلُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى

যে ব্যক্তি উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সঙ্গে এনেছে সে কি করবে ?

٢٩٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ
وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى فَلاَ يَحِلُّ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ *

২৯৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ তো হজ্জের ইহ্‌রাম করে, আর কেউ কেউ উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করে এবং কুরবানীর পশু সঙ্গে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করেছে, আর কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে হালাল হয়ে যাবে। আর যে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করে কুরবানীর পশু সঙ্গে এনেছে। সে হালাল হবে না। আর যে হজ্জের ইহ্‌রাম করেছে সে তার হজ্জ পূর্ণ করবে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি ঐ সকল লোকের মধ্যে ছিলাম, যারা উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম করেছিল।

٢٩٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ
بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ
فَلْيُقِمْ عَلٰى اِحْرَامِهِ قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَاَقَامَ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِىْ هَدْىٌ فَاَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ
ثِيَابِىْ وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيْبِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَاْخِرِىْ عَنِّىْ فَقُلْتُ اَتَخْشٰى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ *

২৯৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হজ্জের ইহ্‌রাম করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা মক্কার নিকটবর্তী

হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়, আর যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, সে তার ইহ্রামের উপর থাকবে। আসমা (রা) বলেন ঃ যুবায়র (রা)-এর সাথে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি তাঁর ইহ্রামের উপর থাকেন। আর আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকায় আমি হালাল হয়ে যাই। আমি আমার জামাকাপড় পরিধান করি, সুগন্ধি ব্যবহার করি এবং যুবায়র (রা)-এর কাছে বসি। তিনি বললেন ঃ আমার থেকে দূরে বস। আমি বলি ঃ তুমি কি ভয় কর যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো ?

اَلْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

ইয়াওমুত্ তারবিয়া[১] -এর আগে খুৎবা

٢٩٩٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى اَبِىْ قُرَّةَ مُوْسَى بْنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ اَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَاَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوٰى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيْرِ فَقَالَ هٰذِهٖ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنُصَلِّىَ مَعَهُ فَاِذَا عَلِىٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِيْرٌ اَمْ رَسُوْلٌ قَالَ لَا بَلْ رَسُوْلٌ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَرَاءَةَ اَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِىْ مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ (رضـ) فَقَرَاَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَاَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَاَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ اِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَاَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتّٰى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْاَوَّلُ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُوْنَ وَكَيْفَ يَرْمُوْنَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَاَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى خَتَمَهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنَّمَا اَخْرَجْتُ

---

১. তারবিয়া অর্থ ঃ তৃপ্তি, এইদিন অর্থাৎ যিলহাজ্জের ৮ম তারিখের দিন হাজীগণ নিজেরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং উট ও অন্যান্য বাহনদের পানি পান করিয়ে ও ঘাস খাওয়ায়ে তৃপ্ত করেন, তাই এদিনকে 'ইয়াওমুত্ তারবিয়া' বলা হয়। তারাবিয়ার আর এক অর্থ ঃ চিন্তা-ভাবনা। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দিবেন সেই বিষয়ে এই তারিখে চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন। দশ তারিখে কুরবানী দেওয়ার ফায়সালা করলেন, এই কারণেও 'ইয়াওমুত্ তারবিয়া' বলা হয়। নাসাঈ শরীফের পাদটীকা অবলম্বনে। –অনুবাদক

هٰذَا لِئَلاَّ يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ اِلاَّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْ حَدِيْثَ ابْنِ خُثَيْمٍ وَلاَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلاَّ اَنَّ عَلِىُّ بْنَ الْمَدِيْنِىُّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَكَانَ عَلِىُّ بْنَ الْمَدِيْنِى خُلِقَ لِلْحَدِيْثِ ٭

২৯৯৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরাহ্ করে জিয়িররানা নামক স্থানে ফিরে এসে আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে আসলাম। যখন 'আরজ' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সকাল হলে তিনি তাকবীর বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর পেছনে উটের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি তাকবীর না দিয়ে বললেন ঃ ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটনী জাদ'আর শব্দ। হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ এনেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করবো, হঠাৎ দেখা গেল এর আরোহী হলেন আলী (রা)। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কি আমীর হিসেবে এসেছেন, না সংবাদ বাহক হিসেবে। তিনি বললেন ঃ আমি সংবাদ বাহক হিসেবে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অব্যাহতি বাণী (সূরা তাওবা বা বারা'আত) সহ প্রেরণ করেছেন। আমি হজ্জের বিশিষ্ট স্থানসমূহে লোকদের তা শুনাব। আমরা মক্কায় আগমন করলাম। যিলহজ্জের ৮ তারিখের একদিন পূর্বে আবূ বকর (রা) লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন এবং তাদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম শুনালেন। তিনি তাঁর খুৎবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি লোকের মধ্যে অব্যাহতি বাণী (সূরা বারাআত) পাঠ করে শুনালেন এবং তা শেষ করলে আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। যখন আরাফার দিন উপস্থিত হলো, তখন আবূ বকর (রা) লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন, তাদের কাছে হজ্জের আহ্‌কাম বর্ণনা করলেন। যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে সূরা বারাআত পাঠ করে শুনালেন। এরপর কুরবানীর দিন আসলে আমরা তাওয়াফে ইফাযা করলাম। আবূ বকর (রা) ফিরে এসে লোকের মধ্যে খুৎবা দিলেন। তাতে তিনি প্রত্যাবর্তন ও কুরবানীর আহ্‌কাম এবং হজ্জের আহ্‌কাম বর্ণনা করলেন। তিনি যখন খুৎবা শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে বারাআতের ঘোষণা শুনালেন, সূরা বারাআত শুনানো শেষ করলেন। প্রথম নফরের দিন[১] আসলে আবূ বকর (রা) লোকের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন ; কিরূপে নফর বা যাত্রা করতে হবে এবং রমী করতে হবে সে সমস্ত আহ্‌কাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি খুৎবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের নিকট সূরা বারাআত পড়ে শুনালেন এবং তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।

আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, ইব্‌ন খুশায়ম (র) হাদীস বর্ণনায় তেমন শক্তিশালী নন। আমি 'ইব্‌ন জুরায়জ (র) আবূ যুবায়র (র) থেকে' এ সনদে বর্ণনা না করে ইব্‌ন জুরায়জ (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র) থেকে, তিনি আবূ যুবায়র (রা)' এ সনদে রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছি। কেননা প্রথমোক্ত সনদে ইব্‌ন জুরায়জ (র) ও আবূ যুবায়র (র)-এর মধ্যের একজন রাবী বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাকে উসূলে হাদীসের ভাষায় মুনকাতি' (منقطع) বলা হয়। আমি এ হাদীসটি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই ইব্‌ন ইবরাহীম (র) সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছি। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা বাদ দেননি। আর আবদুর রহমান থেকেও না। তবে আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র)-কে 'মুনকারুল হাদীস'[২] বলে মন্তব্য করেছেন। আর আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) হাদীস শাস্ত্রের জন্যেই তাঁর সৃষ্টি।

১. প্রথম নফরের দিন ঃ আইয়্যামে-ই- তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। —অনুবাদক
২. মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবূল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে বলা 'মুনকার'। এরূপ বর্ণনাকারী রাবীকে 'মুনকারুল হাদীস' বলা হয়। বুখারী শরীফ বাংলা অনুবাদ-এর ভূমিকা পৃ. ১৩। ই.ফা.বা। —অনুবাদক

اَلْمُتَمَتِّعُ مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ

তামাত্তু' হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম কখন করবে ?

٢٩٩٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحِلُّوا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَضَاقَتْ بِذَالِكَ صُدُوْرُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِىْ مَعِى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى تَفْعَلُوْنَ فَاَحْلَلْنَا حَتّٰى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ *

২৯৯৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতীত হওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাঙ্গে আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং একে 'উমরাহ্ গণ্য কর। এতে আমাদের অন্তর সংকুচিত হলো এবং আমাদের কাছে তা ভারী মনে হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা তোমরা হালাল হয়ে যাও, আমার নিকট যে কুরবানীর পশু রয়েছে, যদি তা থাকতো তাহলে তোমরা যা করছো আমিও তা করতাম। এরপর আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং স্ত্রী সহবাসও করলাম। হালাল ব্যক্তি যা করে আমরাও তাই করলাম। যখন 'তারবিয়ার' দিন[১] আসলো এবং মক্কা প্রকাশিত হলো, তখন আমরা হজ্জের তাল্‌বিয়া পড়লাম।

مَا ذُكِرَ فِى مِنًى

মিনা সম্বন্ধে যা উল্লেখ করা হয়েছে

٢٩٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَدَلَ اِلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا اَنْزَلَكَ تَحْتَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ اَنْزَلَنِى ظِلُّهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْاَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَّبَةُ وَفِى حَدِيْثِ الْحٰرِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُوْنَ نَبِيًّا *

২৯৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আমর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমার কাছে আসলেন, তখন আমি মক্কার পথে একটি বৃক্ষের নীচে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ আপনাকে এ বৃক্ষের নীচে কিসে অবতরণ করালো ?

---

১. তারবিয়ার দিন ঃ যুলহিজ্জার অষ্টম দিন। –অনুবাদক

আমি বললাম ঃ এর ছায়া আমাকে এখানে অবতরণ করতে আকৃষ্ট করেছে। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি মিনার দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে থাকবে এবং তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন, তখন সেখানে একটি উপত্যকা দেখতে পাবে। যাকে 'সুরিয়াবা' বলা হয়– হারিসের বর্ণনায় আছে একে 'সারার' বলা হয়, তাতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে, যার নীচে সত্তরজন নবী জন্মগ্রহণ করেন।

٢٩٩٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى فَفَتَحَ اللهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ *

২৯৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন নু'য়ায়ম (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম তায়মী তাদের মধ্য হতে একজন লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, যার নাম আবদুর রহমান ইব্‌ন মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন, আল্লাহ্ আমাদের কান খুলে দিলেন এবং আমরা তিনি যা বলেছিলেন, তা শুনেছিলাম। অথচ আমরা ছিলাম আমাদের মনযিলে। আর নবী ﷺ তাদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন বললেন ঃ দু' আঙ্গুলে পাথর টুকরো নিয়ে তা নিক্ষেপ করবে। আর মুহাজিরদের মসজিদের সামনে থাকতে আদেশ করলেন এবং আনসারদের মসজিদের শেষভাগে থামতে আদেশ করলেন।

أَيْنَ يُصَلِّى الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

তারবিয়ার দিন ইমাম সালাত কোথায় আদায় করবে ?

٣٠٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ *

৩০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) - - - - আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফাই (র) বলেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু স্মরণ রেখেছেন, তা আমাকে বলুন, তিনি তারবিয়ার দিন জোহরের সালাত কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন ঃ মিনায়। আমি বললাম ঃ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের দিন আসর কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন ঃ আবতাহে অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে।

اَلْغُدُوُّ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ

মিনা হতে ভোরে আরাফার দিকে গমন করা

٣٠٠١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ *

৩০০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ভোরে মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তালবিয়া পড়ছিল ; আর কেউ কেউ তাকবীর বলছিল।

٣٠٠٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ *

৩০০২. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সকাল বেলা মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম। আমাদের কেউ কেউ ছিল তালবিয়া পাঠকারী, আর কেউ কেউ ছিল তাকবীর পাঠকারী।

اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْمَسِيْرِ اِلَى عَرَفَةَ

আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা

٣٠٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُلَائِىُّ يَعْنِى اَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِى التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَبِّى يُلَبِّى فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ *

৩০০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর সঙ্গে সকাল বেলা মিনার দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তালবিয়ায় কি করতেন ? তিনি বললেন : যে তালবিয়া পড়তো, সে তালবিয়া পড়তো ; তাকে কেউ বাধা দিত না ; আর যে তাকবীর বলতো, সে তাকবীর বলতো, তাকেও কেউ বাধা দিত না।

اَلتَّلْبِيَةُ فِيْهِ

সে দিন তালবিয়া পাঠ করা

٣٠٠٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ الثَّقَفِىُّ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُوْلُ فِى التَّلْبِيَةِ فِى هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ سِرْتُ هٰذَا الْمَسِيْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلٰى صَاحِبِهِ *

৩০০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমি আরাফায় ভোরে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনারা এই দিন তালবিয়ায় কি বলতেন ? তিনি বললেন ঃ এ সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এবং তাঁর সাহাবার সঙ্গে সফর করি, তাঁদের মধ্যে কেউ তালবিয়া পাঠ করতেন, আর তাকবীর বলতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ অন্যকে বাধা দিত না।

مَا ذُكِرَ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে

٣٠٠٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا تَّخَذْنَاهُ عِيْدًا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ قَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ فِيْهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِىْ اُنْزِلَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ *

৩০০৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - -তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, এক ইয়াহূদী উমর (রা)-কে বললো ঃ যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল হতো, তাহলে আমরা ঐদিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম। উমর (রা) বললেন ঃ আমরা জানি যেদিনটিতে ঐ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আর যে রাতে তা অবতীর্ণ হয়েছে তা ছিল জুমআর রাত, আর তখন আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আরাফাতে।

٣٠٠٦. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا اَوْ اَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ يُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ *

৩০০৬. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ এমন কোন দিন নেই, যে দিন আরাফার দিন হতে অধিক বান্দা অথবা বান্দীকে আল্লাহ্ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেন। আর তিনি সেদিন বান্দার নিকটতবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের কাছে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে গর্ব করে বলেন ঃ এরা কী কামনা করে ? আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ এই হাদীসের রাবী হয়তো ইউনুস ইব্‌ন ইউসুফ। যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক (র)। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন রোযা রাখা নিষেধ

٣٠٠٧. اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৩০০৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, এবং আইয়্যামে তাশরীক মুসলিমদের ঈদের দিন ; আর এগুলো খাওয়া ও পান করার দিন।

اَلرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

আরাফার দিনে অপরাহ্নে দ্রুত বের হওয়া

٣٠٠٨. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْهَبُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ اِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ يَاْمُرُهُ اَنْ لَايُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِىْ اَمْرِ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ الرَّوَاحَ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ لَهُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ اُفِيْضُ عَلَىَّ مَاءً ثُمَّ اَخْرُجُ اِلَيْكَ فَانْتَظَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَبِىْ فَقُلْتُ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ *

৩০০৮. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফকে লিখিত আদেশ করলেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে ইব্‌ন উমরের বিরোধিতা না করেন। তারপর যখন আরাফার দিন আসলো, ইব্‌ন উমর (রা) সূর্য ঢলে পড়ার পর তার কাছে আগমন করলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর পর্দার নিকট এসে চিৎকার করে বললেন ঃ এ ব্যক্তি কোথায় ? তখন হাজ্জাজ তাঁর কাছে বের হয়ে আসলেন। তখন তাঁর গায়ে কুসুম রংয়ের চাদর ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আবূ আবদুর রহমান ! কী অবস্থা ? তিনি বললেন ঃ যদি সুন্নত পালনের আশা রাখেন, তা হলে এই অপরাহ্নেই বের হতে হয়। হাজ্জাজ বললেন ঃ এ মুহূর্তেই ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন ঃ আমি গায়ে একটু পানি ঢেলেই আপনার নিকট আসছি। এরপর তিনি অপেক্ষা করলে হাজ্জাজ বের হলেন। তারপর আমার এবং আমার পিতার সাথে চললেন। আমি বললাম ঃ আপনি যদি সুন্নত মত আমল করার আশা রাখেন, তা হলে খুৎবাকে সংক্ষেপ করুন এবং আরাফার দিকে তাড়াতাড়ি চলুন। তিনি আমার কথা শুনে ইব্‌ন উমরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যেন একথা তিনি তার থেকেও শুনতে পান। যখন ইব্‌ন উমর (রা) তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন।

اَلتَّلْبِيَةُ بِعَرَفَةَ

আরাফায় তালবিয়া

٣٠٠٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَالِيْ لاَاَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّوْنَ قُلْتُ يَخَافُوْنَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ *

৩০০৯. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম আওদী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আরাফায় ছিলাম। তিনি বললেন ঃ কী হলো লোকদেরকে তো তালবিয়া পাঠ করতে দেখছি না ? আমি বললাম ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর ভয়ে। এরপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর তাঁবু হতে বের হলেন এবং বললেন ঃ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ তারা আলী (রা)-এর প্রতি শত্রুতাবশত সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে।

اَلْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ

সালাতের পূর্বে আরাফায় খুৎবা প্রদান

٣٠١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ *

৩০১০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সালামা ইব্‌ন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আরাফায় সালাতের পূর্বে লাল বর্ণের উটের উপর থেকে খুৎবা দিতে দেখেছি।

اَلْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ

আরাফার দিনে উটের উপর থেকে খুৎবা দেয়া

٣٠١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ *

৩০১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - সালামা ইব্‌ন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেছেন ঃ আমি আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লাল বর্ণের উটের উপর বসে খুৎবা দিতে দেখেছি।

قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় খুৎবা সংক্ষেপ করা

٣٠١٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَقَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ *

৩০১২. আহমদ ইব্‌ন সারহ (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, আরাফার দিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নিকট আসলেন, তখন সূর্য ঢলে পড়েছিল, আর আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ যদি আপনি সুন্নত তরীকা মত আমল করতে চান, তা হলে এই অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন ঃ এখনই ? আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ হ্যাঁ। সালিম বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে বললাম ঃ যদি আপনি আজ সুন্নত মুতাবিক আমল করতে চান, তাহলে খুৎবা সংক্ষেপ করুন এবং সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করুন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় জোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করা

٣٠١٣. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا اِلاَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ *

৩০১৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল সালাতই সময় মত আদায় করতেন, তবে আরাফায় ও মুযদালিফায় একত্রে আদায় আদায় করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফার ময়দানে দু'আয় উভয় হাত উত্তোলন করা

٣٠١٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِاِحْدٰى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْاُخْرٰى *

৩০১৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আতা (র) বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন ঃ আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একই বাহনে সাওয়ার ছিলাম। তিনি দু'আয় উভয় হাত উত্তোলন করলেন। এমন সময় তাঁর উট তাঁকে নিয়ে একদিকে হেলে গেল, ফলে তার নাকের রশি পড়ে যেতে লাগলো, তিনি তাঁর এক হাতে তা ধরে ফেললেন, এ সময় তাঁর অন্য হাত উঠানোই ছিল।

٣٠١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَاَمَرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى نَبِيَّهُ ﷺ يَقِفُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ *

৩০১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরায়শরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং তাদেরকে বলা হতো 'হুম্‌ছ'। আর আরবের অন্যান্য লোকেরা আরাফায় অবস্থান করতো। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে আরাফায় অবস্থান করতে আদেশ করলেন। এরপর তা হতে রওয়ানা হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থ ঃ আর তোমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে যায়।

٣٠١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِى فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَاشَاْنُ هٰذَا اِنَّمَا هٰذَا مِنَ الْحُمْسِ *

৩০১৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার একটি উট হারিয়ে ফেলি। আমি আরাফার দিন আরাফায় তা তালাশ করতে বের হলাম এবং নবী ﷺ -কে দেখলাম, সেখানে দাঁড়ানো। আমি বললাম ঃ তাঁর অবস্থা কি ? ইনিও তো কুরায়শদের একজন।

٣٠١٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৩০১৭. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আরাফায় মাওকাফের দূরে একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় ইব্‌ন মিরবা' আনসারী (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের মাশায়েরে[1] অবস্থান কর, কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর বিধানের উপর রয়েছ।

٣٠١٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ ﷺ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ *

৩০১৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে। তিনি আমাদের বললেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আরাফার সবটাই মাওফিক বা অবস্থানের স্থান।

فَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় অবস্থান করা ফরয

٣٠١٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ *

৩০১৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - -আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কয়েকজন লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ হজ্জ হলো আরাফায়। অতএব যে ব্যক্তি আরাফার রাত পেয়েছে মুযদালাফার রাতের পূর্বে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।[2]

٣٠٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

---

১. মাশায়ের– হজ্জের আহ্‌কাম ও ইবাদাত আদায়ের স্থানসমূহ।–অনুবাদক

২. অর্থাৎ– তাঁকে হজ্জ কাযা করতে হবে না, তবে তার ফরয তাওয়াফ অবশিষ্ট রয়েছে। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। নাসাঈ শরীফের পাদটীকা।– অনুবাদক

عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال افاض رسول الله ﷺ من عرفات وردفه اسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لاتجاوزان راسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى الى جمع *

৩০২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ---- ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলেন, তাঁকে নিয়ে উটনী সামনের পা একদিকে হেলে গেল, তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করেছিলেন যে, হস্তদ্বয় তাঁর মাথার উপরে উঠেনি! এ অবস্থায় তিনি সফর করতে থাকলেন মুযদালিফায় পৌঁছা পর্যন্ত।

٣٠٢١. اخبرنا ابراهيم ابن يونس بن محمد قال حدثنا ابى قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان اسامة بن زيد قال افاض رسول الله ﷺ من عرفة وانا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى ان ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا ايها الناس عليكم بالسكينة والوقار فان البر ليس فى ايضاع الابل *

৩০২১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি তাঁর সওয়ারীর লাগাম টেনে ধরলেন যাতে তাঁর কর্ণদ্বয় হাওদার সম্মুখভাগে লাগার উপক্রম হলো, আর তখন তিনি বলছিলেন ঃ হে লোক সকল! শান্ত এবং ধীর গতিতে চলো। কেননা, উটকে দ্রুত চালনা করে তাকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে কোন পুণ্য নেই।

الامر بالسكينة فى الافاضة من عرفة

আরাফা হতে গম্ভীর সহকারে প্রত্যাবর্তনের আদেশ

٣٠٢٢. اخبرنا محمد بن على بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن اسماعيل يعنى ابن امية عن ابى غطفان بن طريف حدثه انه سمع ابن عباس يقول لما دفع رسول الله ﷺ شنق ناقته حتى ان راسها ليمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة *

৩০২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হারব (র) ---- ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া (র) বলেন ঃ আবূ গাতফান ইব্‌ন তরীক (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা হতে মুযদালিফার দিকে চললেন, তিনি তাঁর উটের লাগাম টেনে ধরলেন, ফলে তাঁর মাথা হাওদার পালানের সামনের অংশ সনক করছিল, আর তিনি আরাফার সন্ধ্যায় বলছিলেন ঃ তোমরা গাম্ভীর্য সহকারে চলবে।

٣٠٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّي حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০২৩. কুতায়বা (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)। যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফার সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফার সকালে লোকদেরকে বললেন ঃ যখন তারা ঐ স্থান ছেড়ে যাচ্ছিল, শান্তভাবে চলো আর তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখছিলেন। যখন তিনি মিনা হতে মুহাস্‌সিরে প্রবেশ করলেন, তখন বললেন ঃ তোমরা পাথরের ছোট ছোট টুকরা সংগ্রহ কর যা নিক্ষেপ করতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তালবিয়া পড়তে থাকলেন জমরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

٣٠٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّكِيْنَةَ وَاَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা পরিত্যাগের সময় ধীর শান্তভাবে চলছিলেন। তিনি লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে আদেশ করলেন। আর তিনি মুহাস্‌সির[১] উপত্যকা দ্রুত অতিক্রম করলেন, আর লোকদেরকে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন।

٣٠٢٥. اَخْبَرَنِي اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ عِبَادَ اللّٰهِ يَقُوْلُ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَشَارَ اَيُّوْبُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ اِلَى السَّمَاءِ *

৩০২৫. আবূ দাউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আরাফা হতে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! তোমরা শান্তভাবে চল। তিনি হাত দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করছিলেন। আর রাবী আইয়ূব ইঙ্গিত করলেন তাঁর হাতের তালু দ্বারা আকাশের দিকে।

كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা হতে সফর কিরূপে করতে হবে ?

---

১. মুহাস্‌সির- এস্থানে হস্তিবাহিনীর হস্তী থমকে গিয়েছিল।

٣٠٢٦. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ *

৩০২৬. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে নবী ﷺ -এর সফর সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন ঃ তিনি সফরে মাধ্যম চাল অবলম্বন করতেন। যখন তিনি প্রশস্ততা পেতেন, তখন তিনি দ্রুত চলতেন। আর 'নস' বলা হয় আনাক-এর তুলনায় দ্রুত চলাকে।

اَلنُّزُولُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা ত্যাগের পর অবতরণ করা

٣٠٢٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ *

৩০২৭. কুতায়বা (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি উপত্যকার দিকে গেলেন। উসামা (রা) বলেন ঃ আমি তাঁকে বললাম ঃ আমি কি মাগরিবের সালাত আদায় করবো ? তিনি বললেন ঃ সালাত আদায় করার স্থান তোমার সামনে।

٣٠٢٨. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى *

৩০২৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ঢালু স্থানে অবতরণ করেন, সে স্থানে (বনূ উমাইয়ার) আমীরগণ অবতরণ করেন। তিনি সেখানে পেশাব করে অযূ করেন– হালকাভাবে (একবার একবার অঙ্গ ধৌত করেন অথবা পানি স্বল্প ব্যয় করেন।) আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাত। তিনি বললেন ঃ এরাতে যে সময়ে সালাত আদায় করতে হয়, সে সালাত ও তার সময় তোমাদের সামনে। যখন আমরা মুযদালিফায় আসলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করলেন, শেষ ব্যক্তিটিও তার উটের পিঠ হতে নামার পূর্বে।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় করা

٣٠٢٩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ *

৩০২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন মুয্দালিফায়।

٣٠٣٠. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ *

৩০৩০. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুয্দালিয়ায় মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٣٠٣١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا *

৩০৩১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন, একই একামতে, উভয়ের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি এবং উভয় সালাতের কোনটির পরেও কোন সালাত আদায় করেন নি।

٣٠٣٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَالِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩০৩২. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (রা) বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন, এবং উভয় সালাতের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি। মাগরিব আদায় করেন তিন রাকআত, ইশার সালাত আদায় করেন দুই রাকআত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও এরূপ একত্রে আদায় করতেন, মহান আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

٣٠٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ *

৩০৩৩. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন মুয্দালিফায় একই একামতে।

٣٠٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ اَنَّ كُرَيْبًا قَالَ

سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ قَالَ أَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتّٰى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاخَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَأَنَاخُوْا فِي مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحُلُّوا حَتّٰى صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلٰى رِجْلِي فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ وَرَدِفَهُ الْفَضْلُ *

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসামা ইব্‌ন যায়দকে প্রশ্ন করেছিলাম, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সওয়ার ছিলেন– আরাফার সন্ধ্যায়। আমি বললাম ঃ আপনারা কি করতেন ? তিনি বললেন ঃ আমরা সফর করতে করতে মুয্‌দালিফায় পৌছলাম, তথায় নবী ﷺ উট বসিয়ে অবতরণ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর দলের লোকদের কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়া হলো। তাঁরাও তাদের উট বসিয়ে দিলেন তাদের মনযিলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইশার সালাত আদায় করার পূর্বে তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন না। তারপর তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন এবং মনযিলে অবতরণ করলেন। ভোরে আমি পায়ে হেঁটে কুরায়শদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। তখন ফযল (রা) নবী করীম ﷺ -এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন।

تَقْدِيْمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلٰى مَنَازِلِهِمْ بِمُزْدَلِفَةَ

মুয্‌দালিফায় মহিলা এবং শিশুদেরকে আগে-ভাগে মনযিলে প্রেরণ করা

٣٠٢٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ *

৩০৩৫. হুসায়ন ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্‌দালিফার রাতে বনূ হাশিমের দুর্বলগণের (মহিলা ও বালক) সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন।

٣٠٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ *

৩০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্‌দালিফার রাতে যাদেরকে আগে ভাগে বনূ হাশিমের দুর্বলগণের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।

٣٠٢٧. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ *

৩০৩৭. আবূ দাউদ (র) - - - - ফযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ হাশিমের দুর্বলগণকে আদেশ করেন যে, তারা যেন মুযদালিফা থেকে আগে ভাগে চলে যায়।

٣٠٣٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُغَلِّسَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى *

৩০৩৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম ইব্ন শাওয়াল (র) বলেন ঃ উম্মে হাবীবা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে ভোরের অন্ধকারে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চলে যেতে আদেশ করেন।

٣٠٣٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى *

৩০৩৯. আবদুল জব্বার ইব্ন 'আলা (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ভোরের অন্ধকারে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে গমন করতাম।

اَلرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

ভোরের পূর্বেই মুযদালিফা হতে নারীদের চলে যাওয়ার অনুমতি

٣٠٤٠. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا أَذِنَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَوْدَةَ فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً *

৩০৪০. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওদা (রা) -কে ভোরের পূর্বেই মুযদালিফা হতে চলে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন মোটা ও ধীর গতির মহিলা।

اَلْوَقْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الصُّبْحُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় ফজরের সালাতের সময়

٣٠٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا *

৩০৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনও অন্য দিন যে সময় সালাত আদায় করতেন, সে নির্ধারিত সময় ব্যতীত সালাত আদায় করতে দেখিনি। মাগরিব ও ইশা ব্যতীত, যা তিনি আদায় করেছেন মুয্‌দালিফায়। আর সেদিন তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বে।

فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ الإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুয্‌দালিফায় যে ব্যক্তি ফজরের সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করতে পারেনি

٣٠٤٢. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيلَ وَدَاؤُدَ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلاَتَنَا هٰذِهِ هٰهُنَا ثُمَّ اَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪২. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুয্‌দালিফায় দাঁড়ান অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে, আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করেছে এবং এর আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

٣٠٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الاِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالاِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ *

৩০৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমাম এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে মুয্‌দালিফায় অবস্থান করেছেন এবং পরে সেখান থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তন করেছে, সে হজ্জ পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইমাম এবং লোকের সঙ্গে মুয্‌দালিফায় অবস্থান করেনি, সে হজ্জ পায় নি।[১]

٣٠٤٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَسَارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي اَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَى طَيِّءٍ لَمْ اَدَعْ حَبْلاً الاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ *

৩০৪৪. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ ব্যক্তির উপর একটি দম ওয়াজিব। –অনুবাদক

মুয্‌দালিফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তায় গোত্রের পাহাড়দ্বয় হতে আগমন করেছি, আর আমি কোন পাহাড়ে অবস্থান বাদ দেইনি; এমতাবস্থায় আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে আর এর পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে– দিনে হউক অথবা রাতে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং সে তার ইহ্‌রাম শেষ করেছে। (এখন সে ইহ্‌রামে নিষিদ্ধ কার্যাদি চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি করতে পারবে।)

٣٠٤٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هٰذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ *

৩০৪৫. ইসামাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন লাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি মুয্‌দালিফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে এবং এস্থানে অবস্থান করেছে, এর পূর্বে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করেছে– রাতে অথবা দিনে, তার হজ্জ আদায় হয়েছে এবং সে তার ইহ্‌রামের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে। এখন হালাল হওয়ার জন্য যা করণীয়, তা পূর্ণ করবে।

٣٠٤٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي مَابَقِيَ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ هٰهُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস তায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আমি তায়-এর পাহাড়দ্বয় হতে আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। আমার সওয়ারীকে ক্লান্ত করেছি এবং নিজেও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি। এমন কোন পাহাড় নেই যার উপর আমি অবস্থান করিনি, আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে ভোরের সালাত আদায় করেছে, আর এর পূর্বে আরাফায় আগমন করেছে– সে ইহ্‌রামের কাজ সমাপ্ত করে চুল, গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তন করার পর্যায়ে পৌঁছেছে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করেছে।

٣٠٤٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلاً فَسَأَلَهُ عَنِ

الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا فَجَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ *

৩০৪৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - বুকায়র ইব্‌ন আতা (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার দারলামী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আরাফায় নবী ﷺ-কে দেখেছি, তাঁর কাছে নাজ্‌দ হতে কতিপয় লোক এসে তাদের একজনকে তারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, সে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন ঃ হজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান। যে ব্যক্তি মুয্‌দালিফার রাতে ভোরের সালাতের পূর্বে সেখানে আগমন করলো, সে তার হজ্জ পেল। মিনার তিন দিন, যে ব্যক্তি দুই দিন পর তাড়াতাড়ি চলে যায়, তার কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরী করে তারও কোন পাপ নেই। তারপর তিনি একজন লোককে তাঁর পশ্চাতে আরোহণ করান, যিনি এ কথাগুলি লোকের মধ্যে প্রচার করছিলেন।

٣٠٤٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ *

৩০৪৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে আগমন করলাম, তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুয্‌দালিফার সমস্ত স্থানই মওকিফ বা অবস্থানের জায়গা।

اَلتَّلْبِيَةُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুয্‌দালিফায় তাল্‌বিয়া

٣٠٤٩. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ *

৩০৪৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ আমরা মুয্‌দালিফায় ছিলাম, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে ঃ তাঁকে এ স্থানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ বলতে শুনেছি।

وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

মুয্‌দালিফা হতে প্রস্থানের সময়

٣٠٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ

مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لاَيُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি আমর ইব্‌ন মায়মূন (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি মুযদালিফায় উমর (রা)-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ জাহিলী যুগে তারা মুয্‌দালিফা হতে প্রস্থান করতো না সূর্যোদয়ের পূর্বে, তারা বলতো ঃ সবির পাহাড়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিরোধিতা করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুয্‌দালিফা থেকে প্রস্থান করেন।

اَلرُّخْصَةُ لِلضَّعْفَةِ اَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى

দুর্বলদের জন্য কুরবানীর দিন ফজরের সালাত মিনায় পড়ার অনুমতি

٣٠٥١. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ اَشْهَبَ اَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ *

৩০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর পরিবারের দুর্বলদের সঙ্গে প্রেরণ করেন, আমরা ফজরের সালাত মিনায় আদায় করি, এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করি।

٣٠٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ اَنِّى اسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَاْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ امْرَاَةً ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنًى وَرَمَتْ قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ النَّاسُ *

৩০৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ভাল মনে করলাম যে, সাওদা (রা) যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন, আমিও যদি সেরূপ তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতাম এবং ফজরের সালাত মিনায় লোকের আগমনের পূর্বে আদায় করতাম। সাওদা (রা) ছিলেন মোটা মানুষ এবং ধীরগতি সম্পন্না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তখন তিনি ফজরের সালাত মিনায় আদায় করেন এবং লোকের আগমনের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেন।

٣٠٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلًى لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ *

৩০৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম তাঁর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমি আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে মিনায় অন্ধকারে গমন করলাম। আমি তাঁকে বললাম ঃ আমরা যে মিনায় অন্ধকারে এসে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমরা এরূপ করতাম ঐ ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি তোমার চাইতে উত্তম ছিলেন।

٣٠٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ *

৩০৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসামা ইব্‌ন যায়দের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে মুয্‌দালিফা থেকে ফেরার সময় কিরূপে চলেন ? তিনি বলেন ঃ তিনি তাঁর উটনী চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন কোন পানি শূন্য স্থানে উপনীত হন, তখন সওয়ারী দ্রুত চালান।

٣٠٥٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ *

৩০৫৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তাঁরা সন্ধ্যায় আরাফা ত্যাগ করছিলেন আর মুয্‌দালিফায় ভোরে তোমরা ধীরস্থির ভাবে পথ অতিক্রম করবে আর তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তারপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করলেন, অবতরণ করলেন। যখন তিনি মুহাস্‌সার নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন বললেন ঃ তোমরা পাথরের টুকরা সঙ্গে নাও, যা জামরায় নিক্ষেপ করতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ যেরূপ পাথর মানুষ সাধারণত নিক্ষেপ করে থাকে।

الْاِيْضَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

মুহাস্‌সির নামক উপত্যকায় উটকে দ্রুত চালান

٣٠٥٦. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ *

৩০৫৬. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুহাস্‌সির উপত্যকায় দ্রুত উট চালনা করেন।

٣٠٥٧. اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي *

৩০৫৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হারুন (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মুয্‌দালিফা ত্যাগ করেন এবং ফযল ইব্‌ন আব্বাসকে তাঁর পেছনের বাহনে বসিয়ে নেন, মুহাস্‌সিরে এসে তিনি তাঁর বাহন যা তোমাকে জামরায় কুরবায় পৌছে দেবে। এরপর তিনি বৃক্ষের নিকটে জামরায় উপনীত হন এবং সেখানে সাতটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করেন। তিনি এগুলোর প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেন। তিনি পাথর টুকরোগুলো নিক্ষেপ করেন উপত্যকার মধ্যে থেকে।

اَلتَّلْبِيَةُ فِي السَّيْرِ

মুয্‌দালিফা থেকে মিনার জামরার দিকে যাওয়ার সময় পথে তালবিয়া পড়া

٣٠٥٨. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৮. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - -ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সওয়ার ছিলেন, নবী করীম ﷺ তালবিয়া পাঠ করতেন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

٣٠٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبَّى حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত সর্বদা তালবিয়া পাঠ করতেন।

الْتِقَاطُ الْحَصَى

কংকর তুলে নেওয়া

٣٠٦٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِاَمْثَالِ هٰؤُلَاءِ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ *

৩০৬০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আকাবার সকালে তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট থেকে আমাকে বলেন ঃ এসো, আমার জন্য কংকর কুড়িয়ে নাও। এরপর আমি তাঁর জন্য কয়েক টুকরো কংকর তুলে নেই, যেগুলি ছিল দুই আংগুলে তুলে নেওয়ার মত। যখন আমি সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এগুলোর মত কংকর নিক্ষেপ করবে। সাবধান, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।

مِنْ اَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصَى

কংকর কোথা থেকে কুড়াবে ?

٣٠٦١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ مِنًى فَهَبَطَ حِيْنَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْاِنْسَانُ *

৩০৬১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যখন তারা সন্ধ্যায় আরাফা ও সকালে মুয্‌দালিফা ত্যাগ করেন

এবং মিনায় প্রবেশ করেন, তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখেন। এরপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি অবতরণ করেন। 'মুহাস্‌সির' নামক স্থানে তিনি বলেন ঃ তোমরা কংকর সাথে নাও, যা জামরায় নিক্ষেপ করতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ যেরূপ কংকর মানুষ সাধারণত নিক্ষেপ করে থাকে।

قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ

নিক্ষেপের জন্য যে কংকর নিবে তার পরিমাণ

٣٠٦٢. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هٰؤُلَاءِ *

৩০৬২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে আকাবার ভোরে বলেন ঃ এসো, আমার জন্য কংকর কুড়িয়ে নাও, তখন আমি তাঁর জন্য কয়েকটি কংকর কুড়িয়ে নেই। সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন ঃ এগুলোর মত কংকরই তোমরা নিক্ষেপ করবে। ইয়াহ্‌ইয়া (র) সেগুলোর মত কংকর তার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

اَلرُّكُوْبُ اِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْرِمِ

জিমারের দিকে সওয়ার হয়ে গমন করা, আর মুহ্‌রিমের ছায়া গ্রহণ

٣٠٦٣. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا *

৩০৬৩. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হুসায়ন তাঁর দাদী উম্মে হুসায়নের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করি। বিলাল (রা)-কে দেখলাম, তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে টেনে নিলেন। আর উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) তাঁর উপর কাপড় টাঙ্গিয়ে তাঁকে ছায়া দিচ্ছেন রৌদ্র তাপ থেকে রক্ষার জন্য, আর তখন তিনি ছিলেন মুহ্‌রিম। এরপর তিনি জামরায়ে আকাবায়

পাথর নিক্ষেপ করেন এবং লোকদের সম্মুখে খুৎবা দেন। তিনি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং একটি দীর্ঘ খুৎবা দেন।

٣٠٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَاضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ *

৩০৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের উটনীর উপর থেকে কুরবানীর দিনে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি উটনীকে মারতেও দিলেন না, আর হাঁকাতেও ছিলেন না।

٣٠٦٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّىْ لَا أَدْرِي لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا *

৩০৬৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যুবায়র (র) বলেছেন ঃ তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর উটনীর উপর থেকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের হজ্জের মাসায়েল শিখে রাখ। আমি জানি না, হয়তো এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারবো না।

وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

কুরবানীর দিন জামরা-ই-'আকাবায়' কংকর নিক্ষেপের সময়

٣٠٦٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمٰى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ *

৩০৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব ইব্‌ন ইবরাহীম সাকাফী আল-মারওয়াযী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন ভোরে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন, আর কুরবানীর দিনের পর তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর।

اَلنَّهْيُ عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

সূর্যোদয়ের আগে কংকর নিক্ষেপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٠٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ أُبَيْنِيَّ لَاتَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মুকরী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের সন্তানদেরকে গাধায় সওয়ার করিয়ে প্রেরণ করেন। আর আমাদের উরুদেশে মৃদু আঘাত করতে করতে বলেন ঃ হে আমার আদরের সন্তানরা ! তোমরা জামরা-ই-আকাবায় সূর্যোদয়ের আগে কংকর নিক্ষেপ করবে না।

٣٠٦٨. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَايَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৮. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন, আর তাঁদের বলেছিলেন ঃ তোমরা জামরা-ই-আকাবায় সূর্যোদয়ের আগে কংকর নিক্ষেপ করবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِي ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে অনুমতি

٣٠٦٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ إِحْدٰى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَتَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتّٰى مَاتَ *

৩০৬৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একজন স্ত্রীকে আদেশ করেন যে, যেন সে মুয্‌দালিফার রাতে মুয্‌দালিফা ত্যাগ করে জামরা-ই-আকাবায় গিয়ে সেখানে কংকর নিক্ষেপ করে এবং ভোরে মান্‌যিলে ফিরে আসে। আতা (র) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতেন।

اَلرَّمْيُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

সন্ধ্যার পর কংকর নিক্ষেপ

٣٠٧٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْئَلُ اَيَّامَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَحَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ قَالَ لاَحَرَجَ ٭

৩০৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, মিনার দিনগুলোতে সে দিনের হজ্জের কার্যাবলীর ব্যাপারে তিনি বললেন ঃ কোন গুনাহ্ নেই। এরপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ আমি পশু কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি? তিনি বললেন ঃ কোন পাপ নেই। পরে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমি সন্ধ্যার পর কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন ঃ এতে কোন পাপ নেই।[১]

رَمْيِ الرُّعَاةِ

রাখালদের কংকর নিক্ষেপ

٣٠٧١. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا ٭

৩০৭১. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাখালদের অনুমতি দিয়েছেন, তারা একদিন কংকর নিক্ষেপ করবে আর একদিন তা বাদ দেবে।

٣٠٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُوْنَهُمَا فِى اَحَدِهِمَا ٭

৩০৭২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবুল বাদ্দাহ ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন আদী তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ রাখালদের রাত্র যাপনের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করবে এবং পরের দু'দিন একত্রে কোন একদিন নিক্ষেপ করবে।

اَلْمَكَانُ الَّذِى تُرْمٰى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

যে স্থান থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা হয়

১. যিলহজ্জের দশ তারিখে হাজীদের চারটি কাজ করতে হয় এবং যেগুলো ক্রমানুসারে করতে হয়। অন্যথায় দম বা ফিদ্‌য়া দিতে হয়। সেই চারটি কাজ হলো যথাক্রমে ঃ ১. জামারা-ই-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ, ২. কুরবানী করা, ৩. মাথা মুণ্ডান বা চুল কর্তন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَلاَتَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ, অর্থাৎ হাদয়ি তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডাবে না। ক্রমের ব্যতিক্রম করলে দম দিতে হবে বলে হযরত ইব্‌ন আব্বাসও ফতোয়া দিতেন। তবে ফিদ্‌য়া দিতে হলেও অজ্ঞতাবশত এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণে কোন গুনাহ হবে না। হাদীসের মর্মও সেই দিকে ইঙ্গিত করছে। –অনুবাদক

٣٠٧٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِي لَآ إِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭৩. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবদুর রহমান অর্থাৎ ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলা হলো, লোকেরা আকাবার উপর হতে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে থাকে। রাবী বলেন ঃ এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) বাতনে ওয়াদী হতে কংকর নিক্ষেপ করে বলেন ঃ যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই তাঁর শপথ করে বলছি ! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এখান হতে কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

٣٠٧٤. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللّٰهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ هٰهُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْصُوْرٌ غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ *

৩০৭৪. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যা'ফরানী ও মালিক ইব্ন খলীল (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি বায়তুল্লাহ্‌কে তাঁর বামদিকে রাখেন এবং আরাফাকে রাখেন তাঁর ডান দিকে এবং তিনি বলেন ঃ যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এ স্থানে দাঁড়িয়েই কংকর নিক্ষেপ করেন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, ইব্ন আবূ আদী ব্যতীত আমি কাউকেও এ হাদীসে মনসূর-এর নাম উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٣٠٧٥. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا وَالَّذِي لَآ إِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭৫. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বাতনে ওয়াদী হতে জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি, তারপর তিনি বলেন ঃ যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ ! এই সে ব্যক্তির কংকর নিক্ষেপের স্থান, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

٣٠٧٦. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ

لاَ تَقُوْلُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ قُوْلُوا السُّوْرَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَدِيَ وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ اِنَّ اُنَاسًا يَصْعَدُوْنَ الْجَبَلَ فَقَالَ هٰهُنَا وَالَّذِيْ لاَۤ اِلٰهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ رَمٰى ٭

৩০৭৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সূরা বাকারা বলবে না। বরং তোমরা বলবে, এই সে সূরা যাতে বাকারা বা গাভীর উল্লেখ রয়েছে। আমি ইবরাহীমের নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন, যখন তিনি জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি বাতনে ওয়াদীতে প্রবেশ করে তা অর্থাৎ জামরার সামনে দাঁড়ান। এরপর সেখান থেকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। আর তিনি প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলেন। আমি বললাম ঃ লোকেরা পাহাড়ে আরোহণ করে। তিনি বলেন ঃ যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই তাঁর শপথ! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, আমি তাঁকে এখান থেকেই নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

٣٠٧٧. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ٭

৩০৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন, দু'আঙ্গুলে নিক্ষেপ করার মত ক্ষুদ্র কংকর।

٣٠٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ٭

৩০৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আঙ্গুলে তুলে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

عَدَدُ الْحَصَى الَّتِيْ يَرْمِيْ بِهَا الْجِمَارَ

জামরায় নিক্ষেপের কংকরের সংখ্যা

٣٠٧٩. اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى

الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ *

৩০৭৯. ইবরাহীম ইব্ন হারূন (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃক্ষের নিকটস্থ জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি এর প্রত্যেক কংকরের সাথে তাকবীর বলেন। তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন বাতনে-ওয়াদী হতে। এরপর তিনি যবেহ্ করার স্থানে গমন করে যবেহ্ করেন।

٣٠٨٠. اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُجَيْحٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعْدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ *

৩০৮০. ইয়াহ্য়া ইব্ন মূসা বালাখী (র) - - - - সা'দ (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমাদেরকে কেউ বললো ঃ আমি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেছি। আর কেউ কেউ বললো ঃ আমি ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেছি। এ ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি দোষারোপ করেন নি।

٣٠٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِيْ رَمَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِتٍّ اَوْ بِسَبْعٍ *

৩০৮১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি আবূ মিজলাজকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জামরা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেন না সাতটি নিক্ষেপ করেন, তা আমার জানা নেই।

اَلتَّكْبِيْرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা

٣٠٨٢. اَخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتّٰى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ *

৩০৮২. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী আল কূফী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর ভাই ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার

ছিলাম, তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন– জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত। তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিবার কংকর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলেন।

قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর মুহ্রিমের তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেয়া

٣٠٨٣. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ *

৩০৮৩. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম, আমি সর্বদা তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনি। জামরায় আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত। যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ শেষ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন।

٣٠٨٤. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৮৪. হিলাল ইব্ন 'আলা ইব্ন হিলাল (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ফযল (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

٣٠٨٥. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ *

৩০৮৫. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র) ---- ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি সর্বদা তালবিয়া পাঠ করছিলেন। আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

اَلدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ

٣٠٨٦. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ تَلِى الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهٰذَا عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ *

৩০৮৬. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আজীম আম্বরী (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মিনার যবাহ করার স্থানের নিকটস্থ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন তাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। যখনই তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন, তখনই তাকবীর বলেন। তারপর তিনি এর সামনে অগ্রসর হন এবং পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে অনেকক্ষণ দু'আয় রত থাকেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে তাতেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি উত্তর দিকে কিছুটা সরে যান এবং কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করেন। এরপর তিনি আকাবার নিকটস্থ জামরায় আগমন করেন এবং এতেও তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এর নিকট তিনি দাঁড়ান নি। যুহরী (র) বলেন, আমি সালিম (র)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি তাঁর পিতার মাধ্যমে। আর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) এরূপ আমল করতেন।

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপের পর মুহ্‌রিমের জন্য যা হালাল হয়

٣٠٨٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ قِيْلَ وَالطِّيْبُ قَالَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ اَفَطِيْبٌ هُوَ *

৩০৮৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কেউ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে, তখন তার জন্য স্ত্রী ব্যতীত সকল কিছুই হালাল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলো ঃ সুগন্ধিও ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কস্তুরীর সুগন্ধি লাগাতে দেখেছি। আর সুগন্ধি লাগানই যে আহকামে হজ্জের শেষ ক্রিয়া, এতে কোন সন্দেহ নেই।

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

بَابٌ وَجُوْبُ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ওয়াজিব হওয়া

٣٠٨٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اُخْرِجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ اَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهِىَ اَوَّلُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْقِتَالِ *

৩০৮৯. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ তারা তাদের নবীকে বের করে দিল 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন' তারা নিশ্চয় ধ্বংস হবে, তখন নাযিল হলো ঃ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের–যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম (২২ ঃ ৩৯)। তখন আমি বুঝলাম, শীঘ্রই জিহাদ আরম্ভ হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত।

٣٠٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبِى قَالَ اَنْبَاَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَصْحَابًا لَهُ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ

فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُوْنَ فَلَمَّا اٰمَنَّا صِرْنَا اَذِلَّةً فَقَالَ اِنِّي اُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللّٰهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ٭

৩০৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শাকীক (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তার কয়েকজন বন্ধুসহ মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মুশরিক অবস্থায় সম্মানিত ছিলাম এখন যখন আমরা ঈমান এনেছি অসম্মানিত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন ঃ আমাকে ক্ষমা করার আদেশ করা হয়েছে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করবেনা। এরপর যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের মদীনায় নিয়ে গেলেন, তখন আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা জিহাদ থেকে বিরত থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেন নি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, এবং সালাত কায়েম কর। (৪ ঃ ৭৭)

٣٠٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ح وَاَنْبَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِاَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِيْ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا ٭

৩০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা, আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারাহ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ আমি প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ঐশী প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর এক সময় আমি ঘুমন্ত ছিলাম, তখন পার্থিব ধনাগারের চাবি আমাকে প্রদান করা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

٣٠٩٢. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ ٭

৩০৯২. হারূন ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আবূ সালামা (র) কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٣٠٩٣. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدِى فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا ٭

৩০৯৩. কাছীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব এবং আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ঐশী প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর ধনাগারের চাবি দান করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

٣٠٩٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ ٭

৩০৯৪. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) এ (তাওহীদ বাক্য) যতক্ষণ না বলবে,ততক্ষণ পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে আমার পক্ষ থেকে সে তার সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে ইসলামের হক ব্যতীত আর এর হিসাব আল্লাহ্র নিকট।

٣٠٩٥. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ٭

৩০৯৫. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হলো এবং আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলো, তখন আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল। উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যতক্ষণ লোকেরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারপর যে ব্যক্তি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে, সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামী বিধানে কারো জান-মাল হালাল হলে-তা স্বতন্ত্র ব্যপার। আর আল্লাহ্‌র কাছেই এর হিসাব। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সে ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তারা আমাকে একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও অসম্মত হয়, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত; তাহলে তাদের এ অসম্মতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহ্‌র শপথ! এ আর কিছু না, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ্ তায়ালা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি অনুধাবন করলাম যে, তাঁর ফয়সালাই সঠিক।

٣٠٩٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَاَنْبَاَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ وَاللَّفْظُ لِاَحْمَدَ *

৩০৯৬. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা ও কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হলো, তাঁর পর খলীফা হলেন আবূ বকর (রা)। আরবের কেউ কেউ কাফির হয়ে গেল। তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে এ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন ,অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যতক্ষণ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে,ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? আর যখন তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত, আর এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র কাছে ? আবূ বকর (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার সাথে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা

যে বক্‌রীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় যাকাত হিসেবে আদায় করতো, যদি তা আমাকে না দেয়, তবে তা না দেওয়ার অপরাধে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ আর কিছু নয়, বরং আমি অনুধাবন করলাম যে, আল্লাহ্ তায়ালা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটাই সত্য। এ বর্ণনায় শব্দ, ভাষা আহমদ (র)-এর।

٣٠٩٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩০৯৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি লোকের সাথে কিরূপে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যতক্ষণ লোকেরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে,ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যে বক্‌রীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত, তা আমাকে দিতে অস্বীকার করলে তাদের এই না দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন ঃ এ আর কিছু নয়, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এটাই সঠিক।

٣٠٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ

رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

৩০৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হলে আরবের কতিপয় লোক মুরতাদ হয়ে গেল। উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে আরবের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ? আবূ বকর (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত এবং সালাত কায়িম করা ও যাকাত আদায় করা' পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যা প্রদান করতো, তা থেকে একটি বক্রীর বাচ্চা দান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন ঃ তখন আমি আবূ বকরের অভিমত উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তর উন্মুক্ত করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর অভিমতই সঠিক।

আবূ আব্দুর রহমান (র) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী ইমরান আল-কাত্তান (র) -এর এ বর্ণনায় ভুল আছে, তিনি রাবী হিসেবে শক্তিশালী নন। এর আগে বর্ণিত যুহ্রী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উত্বা (র) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ। যাতে রয়েছে شُرِحَ -এর স্থলে شَرَحَ ।

٣٠٩٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ *

৩০৯৯. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুগীরা (র) ও আমর ইব্ন উছমান ইব্ন সায়ীদ ইব্ন কাসীর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা যতক্ষণ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি তা বললো, সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। তার হিসাব আল্লাহ্র কাছে।

٣١٠٠. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ *

৩১০০. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্

ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, তোমাদের হাত, এবং তোমাদের জিহ্‌বা দ্বারা।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى تَرْكِ الْجِهَادِ

জিহাদ পরিত্যাগের প্রতি সতর্ক বাণী

٣١٠١. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ *

৩১০১. আবদা ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে মারা গেল বা তার মনে যুদ্ধের বাসনা জাগলো না, তার মৃত্যু হলো নিফাকের একটি অংশ (জিহাদ বিমুখ হওয়া)-এর উপর।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ

যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ব্যাপারে অনুমতি

٣١٠٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَتَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ *

৩১০২. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ওয়াযীর ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 'যদি মুমিনদের মধ্য হতে এমন কিছু সংখ্যক লোক না থাকতো-যাদের মন চায় না আমার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকুক, অথচ আমি তাদেরকে সওয়ারী দেওয়ার মত কিছু পাই না; তাহলে আমি এমন কোন যুদ্ধ হতে বিরত থাকতাম না, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘটিত হয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়; আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই।

فَضْلُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

যারা ঘরে বসে থাকে (সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত থাকে) তাদের উপর যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে–তাদের ফযীলত

٣١٠٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ هٰذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ يَرْوِى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ *

৩১০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বযী' (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) -কে দেখলাম তিনি বসে আছেন। আমিও তার নিকট গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর নাযিল হলো ঃ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ ..... الاية "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে, তারা এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, তারা সমান নয়।"(৪ঃ ৯৫) ইতোমধ্যে ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আগমন করলেন। তিনি তা লিখে নেওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে পড়ে শুনালেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমার জিহাদ করার শক্তি থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ "অসুস্থগণ ব্যতীত"। আর তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল, তা আমার উপর ভারী লাগছিল। মনে হলো আমার উরু ভেঙ্গে যাবে। এরপর তাঁর এ অবস্থা থেকে অবমুক্ত হলো।

আব্দুর রহমান (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের কোন ত্রুটি নেই, আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক হতে আলী ইব্‌ন মুসহির ও আবূ মু'আবিয়া এটি বর্ণনা করেন। আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) নু'মান ইব্‌ন সা'দ (র) হতে এরূপ বর্ণনা করেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

٣١٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ إِلٰى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمْلٰى عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمَى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِى ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ *

৩১০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান (র)-কে মসজিদে উপবিষ্ট দেখলাম, আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর পার্শ্বে বসে পড়লাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পড়ে শুনালেন ঃ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ তিনি বললেন, তারপর তাঁর নিকট ইব্‌ন উম্মে মাকতূম আগমন করলেন, তখনও তিনি আমাকে পড়ে শুনালেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমার জিহাদ করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। আর তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল -এর উপর অবতীর্ণ করলেন, তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর, এমনকি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর তাঁর উপর হতে ওহীর প্রভাব কেটে গেল আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ "অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত"।

٣١٠٥. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ اَئْتُوْنِى بِالْكَتِفِ وَاللَّوْحِ فَكَتَبَ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ لِى رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ *

৩১০৫. নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - বারা (রা) হতে বর্ণিত, এরপর তিনি এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন, রাবী বলেন, যার অর্থ আমার নিকট কলম এবং তখতী আনয়ন কর, এরপর তিনি লিখলেন ঃ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'মুমিন, যারা বসে থাকে, তারা সমান নয়। আর তখন আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য কি অব্যাহতি রয়েছে ? তখন অবতীর্ণ হলো ঃ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ অর্থাৎ অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত।

٣١٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَاءَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ اَعْمَى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ فِىَّ وَاَنَا اَعْمَى قَالَ فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَتْ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ *

৩১০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - বারা (রা) বলেন, যখন ঃ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন অন্ধ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম আগমন করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার উপর কিভাবে এই আয়াত প্রযোজ্য হবে অথচ আমি অন্ধ ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো ঃ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ

যার পিতামাতা জীবিত, তার জন্য জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি

٣١٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ *

৩১০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার মাতাপিতা জীবিত আছে কি ? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তাঁদের সেবায় সব সময় রত থাকার জিহাদ কর।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

যার মাতা জীবিত, তার জন্য জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি

٣١٠٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِىِّ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا *

৩১০৮. আব্দুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন আব্দুল হাকাম ওয়াররাক (র) - - - - মুআবিয়া ইব্‌ন জাহিমা সালামী (র) বলেন, আমার পিতা জাহিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে গমন করতে ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট মতামত জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেন : তোমার মাতা আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাঁর খেদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর পদদ্বয়ের নিচে।

فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর ফযীলত

٣١٠٩. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ

وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ *

৩১০৯. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ সে মুমিন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং পর্বতের উপত্যকাসমূহের কোন উপত্যকায় বসবাস করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদের রক্ষা করে।

فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى قَدَمِهِ

যে পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে–তার ফযীলত

٣١١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ اَبِي الْخَطَّابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ تَبُوْكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ اِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ اَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ اَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَاِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ لاَيَرْعَوِي اِلَى شَيْءٍ مِنْهُ *

৩১১০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাবূকের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? লোকের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর অধম সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি গুনাহ্‌র কাজ করে, আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু মন্দ থেকে বিরত থাকে না।

٣١١١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ يَبْكِي اَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ فَتَطْعَمُهُ النَّارُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ اَبَدًا *

৩১১১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে না; যতক্ষণ না দুধ পুনঃ প্রবেশ করবে এর স্তনে। আর কখনও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একজন মুমিনের নাকের ছিদ্রে একত্রিত হবে না।

٣١١٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ *

৩১১২. হান্নান ইব্‌ন সারি (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করেছে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না দুধ এর স্তনে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।

٣١١٣. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ *

৩১১৩. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে একত্রিত হবে না সে মুসলমান যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, এরপর সঠিক ও সরল পথে দৃঢ় রয়েছে। আর কোন মুমিনের পেটে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের শিখা একত্রিত হবে না। আর আল্লাহ্‌র বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হবে না।

٣١١٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا *

৩১১৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেটে কখনো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কখনো কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

٣١١٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا *

৩১১৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

ইরশাদ করেছেন ঃ কোন বান্দার চেহারায় আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

٣١١٦. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِى جَوْفِ عَبْدٍ *

৩১১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমির (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের উদরে একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার উদরে (অন্তরে) একত্রিত হবে না।

٣١١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ ابْنُ الْبِرِنْدِ وَابْنُ اَبِى عَدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ اَبَدًا *

৩১১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করবে না।

٣١١٨. اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ /لشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِى قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *

৩১১৮. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - হুসায়ন ইব্‌ন লাজলাজ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত করবেন না। আর কোন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও কৃপণতাকে একত্রিত করবেন না।

٣١١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ غُبَارًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ الْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ وَالشُّحَّ جَمِيْعًا *

৩১১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - আব্দুল আলা ইব্‌ন লাজলাজ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোন মুসলমানের উদরে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত করবেন না এবং কোন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও কৃপণতাকে একত্রিত করবেন না।

ثَوَابُ مَنْ اَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

যে ব্যক্তি তার উভয় পা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলো ধূসরিত করে তার সওয়াব

٣١٢٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَاَنَا مَاشٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ *

৩১২০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র) বলেন, আবায়া ইব্‌ন রাফি (র) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তখন আমি জুমআর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পদক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে। আমি আবূ আব্‌স (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্‌র পথে ধূলি ধূসরিত হয়, সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।

ثَوَابُ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

যে চক্ষু আল্লাহ্‌র রাস্তায় জাগ্রত থাকে তার সওয়াব

٣١٢١. اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شَمِيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا عَلِيٍّ التُّجِيْبِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا رَيْحَانَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৩১২১. ইসমত ইব্‌ন ফযল (র) - - - - আবূ রায়হানা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে চক্ষু আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিনিদ্র থাকে, সে চক্ষুর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করা হয়েছে।

فَضْلِ غَدْوَةٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক সকালে বের হওয়ার ফযীলত

٣١٢٢. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا *

৩১২২. আবদা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক সকালে এবং এক বিকালে বের হওয়া পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

فَضْلِ الرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক বিকেলে বের হওয়ার ফযীলত

٣١٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ *

৩১২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক বিকেল অথবা এক সকাল বের হওয়া সেসব বস্তু থেকে উত্তম, যে সবের উপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায়।

٣١٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْنُهُ اَلْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْاَدَاءَ *

৩১২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইয়াযীদ (র) তাঁর পিতা থেকে - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন যে, যাদেরকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র উপর অবধারিত। আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ, যে বিবাহকারী পরহেযগারীর উদ্দেশ্য বিবাহ করে, যে মুকাতাব গোলাম কিতাবাতের অর্থ আদায় করার ইচ্ছা রাখে।

بَابُ اَلْغُزَاةُ وَفْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ যোদ্ধারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি

٣١٢٥. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ ابْنَ اَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ اَلْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ *

৩১২৫. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তিন শ্রেণীর ঃ যোদ্ধা, হাজী এবং উমরাহ্ আদায়কারী।

بَابُ مَاتَكَفَّلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ্ যে জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

٣١٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِهِ لَايُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ٭

৩১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায়– তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কালেমা-ই তাওহীদের বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু বের করেনি, মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অথবা যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল– সওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ সে ঘরে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

٣١٢٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ مَوْلَى ابْنِ اَبِى ذُبَابٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِى سَبِيْلِهِ لَايُخْرِجُهُ اِلاَّ الْاِيْمَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِى اَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِاَيِّهِمَا كَانَ اِمَّا بِقَتْلٍ اَوْ وَفَاةٍ اَوْ اَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ ٭

৩১২৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বের হয়েছে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুই বের করেনি এমন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে–তাকে শাহাদাত নসীব করে অথবা তার মৃত্যু দ্বারা; অথবা তাকে গনীমতের সম্পদ ও সওয়াবসহ ফিরিয়ে আনবেন সে স্থানে, যে স্থান হতে সে বের হয়েছিল।

٣١٢٨. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ٭

৩১২৮. আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে আর কে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে তা আল্লাহ্ ভাল জানেন, তার উদাহরণ হলো সে রোযাদারের ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুজাহিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ হয়তো তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন পুণ্য অথবা গনীমতের প্রাপ্ত সম্পদসহ।

بَابُ ثَوَابِ السَّرِيَّةِ الَّتِي تُخْفِقُ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল হতে মাহরূমদের পুণ্য

٣١٢٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً اِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ★

৩১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে বাহিনী আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, আর তারা গনীমত প্রাপ্ত হয়, তাদেরকে সওয়াবের দুই তৃতীয়াংশ দুনিয়াতেই দেওয়া হয়, আর তাদের এক তৃতীয়াংশ পুণ্য অবশিষ্ট থাকে। আর যে বাহিনী গনীমত না পায়, তাদের বিনিময় পরিপূর্ণই আখিরাতের জন্য থাকে।

٣١٣٠. أَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ اَنْ اُرْجِعَهُ اِنْ اَرْجَعْتُهُ بِمَا اَصَابَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَاِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ ★

৩১৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যা তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে; আমার জিম্মায় রইলো– আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি, তা হলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব তার পুণ্য ও গনীমতের সম্পদসহ, আর যদি আমি তাকে ওফাত দেই, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এবং তার প্রতি রহমত করব।

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা

٣١٣١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ *

৩১৩১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা আর কে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন– ঐ সিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, রুকু করে এবং সিজদা করে।

مَايَعْدِلُ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য

٣١٣٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو حُصَيْنٍ اَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا اَجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُوْمُ لَا تَفْتُرُ وَتَصُوْمُ لَاتُفْطِرُ قَالَ مَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ *

৩১৩২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে আরয করলো ঃ আমাকে এমন আমলের সন্ধান দিন–যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বললেন ঃ আমি তো এমন আমল পাচ্ছি না, আচ্ছা যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হয়, তখন তুমি কি মসজিদে প্রবেশ করে এমন ইবাদত আরম্ভ করতে সক্ষম, যাতে একটুও বিরতি দেবে না? আর লাগাতার সাওম পালন করবে, যাতে কোন বিরতি হবে না? লোকটি বললো ঃ এরূপ করতে কে সক্ষম হবে ?

٣١٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ اَبِى مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ اَنَّهُ سَاَلَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ *

৩১৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - আবূ যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌তে ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

٣١٣٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ *

৩১৩৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করলো ঃ কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। সে বললো ঃ তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ হজ্জে মাব্‌রূর বা মাকবূল হজ্জ।

دَرَجَةُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা

٣١٣٥. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ *

৩১৩৫. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবূ সাঈদ (রা) আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বাক্য আমাকে আবার বলুন। তিনি তা করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অন্য একটি আমল আছে, তা দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়, এর প্রতি দুটি স্তরের দূরত্ব এমন– যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব। তিনি বললেন ঃ তা কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

٣١٣٦. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ

عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِرًا وَمَاتَ فِى مَوْلِدِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا فَقَالَ اِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَعَدَّهَا اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِهِ وَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِى مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ *

৩১৩৬. হারুন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্‌কার ইব্‌ন বিলাল (র) - - - - আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা আল্লাহ্‌র জন্য অবধারিত। সে হিজরত করুক অথবা স্বীয় আবাসে মৃত্যুবরণ করুক। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকদের এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেব না, যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে একশত স্তর আছে, প্রতি দুটি স্তরের দূরত্ব যমীন ও আসমানের দূরত্বের সমান, আল্লাহ্ তা'আলা তা আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যদি মুমিনদের উপর কষ্টদায়ক না হতো, আর আমি তাদের আরোহণের জন্য সওয়ারী ব্যবস্থা করতে অপারগ না হতাম, আর আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের মনোকষ্ট না হতো, তবে আমি কোন যুদ্ধ হতেই বিরত থাকতাম না। আমার ইচ্ছা হয়– আমি একবার শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

مَالِمَنْ اَسْلَمَ وَهَاجَرَ وَجَاهَدَ

যে মুসলমান হয়েছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে–তার ফযীলত

٣١٣٧. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو هَانِىٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا زَعِيْمٌ وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ لِمَنْ اٰمَنَ بِى وَاَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ وَاَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ اٰمَنَ بِى وَاَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى اَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ *

৩১৩৭. হারিছ ইব্‌ন মিস্‌কীন (র) - - - - আমর ইব্‌ন মালিক জান্‌বী (রা) বলেন, তিনি ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সে ব্যক্তির যামিন হলাম, যে ঈমান আনলো আমার প্রতি এবং ইসলাম গ্রহণ করলো, হিজরত করলো, এমন একটি ঘরের– যা জান্নাতের বহির্ভাগে হবে, আর একটি ঘরের– যা জান্নাতের মধ্যভাগে। আর আমি যামিন হলাম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন ঘরের– যা বেহেশতের বহির্ভাগে এবং একটি ঘরের– যা জান্নাতের মধ্যভাগে হবে

এবং একটি ঘরের– যা জান্নাতের কক্ষসমূহের উপরিভাগে হবে। সে সেখানে কল্যাণের সন্ধান পায়, সেখান থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে এবং মন্দ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করবে। সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক, জান্নাত তার জন্য অবধারিত।

٣١٣٨. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَقِيْلٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ اَبِى فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِاِبْنِ اٰدَمَ بِاَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ وَاٰبَاءِ اَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ اَرْضَكَ وَسَمَائَكَ وَاِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ٭

৩১৩৮. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - সাব্রাতা ইব্ন আবূ ফাকিহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান আদম-সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে বলে ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার দীন ও তোমার বাপ দাদার দীন এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের দীন পরিত্যাগ করবে ? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে ঃ তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে ? মুহাজির তো একটি রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায়। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে ঃ তুমি কি জিহাদ করবে ? এতো নিজকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী জান্নাত তার জন্য অবধারিত। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত।

بَابُ فَضْلِ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া-জোড়া দান করে–তার ফযীলত

٣١٣٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنْ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَاعَلَى الَّذِيْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا مِنْ ضَرُوْرَةٍ هَلْ يُدْعَى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُو اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ★

৩১৩৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, হুমায়দ ইব্ন আব্দুর রহমান তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, জান্নাতে তাকে ডাকা হবে, হে আব্দুল্লাহ ! ইহা কল্যাণের কাজ, অতি উত্তম! যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাদকা দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাওম পালনকারী হবে, তাকে সাওমের দরজা রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তিকে একযোগে এ সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে তার কি অবস্থা হবে ? এক ব্যক্তিকে কি এই সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

যে আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে

٣١٤٠. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ اَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ★

৩১৪০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে নিবেদন করলো, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গনীমতের মাল লাভের জন্য, অন্যজন যুদ্ধ করে বাহাদুরী প্রকাশের জন্য; তাহলে এদের মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কলেমা [১] সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহ্র রাস্তার সৈনিক।

১. কলেমাতুল্লাহ অর্থ, তাওহীদ, দীন ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া।

مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ

যে ব্যক্তি বীর উপাধি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে

٣١٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ اَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنِي حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ قَارِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ اَفْهَمْ تُحِبُّ كَمَا اَرَدْتُ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَالَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنْ لِيُقَالَ اِنَّهُ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَاُلْقِيَ فِى النَّارِ *

৩১৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন, লোক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পৃথক হওয়ার পর সিরিয়ার নাতিল নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ লোকের মধ্যে কিয়ামতের দিন যাদের বিচার করা হবে, তারা হবে তিন শ্রেণীর লোক। প্রথমত ঃ সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছে তাকে আনা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন; যে তা স্মরণ করবে, তাকে বলা হবে ঃ এসব নিয়ামত ভোগ করে কি আমল করেছ ? সে ব্যক্তি বলবে ঃ আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই জন্য, যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি বাহাদুর; তোমাকে তা বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, ফলে তাকে তার মুখের উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করেছে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে, তাকে আনা হবে, তাকে তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে, সে তা স্বীকার করবে, তাকে বলা হবে ঃ এর জন্য তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে ঃ আমি 'ইল্‌ম শিক্ষা করেছি, অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি শিক্ষা করেছিলে এজন্য যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর কুরআন শিক্ষা করেছিলে, যেন তোমাকে কারী বলা

হয়; তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্বন্ধে আদেশ করা হবে, আর তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আর এক ব্যক্তি যাকে প্রশস্ততা দান করা হয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার মাল দান করা হয়েছিল। তাকে আনা হবে। তাকে তার নিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করা হবে, সে তা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ এর জন্য তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে ঃ আমি তোমার পছন্দনীয় কোন রাস্তাই ছাড়িনি, তোমার সন্তুষ্টির জন্য যাতে ব্যয় করিনি । আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এজন্য ব্যয় করেছ, যাতে দাতা বলা হয়; তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে তার মুখ নিচের দিকে করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

مَنْ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ مِنْ غَزَاتِهِ اِلاَّ عِقَالاً

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে এবং সে উটের রশি ব্যতীত আর কিছুর নিয়্যাত না করে

٣١٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ اِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوٰى *

৩১৪২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইয়াহইয়া ইব্ন ওলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাঁর দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং উটের রশি ব্যতীত তার আর কিছুর নিয়্যাত থাকলো না; সে যা নিয়্যাত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

٣١٤٣. اَخْبَرَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُوَ لاَيُرِيْدُ اِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوٰى *

৩১৪৩. হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াহইয়া ইব্ন ওলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং উটের রশি ছাড়া তার আর কিছুর নিয়্যাত থাকলো না; সে যা নিয়্যাত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ

যে ব্যক্তি সুনাম ও সম্পদের জন্য যুদ্ধ করে

٣١٤٤. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ هِلاَلٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادٍ اَبِي عَمَّارٍ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَشَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ *

৩১৪৪. ঈসা ইব্‌ন হিলাল হিমসী (র) - - - - আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললো ঃ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার জন্য কিছুই নেই। তিনি তা তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা খালেস আমল ব্যতীত, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবূল করেন না।

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ

যে ব্যক্তি উটের একবার দুধ দোহন করার পর দ্বিতীয়বার দুধ দোহনের অবকাশের সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ রাস্তায় যুদ্ধ করে

٣١٤٥. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَاكَانَتْ لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ *

৩১৪৫. ইউসুফ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - মালিক ইব্‌ন ইউখামির (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উটনীর দুধ দোহনের সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য) জিহাদ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাআলার নিকট নিজেই জিহাদ কামনা করে কায়মনোবাক্যে, তারপর মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সওয়াব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা বর্শার আঘাত পায়, কিয়ামতের দিন তা পানি পূর্ণ কূপের ন্যায় হবে, যার রং হবে যা'ফরানের এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর। আর যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জখমী হয়, আর উপর শহীদের চিহ্ন থাকবে।

ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে- তার সওয়াব

٣١٤٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ يَا عَمْرُو حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ *

৩১৪৬. আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - - শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইব্‌ন আবাসা (রা)-কে বললেন ঃ হে আমর ! আমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে বৃদ্ধ হবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য একটি নূর হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে,তা শত্রুর গায়ে বিদ্ধ হোক বা না হোক, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার ন্যায় সওয়াব লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মুমিন গোলাম আযাদ করবে, তা তার জন্য জাহান্নাম হতে পবিত্রাণের কারণ হবে, প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে এক একটি অঙ্গ।

٣١٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ *

৩১৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ নুজাইহ্ সালামী[১] (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাফিরদের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করলো, এটি তার জন্য জান্নাতে একটি স্তর লাভের কারণ হবে। অতএব আমি সেদিন ষোলটি তীর নিক্ষেপ করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আরও বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর ছুঁড়বে, তা হবে গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।

٣١٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ

---

১. আবূ নুজাইহ্ সালামী (রা)-এর নাম আমর ইব্‌ন আবাসা।

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فِي سَبِيْلٍ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ اَمَا اِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ اُمِّكَ وَلٰكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ *

৩১৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - শুরাহবীল ইব্‌ন সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'ব ইব্‌ন মুররাহ (রা)-কে বললেন ঃ হে কা'ব! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় বৃদ্ধ হয়েছে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে। তাঁকে আবার বলা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ তোমারা তীর নিক্ষেপ করবে। যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার একটি স্তর বর্ধিত করবেন। ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মর্যাদা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ তা তোমার মায়ের ঘরের চৌকাঠ নয়। ইহা এমন দুটি স্তর যে, যার মধ্যে পার্থক্য হবে একশত বছরের।

٣١٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشَّامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْهِ نِسْيَانٌ وَلَا تَنَقُّصٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ اَخْطَاَ اَوْ اَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩১৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - শুরাহবীল ইব্‌ন সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আমর ইব্‌ন আবাসা ! আমাদের নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন, যাতে ভুল ভ্রান্তি ও পরিবর্তন না হয়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে শত্রুর প্রতি, এতে সে ভুল করলো কিংবা সঠিকভাবে পৌঁছালো, এটি তার জন্য একটি কৃতদাস আযাদ করার সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমান কৃতদাস আযাদ করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ এর প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে জাহান্নামের অগ্নি হতে পবিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বার্ধক্যে উপনীত হবে, কিয়ামতের দিন এ হবে তার জন্য নূর।

٣١٥٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِي سَلَّامٍ الْاَسْوَدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ

يَزِيْدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّمِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ *

৩১৫০. আমর ইব্ন উছমান ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা একটি তীরের উসিলায় তিন প্রকার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এর প্রস্তুতকারক, যে তা প্রস্তুতকালে উত্তম নিয়্যত রাখবে। যে তা নিক্ষেপ করবে এবং যে তা কাউকে নিক্ষেপ করতে দেবে।

بَابُ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা আহত হয়

٣١٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايُكْلَمُ اَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ *

৩১৫১. মুহাম্মদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখম হবে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে তাঁর রাস্তায় যখম হয়েছে ; সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত রক্ত ঝরাতে থাকবে, এর বর্ণ হবে রক্তের ন্যায়, আর গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।

٣١٥٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَاِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللّٰهِ اِلَّا اَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ *

৩১৫২. হান্নাদ ইব্ন সারি (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাদেরকে (শহীদদেরকে) তাদের রক্তসহ চাদরাবৃত কর। কেননা কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখম হলে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। যার বর্ণ হবে রক্তের, কিন্তু সুগন্ধী হবে কস্তুরীর ন্যায়।

مَا يَقُوْلُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

যাকে শত্রু আঘাত করে, সে কি বলবে

٣١٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ

عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَنْتَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا قَالَ كَمَا اَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَقَالَ اَنْتَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتّٰى يُقْتَلَ حَتّٰى بَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْاَحَدَ عَشَرَ حَتّٰى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ اَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ رَدَّ اللّٰهُ الْمُشْرِكِيْنَ ٭

৩১৫৩. আমর ইব্‌ন সওয়াদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন যখন কিছু লোক ফিরে গেল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিকে বারজন আনসার কর্তৃক বেষ্টিত ছিলেন, তাদের মধ্যে তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)-ও ছিলেন, মুশরিকরা তাদেরকে আক্রমণ করলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখে বললেন : এদলের জন্য কে আছ ? তাল্‌হা (রা) বললেন : আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি পূর্বে যেমন ছিলে সেরূপ থাক।[১] তখনই একজন আনসারী ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। তিনি বললেন : হ্যাঁ তুমিও। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। আবার তিনি লক্ষ্য করলেন, এবং দেখতে পেলেন যে, মুশরিকরা আক্রমণ করছে, তিনি বললেন : এদলের জন্য কে আছ ? এবারও তাল্‌হা (রা) বললেন : আমি। তিনি বললেন : তুমি পূর্বে মতই থাক। এক আনসারী ব্যক্তি বললেন : আমি আছি। তিনি ইরশাদ করলেন : হ্যাঁ তুমিও। এ ব্যক্তিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। এরপর তিনি এভাবে বলছিলেন এবং তার পূর্ববর্তীদের ন্যায় যুদ্ধ করছিলেন এবং শহীদ হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) অবশিষ্ট থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এদলের জন্য কে আছ ? তাল্‌হা (রা) বললেন : আমি আছি। তিনি এগারজনের যুদ্ধ একাই করলেন। পরিশেষে তাঁর হাত আহত হলো এবং হাতের আঙ্গুল কর্তিত হলো। এতে তিনি উহ্ শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তুমি বলতে 'বিসমিল্লাহ', তা হলে তোমাকে ফিরিশতাগণ উপরে উঠিয়ে নিতেন, আর লোকেরা তা দেখতে পেতেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দিলেন।

بَابٌ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভুলবশত নিজের তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হলে

---

১. তুমি আগে যেমন ছিলে এখনও সেরূপ থাক। এর অর্থ তুমি এখনও বীরের ন্যায় থাক, ওদের সাথে তুমি এখন যুদ্ধ করো না, পরে দেখা যাবে।—অনুবাদক

٢١٥٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِيْ قِتَالاً شَدِيْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَأْذَنُ لِيْ اَنْ اَرْتَجِزَ بِكَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَعْلَمُ مَا تَقُوْلُ فَقُلْتُ *

وَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقْتَ

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجْزِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ هٰذَا قُلْتُ اَخِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّ نَاسًا لَيَهَابُوْنَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ قُلْتُ اِنَّ نَاسًا لَيَهَابُوْنَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَاَشَارَ بِاُصْبُعَيْهِ *

৩১৫৪. আমর ইব্‌ন সওয়াদ (র) - - - - সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) বলেন, খায়বর যুদ্ধে আমার ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নেতৃত্বে ভীষণ যুদ্ধ করেন। তাঁর তরবারী তাঁর উপর আপতিত হলে তিনি শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবা এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগলেন এবং তার শাহাদাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। কারণ তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার মৃত্যু হয়েছে তারই অস্ত্রে।

সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে কবিতা পাঠ করতে আমাকে অনুমতি দিবেন কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, তুমি কি বলবে তা অনুবধাবন কর। আমি বললাম ঃ

وَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ۔

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাদের হিদায়ত না করতেন, তাহলে না আমরা হিদায়ত পেতাম, না আমরা সাদাকা করতাম, আর না আমরা সালাত আদায় করতাম। এপর্যন্ত বলতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "তুমি সত্যই বলেছ।"

فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ٠

তিনি আমদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন, আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের অটল রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে।

আমার কবিতা পাঠ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা কে বলেছে ? আমি বললামঃ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোক তার উপর জানাযার নামায পড়তে ভয় পায়। তারা বলে ঃ এ ব্যক্তি স্বীয় অস্ত্রে মারা গেছে। সে পুণ্যের পথে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহ্র শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছে।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, তারপর আমি সালামা ইব্ন আকওয়ার এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তার পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। উপরন্তু তিনি বললেন, যখন আমি বললাম, লোক তার উপর নামায পড়তে দ্বিধাবোধ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তারা মিথ্যা বলছে। সে মুজাহিদের ন্যায় যুদ্ধ করেছে, তার জন্য দুইগুণ পুণ্য রয়েছে। আর তিনি তাঁর দুটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।

بَابُ تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা

٣١٥٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ذَكْوَانُ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِي لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لَايَجِدُوْنَ حَمُوْلَةً وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوَدِدْتُ اَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا ٭

৩১৫৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে আমি কোন যুদ্ধে গমন হতে বিরত থাকতাম না। তারা কোন বাহন পায় না, আর আমিও তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারি না। আর যদি আমার সঙ্গে যাওয়া হতে বিরত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই। তিনি তিনবার এরূপ বললেন।

٣١٥٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ بِاَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ٭

৩১৫৬. আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের মধ্যে এমন লোক না হতো, যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধে গমন হতে বিরত থাকতে চায় না, আর আমি তাদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থাও করতে পারি না, তাহলে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা হতে আমি বিরত থাকতাম না। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। আমার ইচ্ছা হয়– আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٣١٥٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَلَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ *

৩১৫৭. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - ইব্‌ন আবূ আমীরাতা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্ মৃত্যুদান করেছেন, আর সে পুনরায় তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে ভালবাসে–শহীদ ব্যতীত; অথচ তার জন্য পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সব কিছুই রয়েছে। ইব্‌ন আবূ আমীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহরবাসী এবং গ্রামবাসী (অর্থাৎ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যা আছে সব কিছু) আমার জন্য হোক, তা হতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়ার সওয়াব

٣١٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ *

৩১৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহা হলে আমার স্থান কোথায় হবে ? তা আমাকে বলুন। তিনি বলেন ঃ জান্নাতে। তারপর সে ব্যক্তি তার হস্তাস্থিত খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করলো এবং শহীদ হয়ে গেল।

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যুদ্ধে যোগদান

٣١٥٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا *

৩১৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে উপবেশন করে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমি যদি ধৈর্যশীল হয়ে সওয়াবের নিয়তে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই, পিছপা না হই, তাহলে কি আল্লাহ্ তাআলা আমরা সব পাপ মার্জনা করবেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন, পরে বললেন ঃ প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? লোকটি বললো ঃ এই যে, আমি এখানে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলেছিলে ? সে বললো ঃ আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধৈর্যসহকারে ইখলাসের সংগে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করি, পিছু না হটি– সওয়াবের আশা রাখি, তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, ঋণ ব্যতীত। এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আমাকে তা বলে গেলেন আমার কানে কানে।

٣١٦٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ *

৩১৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (তাঁর পিতা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আমি যদি ধৈর্যের সাথে সওয়াবের নিয়তে সামনে অগ্রসর হয়ে, পিছু না হটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করি, তাহলে কি আল্লাহ্ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। যখন সে ব্যক্তি প্রস্থান করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন অথবা ডাকতে বললেন। তাকে ডাকা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি বললে ? লোকটি তার বক্তব্য তাঁর নিকট পুনরায় ব্যক্ত করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে ঋণ ব্যতীত ; জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

٣١٦١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ

بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذٰلِكَ *

৩১৬১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সর্বোত্তম ইবাদত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, তাহলে কি আল্লাহ্ তাআলা আমার সব পাপ মার্জনা করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যসহকারে সওয়াবের আশায় সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে যুদ্ধ কর, তবে ঋণ ব্যতীত। জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

٣١٦٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِىْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتّٰى اُقْتَلَ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقُوْلُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْكَ دَيْنٌ *

৩১৬২. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা তাঁর পিতা কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি আমার এ তলোয়ার দিয়ে ধৈর্যসহকারে সওয়াবের নিয়তে সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হই ; তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি চলে গেলে তাকে ডেকে বললেন ঃ ইনি হলেন জিব্‌রীল, তিনি বলছেন– তোমার উপর ঋণ থাকলে তা ব্যতীত।

مَا يَتَمَنّٰى فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা কামনা করবে

٣١٦٣. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَلَهَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ تُحِبُّ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا اِلاَّ الْقَتِيْلُ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى *

৩১৬৩. হারুন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - কাছীর ইব্‌ন মুররা (র) বলেন, উবাদা ইব্‌ন সামিত

(রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই, মৃত্যুবরণ করার পর তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, তার জন্য পৃথিবীস্থ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও সে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে–শহীদ ব্যতীত। কেননা, সে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় শহীদ হতে পছন্দ করবে।

مَا يَتَمَنَّى اَهْلُ الْجَنَّةِ

জান্নাতীগণ যা কামনা করবেন

٣١٦٤. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُوْلُ اَسْاَلُكَ اَنْ تَرُدَّنِي اِلَى الدُّنْيَا فَاُقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ *

৩১৬৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীদের মধ্যে শহীদকে আনা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ হে আদম সন্তান ! তোমার বাসস্থান কেমন পেলে ? সে বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেন ঃ আরও কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা কর। তখন সে ব্যক্তি বলবে ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হই। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنَ الْاَلَمِ

শহীদের কষ্টানুভব

٣١٦٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهِيْدُ لَايَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا *

৩১৬৫. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট পিপীলিকার কামড় অথবা চিমটি কাটার কষ্টের চাইতে বেশী অনুভব করবে না।

مَسْاَلَةُ الشَّهَادَةِ

শাহাদাত কামনা করা

٣١٦٦. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ *

৩১৬৬. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাহল ইব্ন আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল ইব্ন হানীফ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শাহাদাত কামনা করবে সর্বান্তকরণে, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাআলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

٣١٦٧. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ *

৩১৬৭. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকারের যে কোন এক প্রকারে মৃত্যুবরণ করবে– সে শহীদ ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, আল্লাহ্র রাস্তায় যে ব্যক্তি নদী ইত্যাদিতে ডুবে মরেছে–সে শহীদ, যে আল্লাহ্র রাস্তায় পেটের পীড়ায় মরেছে–সে শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগ বা তাউন রোগে মারা যায়–সে শহীদ, আর যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে–সেও শহীদ।

٣١٦٨. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ *

৩১৬৮. আমর ইব্ন উছমান (র) - - - - ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহীদগণ এবং যারা বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, তারা আমাদের রবের নিকট বাদানুবাদ করবে–তাউন রোগে মারা গেছে তার সম্বন্ধে। শহীদগণ বলবেন ঃ আমাদের এ ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন, যেভাবে আমরা নিহত হয়েছি। আর বিছানায় মৃত্যুবরণকারীগণ বলবেন ঃ আমাদের এ ভাইয়েরা তাদের মৃত্যুবরণ করেছে, যেমন আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন আমাদের রব বলবেন ঃ তাদের যখমের প্রতি

লক্ষ্য কর, যদি তাদের যখম শহীদদের ক্ষতের সদৃশ হয়, তাহলে তারা তাদের মধ্যে হবে এবং তাদের সাথে থাকবে, তখন দেখা যাবে তাদের ক্ষত শহীদের ক্ষতের সদৃশ।

اِجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُوْلِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فِى الْجَنَّةِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া

٣١٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ *

৩১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করবেন, তাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাদের একজন তার সাথীকে হত্যা করবে, এরপর তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া এর ব্যাখ্যা

٣١٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ *

৩১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা দুই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন, তাদের একে অন্যকে হত্যা করে–আর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়, এরপর আল্লাহ্ তাআলা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন, তারপর সেও জিহাদ করে এবং শহীদ হয়।

فَضْلُ الرِّبَاطِ

রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়ার ফযীলত

٣١٧١. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَجْرَى لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ ★

৩১৭১. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সালমানুল খায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন ও একরাত সীমানা পাহারায় কাটায়। তার জন্য এক মাস রোযা রাখার ও ইবাদতের সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পাহারার কাজে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার জন্যও ঐ সওয়াব রয়েছে। আর তাকে জান্নাত হতে রিযিক পৌঁছানো হবে, আর সে সমস্ত ফিতনা হতে রক্ষিত থাকবে।

٣١٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ★

৩১৭২. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাল্‌মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমানা পাহারায় রত থাকে একদিন এবং এক রাত, তার জন্য এক মাস রোজা রাখা ও ইবাদতের সওয়াব রয়েছে। সে ইন্তেকাল করলেও তার একাজ জারি থাকবে, আর সে সকল ফিতনা হতে রক্ষিত থাকবে, আর তাকে তার রিযিক পৌঁছানো হবে।

٣١٧٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ ★

৩১৭৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - যাহরা ইব্‌ন মা'বাদ (র) বলেন, আবূ সালিহ্ মাওলা উছমান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিনের সীমানা পাহারায় রত থাকা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন হতে উত্তম।

فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

সমুদ্র–জিহাদের ফযীলত

٣١٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي

مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحٰقُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحٰرِثُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَايُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ كَمَا قَالَ فِى الْاَوَّلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ *

৩১৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালমা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোবায় পদার্পণ করতেন, তখন তিনি মিল্‌হান কন্যা উম্মে হারামের নিকট যেতেন। তিনি তাঁকে আহার করাতেন। আর উম্মে হারাম বিনতে মিল্‌হান ছিলেন উবাদা ইব্‌ন সামিতের স্ত্রী। একবার তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলে উম্মে হারাম তাঁকে আহার করালেন এবং তাঁর মাথার উকুন তালাশ করতে বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রাভিভূত হলেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আমাকে দেখান হলো তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, এবং তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদ্‌শাহ। রাবী ইসহাক (র) বলেন, অথবা তিনি বলেছেন ঃ তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহর ন্যায়। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দু'আ করে আবার নিদ্রা গেলেন।

হারিছ (রা) বলেন, নিদ্রা যাওয়ার পর তিনি আবার হাসতে হাসতে জাগলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোককে আমাকে দেখান হলো, তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে ঃ যেমন সিংহাসনের উপর বাদ্‌শাহ্ অথবা বাদশাহর মত, যেভাবে প্রথমবার বলেছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন ঃ না, তুমি প্রথম দলে থাকবে। উম্মে হারাম মুআবিয়া (রা)-এর সময় সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন, এরপর সমুদ্র হতে ফিরে আসার পর তিনি তার সওয়ারীর উপর হতে পড়ে শহীদ হন।

٣١٧٥. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ
وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي مَا أَضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ
كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ يَعْنِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ
الصَّامِتِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا خَرَجَتْ قُدِّمَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا *

৩১৭৫. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবিব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - উম্মে হারাম বিনতে মিল্‌হান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট এসে খাওয়া দাওয়ার পর শয়ন করলেন, এরপর হাসতে হাসতে জাগরিত হলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ আমি আমার উম্মতের একদল লোককে দেখলাম, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে সিংহাসনের উপর বাদ্‌শাহ্‌র ন্যায়। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগরিত হলেন।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এবং তিনি আগের মত বললেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দলভুক্ত থাকবে। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাকে বিবাহ করলেন, এরপর সমুদ্র পাড়ি দিলেন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। যখন সমুদ্র হতে ফিরে এলে তাঁর জন্য একটি খচ্চর আনা হলো, তিনি তাতে আরোহণ করলেন ; খচ্চর তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়, ফলে তিনি মারা যান।

غَزْوَةِ الْهِنْدِ

হিন্দুস্থানের জিহাদ

٣١٧٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَيَّارٍ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي
فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৬. আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন হাকিম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি ঐ যুদ্ধের সুযোগ পাই, তা হলে আমি

তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তা হলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবূ হুরায়রা হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত।

٣١٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করব। আর যদি আমি নিহত হই, তবে মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হব, আর যদি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবূ হুরায়রা হব আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত।

٣١٧٨. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ *

৩১৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর সঙ্গে থাকবে।

غَزْوَةُ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

তুরস্ক ও হাবশার যুদ্ধ

٣١٧٩. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْأُخَرُ فَبَرِقَتْ بَرْقَةٌ فَرَاٰهَا سَلْمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُكَ حِيْنَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً اِلاَّ كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ رَاَيْتَ ذٰلِكَ فَقَالَ اِيْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّي حِيْنَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْاُوْلَى رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيْرَةٌ حَتّٰى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِاَيْدِيْنَا بِلاَدَهُمْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتّٰى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ قَالُو يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِاَيْدِيْنَا بِلاَدَهُمْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتّٰى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَاوَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَاتَرَكُوْكُمْ *

৩১৭৯. ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরীখা খননের আদেশ করলেন, তখন একটি কঠিন প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল, যা খনন কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেল্‌চা (কোদাল জাতীয় যন্ত্র বিশেষ) নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর চাদর পরীখার পাশে রাখলেন, তিনি বললেন ঃ

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً + لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

অর্থ ঃ সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬ঃ ১১৫)।

তাতে ঐ প্রস্তর খণ্ডের এক তৃতীয়াংশ পড়ে গেল। আর সাল্‌মান ফারসী সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বেলচা মারার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ চমকিত হলো। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً + لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

তাতে আর এক তৃতীয়াংশ পড়ে গেল এবং একটি বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠলো, সালমান ফারসী (রা) তাও দেখতে পেলেন, তারপর তিনি তৃতীয়বার তাতে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً + لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

এতে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে আসলেন, এবং তাঁর চাদরখানা নিয়ে বসে পড়লেন সালমান ফারসী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন আঘাত করছিলেন, আমি আপনার প্রতি লক্ষ্য করছিলাম, দেখলাম আপনি যখনই তাতে আঘাত করছিলেন, আর তা হতে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে সালমান! আমিও তা দেখেছি। সালমান (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি যখন প্রথমবার আঘাত করেছিলাম, তখন কিস্‌রার শহরসমূহ এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ এবং আরো বহু শহর আমার সামনে প্রকাশিত হলো। আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করেছি। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন এবং তাদের আবাসকে আমাদের গনীমত করে দেন, আর আমাদের হাতে তাদের দেশ ধ্বংস করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন ঃ এরপর আমি দ্বিতীয়বার আঘাত করলাম। তাতে রোম-সম্রাটের শহরসমূহ এবং এর পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ দেখানো হলো। আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন আর তাদের বাড়ী ঘর আমরা গনীমতরূপে প্রাপ্ত হই এবং তাদের বাড়ী ঘর আমাদের হাতে ধ্বংস হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন ঃ এরপর আমি তৃতীয়বার আঘাত করলাম, আমাকে হাব্‌শার শহরসমূহ এবং এর আশে পাশের গ্রামসমূহ দেখান হলো। আমি তা স্বচক্ষে দেখলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা হাব্‌শীদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তুর্কীদের নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর তোমরা তুর্কীদের সাথেও যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে।

٢١٨٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعْرِ *

৩১৮০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না মুসলমানরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের চেহারা হবে ঢালের ন্যায়, তারা পশমের পোষাক পরিধান করবে এবং পশমের জুতা পরিধান করে চলাচল করবে।

اَلْاِسْتِنْصَارُ بِالضَّعِيفِ

দুর্বলের সাহায্য গ্রহণ

٢١٨١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَاِخْلاَصِهِمْ *

৩১৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস (র) - - - - মুস্'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে যাঁরা তা হতে নিম্নশ্রেণীর, তাঁদের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে সাহায্য করবেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দু'আ, নামায এবং ইখলাসের দরুন।

٣١٢٨. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ابْغُوْنِي الضَّعِيْفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ *

৩১৮২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন উছমান (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র হায্‌রামী (র) বলেন, তিনি আবুদ্দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার জন্য দুবর্লদের অন্বেষণ কর, কেননা তোমরা রিযিক পাচ্ছ এবং সাহায্য পাচ্ছ তোমাদের দুর্বলদের দ্বারা।

فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

যে ব্যক্তি যোদ্ধার জন্য সামান দান করে

٣١٨٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮৩. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তার কোন যোদ্ধাকে সামান দান করবে, সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে তার মঙ্গলের জন্য স্থলাভিষিক্ত হলো, সেও যেন যুদ্ধে যোগদান করলো।

٣١٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের সামান দান করলো, সে যেন যুদ্ধ করলো, আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে তার স্থলাভিষিক্ত হলো পরিবারের মঙ্গলের জন্য; সেও যেন যুদ্ধ করলো।

٣١٨٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوْا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلٰى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَفِيْهِمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهٰهُنَا طَلْحَةُ أَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ أَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ بِئْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هٰؤُلَاءِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى لَمْ يَفْقِدُوْا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا فَقَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ *

৩১৮৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মদীনায় উপনীত হলাম। হজ্জে গমনের জন্য আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের হাওদা নামাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট এক আগন্তুকের আবির্ভাব হলো। সে বললো ঃ লোক মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা ভীত হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, একদল লোকের চতুর্দিকে কিছু লোক একত্রিত হয়ে আছে মসজিদের মধ্যস্থলে। তাদের মধ্যে আলী, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উছমান (রা) আগমন করলেন, তাঁর পরনে রয়েছে হলুদ বর্ণের একখানা কাপড়, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন ঃ এখানে কি তালহা (রা) আছেন ? এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন ? এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? সকলে বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি ঐ আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদেগকে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অমুক গোত্রের উট বাঁধার বা খেজুর শুকাবার স্থানটি যে খরীদ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর আমি তা বিশ হাজার অথবা পঁচিশ হাজার টাকার খরিদ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে এসে তাঁকে তার সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ তা আমাদের মসজিদের জন্য দান কর, আর এর সওয়াব তোমারই থাকবে। তাঁরা

বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বীর-রুমা নামক কূপটি খরিদ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন ? আমি তা এত এত মূল্যে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ তুমি তা মুসলমানদের পানি-পানের স্থান করে দাও, তার সওয়াব হবে তোমার। তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহুম্মা, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমাদের ঐ আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ জায়শে – উসরাত'কে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন ? আমি তাদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি। তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক।

فَضْلُ النَّفَقَةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা

٣١٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ نُوْدِىَ فِى الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ *

৩১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ হতে দু'প্রকার মাল আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতে ডাকা হবে ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! এ তোমার জন্য উত্তম। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, তাকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের মধ্যে শামিল হবে, তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি আহ্লে সাদকা অর্থাৎ দাতা হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, তাকে "রাইয়্যান" নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আবূ বকর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তিকে এসকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে, তার আর কোন প্রয়োজন থাকবে কি ? কাউকেও কি এ সকল দরজা হতে ডাকা হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

٣١٨٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِي لَاتَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ *

৩১৮৭. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দু'প্রকার দান করবে,তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষী ফিরিশতা জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবে ঃ হে অমুক ! এদিকে এসো এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তির তো কোন প্রকার ধ্বংস নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি একান্তভাবে আশা করি আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

٣١٨٨. أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ *

৩১৮৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ছা'আছা' ইব্‌ন মুয়াবিয়া (র) বলেন। আবূযর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, আমি বললাম ঃ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার সকল মাল হতে জোড়া-জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বার রক্ষীগণের সকলেই তাঁর নিকট যা রয়েছে তার দিকে আহ্বান করবে। আমি বললাম ঃ তা কিভাবে হবে ? যদি তার মাল হয় উট, তবে দুটি উট; আর যদি গরু হয়, তবে দুটি গরু।

٣١٨٩. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ *

৩১৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ নাদ্‌র (র) - - - - খুযায়ম ইব্‌ন ফাতিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন কিছু দান করবে, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাদকার ফযীলত

٣١٩٠. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ مَخْطُوْمَةٍ *

৩১৯০. বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাকে রশি যুক্ত একটি উটনী আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নাকে রশিযুক্ত সাতশতটি উটনী পাবে।

٣١٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ اَجْرًا كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَايَرْجِعُ بِالْكَفَافِ *

৩১৯১. আমর ইব্‌ন উছমান (রা) - - - - মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ ধর্মযুদ্ধ দু' প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে ইমামের অনুসরণ করে, উত্তম বস্তু দান করে, সাথীদের সাথে নরম ব্যবহার করে এবং ঝগড়া-ফাসাদ পরিত্যাগ করে ; তা হলে তার নিদ্রা, জাগরণ সবই সওয়াব যোগ্য। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো যুদ্ধ করে, শুনাবার জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্য হয় অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তার করে, সে সওয়াব বা প্রতিদানের সাথে প্রত্যাবর্তন করবে না, বরং সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

মুজাহিদের স্ত্রীদের মর্যাদা

٣١٩٢. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِى امْرَاَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَيَخُوْنُهُ فِيْهَا اِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯২. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ এবং মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীগণ এমন হারাম, যেমন তাদের জন্য তাদের মাতাগণ হারাম। আর কোন মুজাহিদের স্ত্রীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যদি তার স্থলাভিষিক্ত থেকে খিয়ানত করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তার বিচার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে এবং তার আমল হতে যথেচ্ছা কেড়ে নেবে। অতএব তোমরা কি ধারণা কর ?

مَنْ خَانَ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ

যে ব্যক্তি গাযীর পরিবারে খিয়ানত করে

٣١٩٣. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَاِذَا خَلَفَهُ فِى اَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا خَانَكَ فِى اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯৩. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা যুদ্ধে গমন করে না তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম, যেমন তাদের মাতাগণ তাদের জন্য হারাম। আর সে যদি তার পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে ঃ এ ব্যক্তি তোমার পরিবারে তোমার খিয়ানত করেছে। কাজেই তুমি তার নেকী হতে যত ইচ্ছা গ্রহণ কর। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি ?

٣١٩٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَعْنَبٍ كُوْفِىٌّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ فِى الْحُرْمَةِ كَاُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى اَهْلِهِ اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ يَافُلاَنُ هٰذَا فُلاَنٌ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَاظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا *

৩১৯৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - - ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা যুদ্ধে যোগদান করে নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম, যেমন তাদের মাতা তাদের জন্য হারাম। যদি মুজাহিদের পরিবারে কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হয়, যে যুদ্ধে গমন না করে রয়ে গেছে, তাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য দাঁড় করান হবে, বলা হবে ঃ হে অমুক ! এ অমুক ব্যক্তি তুমি তার নেকী হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ কর। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা, তোমরা কি মনে কর এ ব্যক্তি তার নেকী হতে কিছু ছেড়ে দেবে ?

٣١٩٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاهِدُوا بِاَيْدِيْكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ *

৩১৯৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা জিহাদ কর তোমাদের হাত দ্বারা, তোমাদের জিহবা দ্বারা এবং তোমাদের মাল দ্বারা।

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় ঃ নিকাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় ঃ নিকাহ্

ذِكْرُ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا أَبَاحَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِى كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيْهًا لِفَضِيْلَتِهِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবাহ সম্পর্কীয় এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী ﷺ -এর জন্য যা হালাল করেছেন কিন্তু সৃষ্টির জন্য তা হারাম করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অত্যধিক সম্মান ও ফযীলতের লক্ষ্যে

٣١٩٩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ مَيْمُوْنَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا ‏.‏

৩১৯৯. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মুনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম 'সারিফ[১], নামক স্থানে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইনি মায়মুনা (রা)। তোমরা যখন তাঁর জানাযা উঠাবে অধিক ঝাঁকুনী দেবে না এবং হেলাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন, তিনি আট জনের জন্য সময় বন্টন করতেন, আর একজনের জন্য বন্টন করতেন না।

٣٢٠٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

---

১. মক্কা হতে দশমাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এ একই স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং মিলিত হন এবং এস্থানেই তাঁর ওফাত হয়।

دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيْبُهُنَّ اِلاَّ سَوْدَةَ فَاِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ *

৩২০০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - -ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের সময় তাঁর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন, যাঁদের সাথে তিনি সংগত হতেন, সওদা (রা) ব্যতীত। কেননা তিনি তাঁর দিন-রাত (-এর পালা) আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন।

٣٢٠١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ *

৩২০১. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই রাতে তাঁর সব সহধর্মিণীদের কাছে গমন করতেন। আর তখন তাঁর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন।

٣٢٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَقُوْلُ اَوَتَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا اَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ *

৩২০২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সব মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য তাঁদের নিজেদেরকে সমর্পণ করতেন। আমি তাঁদের এ কাজকে অসম্মানসূচক মনে করে বলতাম, কোন আযাদ মহিলা কি নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারে! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

অর্থঃ আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। (৩৩ : ৫১)

তখন আমি বললাম : আমি দেখছি, আপনার রব আপনার যা ইচ্ছা, তা দ্রুত পূর্ণ করেন।

٣٢٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِيءُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَنَا فِي الْقَوْمِ اِذْ قَالَتِ امْرَاَةٌ اِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَاْ فِيَّ رَاْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ *

৩২০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে ছিলাম। এ সময় একজন মহিলা বলে উঠলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার জন্য দান করলাম, এখন এই ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ একে আমার বিবাহে দান করুন। তিনি বললেন ঃ যাও, একটি লোহার আংটি হলেও তা দ্বারা একে গ্রহণ কর। সে ব্যক্তি গেল কিন্তু কিছুই পেল না, একটি লোহার আংটিও না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি কুরআনের কোন সূরা থেকে কিছু মুখস্থ আছে ? সে ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কুরআনের সূরা থেকে যে অংশ তার মুখস্থ ছিল, এর সম্মানার্থে তাঁর কাছে বিবাহ দিলেন।

مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَرَّمَهُ عَلٰى خَلْقِهِ لِيَزِيْدَهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قُرْبَةً اِلَيْهِ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যা ফরয করেছেন এবং অন্যদের জন্য যা হারাম করেছেন– আল্লাহ্‌র নৈকট্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

٣٢٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُخَيِّرَ اَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَأَبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ اَنْ لَا تُعَجِّلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَا يَأْمُرَانِّيْ بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ فَقُلْتُ فِيْ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ *

৩২০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ নিশাপূরী (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীগণের ইচ্ছা জানার আদেশ করলেন, আয়েশা (রা) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দিয়েই আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার নিকট একটি কথা বলব, কিন্তু তুমি সে ব্যাপারে তোমার মাতাপিতার পরামর্শ গ্রহণের পূর্বে হঠাৎ সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ তিনি জানতেন, আমার মাতাপিতা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদের অনুমতি আমাকে দেবেন না, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا *

"হে নবী ! আপনি আপনার সহধর্মিণীদেগকে বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এর সাজসজ্জা কামনা কর; তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই। (৩৩ ঃ ২৮) আমি বললাম ঃ এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার নিকট পরামর্শ করব ? আমি তো আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল এবং আখিরাতের জীবন কামনা করি।

٣٢٠٥. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَوَ كَانَ طَلاَقًا *

৩২০৫. বিশ্র ইব্ন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তাঁর নিকট থাকবে কি থাকবে না– সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেও এতে তাঁরা তালাক হননি।

٣٢٠٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا *

৩২০৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইখতিয়ার দিলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম এবং তা তালাক বলে গণ্য হয়নি।

٣٢٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ *

৩২০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আতা (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন নি, যে পর্যন্ত না তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে মহিলাদের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন– তাকে গ্রহণ করার।

٣٢٠٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَاءَ *

৩২০৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন যাকে ইচ্ছা তিনি মহিলাদের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবেন।

اَلْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٣٢٠٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২০৯. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - আলকামা (রা) বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সঙ্গে উসমান (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন উসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন– অর্থাৎ কয়েকজন যুবকদের নিকট। আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আমি দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে, তা বুঝতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধনবান হয়, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চক্ষু সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে ব্যক্তি ধনবান না হয়, তার রোযা তার কামভাবের নিয়ন্ত্রক।

٣٢١٠. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২১০. বিশ্র ইব্ন খালিদ (র) - - - - আলকামা (রা) বলেন, উসমান (রা) ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বললেন ঃ তোমার কি কোন স্ত্রীলোকের কথা জানা আছে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ্ দিয়ে দেব। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আলকামা (রা)-কে ডেকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষু সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যার ক্ষমতা নেই সে যেন রোযা রাখে, তা-ই তার জন্য কামক্ষুধার নিয়ন্ত্রক।

٣٢١١. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ *

৩২১১. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী আল কূফী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে; আর যে ব্যক্তি অসমর্থ, সে যেন রোযা রাখে। ইহা তার যৌন শক্তির নিয়ন্ত্রক। আবূ আব্দুর রহমান বলেন ঃ এ হাদীসের আসওয়াদ বর্ণনাকারী মাহ্ফুজ নয়।

٢٢١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২১২. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন ঃ হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষু সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন রোযা রাখে ; রোযা তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

٢٢١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৩২১৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ হে যুবক সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যে খরচাদি বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। অনুরূপ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٢١٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ *

৩২১৪. আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - - আলকামা (রা) বলেন, আমি মিনায় আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর সাথে উসমান-এর সাক্ষাত হলো, তিনি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন ঃ হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি কি তোমাকে একজন যুবতী মেয়ে বিবাহ করাব ? হয়তো তাঁর সংস্পর্শে তোমার বিগত যৌবনের কিছুটা ফিরিয়ে দেবে। আব্দুল্লাহ্ (রা) বললেন, তুমি তো একথা বললে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেগকে বলেছেন ঃ হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ চির কৌমার্যের নিষিদ্ধতা

٣٢١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ٭

৩২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উছমান ইব্‌ন মায্‌উনকে চির কুমার অর্থাৎ খাসি হতে নিষেধ করেছেন, তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা খাসি হয়ে যেতাম।

٣٢١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ ٭

৩২১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চির কৌমার্য হতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَتَادَةُ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ وَحَدِيْثُ أَشْعَثَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ٭

৩২১৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি চির কৌমার্য হতে নিষেধ করেছেন। আবূ আব্দুর রহমান বলেন, কাতাদা (র) আশ্‌আস (র) হতে সঠিক স্মরণ শক্তির অধিকারী। আর আশআস (র)-এর হাদীস অত্যধিক বিশুদ্ধ। মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

٣٢١٨. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلًا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَفَأَخْتَصِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذٰلِكَ أَوْ دَعْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ قَدْ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٭

৩২১৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি

বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি একজন যুবক ব্যক্তি। আমি ব্যভিচারের ভয় করি, আমার ব্যাপারে। অথচ বিবাহের খরচ বহনের সামর্থ্যও আমার নেই। আমি কি খাসি হয়ে যাব ? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনবার এমন জিজ্ঞাসা করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে লিখিত হয়ে গেছে, এখন তুমি ইচ্ছা হয়, খাসি হতে পার বা তা পরিত্যাগ করতে পার। আবূ আব্দুর রহমান (র) বলেন, আওযায়ী (র) এ হাদীস যুহরী (র) হতে শ্রবণ করেননি। এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি ইউনুস (র) যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ اِنِّي اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكِ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيْهِ قَالَتْ فَلاَ تَفْعَلْ اَمَا سَمِعْتَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً فَلاَ تَتَبَتَّلْ ٭

৩২১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ খালানজী (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আমি আপনাকে কৌমার্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? তিনি বললেন ঃ তা করো না। তুমি কি শ্রবণ করনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ٭

অর্থ ঃ আর আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে ছিলাম। (১৩ ঃ ৩৮)।

٣٢٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اٰكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَاَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَصُوْمُ فَلاَ اُفْطِرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا لٰكِنِّيْ اُصَلِّيْ وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ ٭

৩২২০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম –এর একদলের কেউ কেউ বললো ঃ আমি স্ত্রী গ্রহণ করবো না, কেউ বললেন ঃ আমি আহার করবো না। আর কেউ বললো ঃ আমি বিছানায় শয়ন করবো না। আবার কেউ বললো ঃ এমন রোযা রাখব, আর কখনও রোযা ভঙ্গ করবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শ্রবণ করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বল্‌লেন ঃ এ সকল দলের কি হলো–যারা এমন এমন কথা বলে ! কিন্তু আমি (রাত্রির) কিছু অংশে নামায পড়ি, আবার নিদ্রা যাই; রোযা রাখি আবার রোযা ভঙ্গ করি এবং স্ত্রী গ্রহণ করি, যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।

بَابُ مَعُوْنَةُ اللّٰهِ النَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে চায়, তার প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য

٣٢٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৩২২১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্র হক রয়েছে, আল্লাহ্ অবশ্য তাদের সাহায্য করবেন ঃ যে মুকাতাব দাস কিতাবাতের অর্থ আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে, যে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে চায় এবং আল্লাহ্র রাস্তার মুজাহিদ।

نِكَاحُ الْاَبْكَارِ

কুমারীর বিবাহ

٣٢٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ *

৩২২২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, বিবাহ করার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আগমন করলে তিনি বললেন ঃ হে জাবির ! তুমি কি বিবাহ করেছ ? আমি বললাম ঃ জ্বি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কুমারী, না বিবাহিতা ? আমি বললাম ঃ বিবাহিতা। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ কুমারী কেন বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো, আর তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে!

٣٢٢٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ هَلْ اَصَبْتَ امْرَاَةً بَعْدِىْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ اَيِّمًا قُلْتُ اَيِّمًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ *

৩২২৩. হাসান ইব্ন কাযা'আ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে আমার দেখা হলে তিনি বললেন ঃ হে জাবির ? আমার অজ্ঞাতে তুমি কি স্ত্রী গ্রহণ করেছ ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ কুমারী না বিবাহিতা ? আমি বললাম ঃ বিবাহিতা। তিনি বললেন ঃ কেন কুমারী বিবাহ করলে না, তাহলে সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো!

تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ

সম-বয়সীকে বিবাহ করা

٣٢٢٤. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ *

৩২২৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ বকর এবং উমর (রা) ফাতিমা (রা)-এর বিবাহের পয়গাম পাঠালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে তো অল্প বয়স্কা। এরপর আলী (রা) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন।

تَزَوُّجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ

মালিকের সাথে বিবাহ

٣٢٢٥. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالْانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الْانْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَرْثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَرْثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَالَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرٌ *

৩২২৫. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান, মারওয়ানের খেলাফতকালে বিন্‌তে সাঈদ ইব্‌ন যায়দকে তিন তালাক দিলেন, অথচ তিনি ছিলেন তখন একজন পূর্ণ যুবক। আর বিন্‌তে সাঈদ-এর মাতা ছিলেন বিন্‌তে কায়স। তার খালা ফাতিমা বিন্‌তে কায়স তার নিকট সংবাদ পাঠালো, সে যেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরের ঘর হতে পৃথক হয়ে যায়। মারওয়ান এ খবর শুনে বিন্‌তে সাঈদ–এর নিকট লোক পাঠিয়ে আদেশ করলো, সে যেন তার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে, এবং তাকে প্রশ্ন করলো, সে ইতিপূর্বে তার ঘরে থাকা অবস্থায় তাকে কিসে তার ঘর হতে বের করলো ? ঘরে থেকে ইদ্দত কেন পূর্ণ করলো না ? সে খলিফার নিকট সংবাদ পাঠালো, তার খালা তাকে এ আদেশ করেছেন। ফাতিমা বিন্‌তে কায়স মনে করলেন, সে আবূ আমর ইব্‌ন হাফসের বিবাহে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে ইয়ামনে গর্ভনর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁর সাথে গিয়েছিলেন, সেখান হতে তিনি তাঁর নিকট এক তালাক পাঠালেন, যা ছিল তাঁর অবশিষ্ট তালাক এবং হারিছ ইব্‌ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবী রবীআকে তার খোরপোষ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। ফাতিমা হারিছ এবং আইয়াশ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তার স্বামী তাদেরকে যে খোরপোষ দিতে বলেছিলেন, তা চেয়ে পাঠালেন। তাঁরা উভয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ আমদের নিকট তার কোন খোরপোষ নেই; তবে যদি সে গর্ভবতী হয়। আর তার আমাদের ঘরে থাকার কোন অধিকার নেই, আমাদের অনুমতি ব্যতীত। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে গমন করে তা বর্ণনা করলেন। তিনি ﷺ হারিছ এবং আইয়াশ -এর কথাই বিশ্বাস করলেন। তখন ফাতিমা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোথায় যাব ? তিনি বললেন ঃ তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতুম, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে 'অন্ধ' বলেছেন, তাঁর নিকট থাক। ফাতিমা (রা) বলেন ঃ আমি তাঁর নিকটই ইদ্দত পূর্ণ করলাম। তিনি ছিলেন দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি। আমি তাঁর ঘরে আমার কাপড় খুলে রাখতাম। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উসামা ইব্‌ন যায়দ-এর নিকট বিবাহ দিলেন, মারওয়ান ইহা অবিশ্বাস করলেন। তিনি বললেন, তোমার পূর্বে এ হাদীস আমি কারও নিকট শ্রবণ করিনি। এ ব্যাপারে লোককে যা করতে দেখেছি, আমি সে ফয়সালা করবো। (সংক্ষিপ্ত)

٣٢٢٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذٰلِكَ اُدْعُوهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَاَخًا فِي الدِّينِ مُخْتَصَرٌ *

৩২২৬. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রাশিদ (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন, আবূ হুযায়রা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন

রবীআা ইব্‌ন আব্‌দ শামস ছিলেন ঐ সকল লোকের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সালিম নামে এক ব্যক্তিকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতৃকন্যা হিন্দা বিন্‌তে ওয়ালীল ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আবদ শামস-এর বিবাহ দেন। আর সে ছিল এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ-কে ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগে নিয়ম ছিল, যদি কেউ কাউকেও পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো, লোক তাকে তার ছেলে বলেই ডাকতো এবং এ ছেলে ঐ লোকের ওয়ারিস হতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ *

অর্থ ঃ তোমরা তাদের ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত; যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধু। (৩৩ ঃ ৫)। এরপর যার পিতৃ পরিচয় না থাকতো, সে বন্ধু বা ধর্মীয় ভাই হিসেবে পরিগণিত হতো। (সংক্ষিপ্ত)

٣٢٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ *

৩২২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) এবং উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত, আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ছিলেন ঐ সকল লোকদের একজন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তিনি সালিম নামক এক ব্যক্তিকে পুত্র বানিয়ে নেন। আর সালিম ছিলেন এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে ছিলেন। আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা তার ভাতিজি হিন্দা বিন্‌ত ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ-কে তার সাথে বিবাহ দিলেন। হিন্দা বিন্‌ত ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ছিলেন প্রথম হিজরতকারিণীদের মধ্যে উত্তম। এরপর আল্লাহ্ তাআলা যখন যায়দ ইব্‌ন হারিছা সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করলেন ঃ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ *